



পঞ্চতন্ত্র-বিচার ।

অর্থাৎ

তত্ত্বশাস্ত্রীয় পঞ্চমকার সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রোক্ত
প্রমাণ সম্বলিত বিচার গ্রন্থ ।

— * —

সাধকাগ্রগণ্য—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
মহাশয় কর্তৃক সংশোধিত ।

শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক*

সংগৃহীত ও প্রকাশিত ।

(মুজাপুর ২০ নম্বর আমহার্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।)

দ্বিতীয় সংস্করণ ।

সারস্বত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্—

৩ডি, নিবেদিতা লেন, লাগবাজার, কলিকাতা ।

প্রিণ্টার—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

১৩৩২ ।

মূল্য ১/ এক টাকা

বিজ্ঞপ্তি

বহুদিবস হইতে অপরিমিত পরিশ্রম স্বীকার করতঃ তত্ত্বশাস্ত্রার্ণব মধ্যো নিমজ্জন করিয়া বাহ্য কিছু অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তন্মধ্যে গুরুত্ব-বিচার নামক প্রস্তাব একটী মহারত্ন। এই রত্ন বহু প্রাচীনকাল হইতে তত্ত্বশাস্ত্রার্ণব গর্ভে গুপ্তভাবে নিহিত ছিল, মধ্যো মধ্যো সাধকবৃন্দের করকমলে ঐ বস্তুর কণিকা আসিয়া পড়িত, তদ্বারা সাধুকগণ ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হৃদয়ান্তান্তরের সাধন-মন্দির আলোকিত করিতেন; এক্ষণে সেই মহামূল্য গুপ্তরত্ন উদ্ধার করিয়া সর্বসাধারণ সমক্ষে সংস্থাপন করিলাম। সাধকগণ, জ্ঞানপিপাসুগণ এবং গুণগ্রাহী বিজ্ঞানসাহী মহাত্মাগণ এই মহারত্নের অপরূপ জাজ্জল্য কাস্তি সন্দর্শন করিয়া আপন আপন নয়ন পরিতৃপ্ত করুন। যদি কোন মহাত্মা সাধনরূপ সংঘর্ষণ কার্য্যদ্বারা এই উদ্ধত রত্নের জ্যোতি বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে এই ত্রিভুবন যেন বৈদ্যুতিক আলোকদ্বারা আলোকিত হইয়া যে কি অপূর্ব শোভা ধারণ করিবে তাহা বলিতে পারা যায় না।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গিত স্বীকার করিতেছি যে, পণ্ডিতাশ্রয় শ্রীযুক্ত কালীনাথ মিশ্র মহাশয় এই পুস্তকের তাজ্জিকাংশের অধিকাংশ বিষয় রূপা করিয়া যত্নের সঙ্গিত সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং বৈদিক মন্ত্রের অনুবাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিজ্ঞারত্ন মহাশয়ের অনুমতিক্রমে তাঁহার মুদ্রিত ঋত্থেদ হইতে সংগৃহিত হইয়াছে।

শ্রীনীলগণি মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চতত্ত্ব-বিচার ।

— * —

প্রথম অধ্যায়

কোন মতিমান্ শিষ্য সন্নিহান্ হইয়া পূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব সন্নিধান্ উপস্থিত হইয়া আজ্ঞা-সংশয় নিরাকরণ-জন্ত তদ্ব্যবস্থায় পঞ্চমকারের প্রকৃত মূৰ্ত্ত্যবিষয়ে তত্ত্বোদ্ঘাটন করেন । শিষ্যের মনোভিপ্রায় এই যে, মত্ত মাংসাদি দ্বারা জগদম্বিকার আরাধনা কখনও মুক্তিপথের উপকরণ হইতে পারে না, কিন্তু তত্ত্ব শাস্ত্রে এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে—

“পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি নার্চয়েৎ জগদম্বিকাং ।”

পঞ্চতত্ত্ব অর্থ্যাৎ—মত্ত, মাংস, মৎস্য, মূদ্রা ও মৈথুনরূপ পঞ্চ মকার ব্যতীত জগদম্বার অর্চনা করিবে না, করিলে বিফল হইবে ।

পুনঃ বলা হইয়াছে যে—

মত্তং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরী ।

মানুষ্যেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ কৃচিৎ ॥

বারাহী তন্ত্র ।

হে পরমেশ্বরী ! মত্ত মাংস মৎস্য মৈথুন ও নরবলি এই পঞ্চবিধ বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কখনও স্মরণ করিবে না ।

শাস্ত্রের এইরূপ বিসদৃশ বচন দৃষ্টে শিস্তের মহান সংশয় উপস্থিত হওয়ায় সংশয়োচ্ছেদ জন্ত শ্রীগুরুদেব-চরণে মতিমান শিষ্য আত্মসন্দেহ নিবেদন পূর্বক কহিলেন—

প্রভো ! পঞ্চতত্ত্ব কাহাকে বলে ?

শ্রীগুরুদেব কহিলেন—শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

মত্তং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমবচ ।

পঞ্চতত্ত্বং মিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে ॥

১ম পটল কৈবল্যতত্ত্ব ।

হে দেবি ! এই মত্ত মাংস মৎস্য মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচটীকে পঞ্চতত্ত্ব বলে এবং এই পঞ্চতত্ত্বই নির্বাণ মুক্তির হেতু ।

শিষ্য—পঞ্চতত্ত্ব কিরূপে নির্বাণ মুক্তির হেতু হইল তাহা কৃপা করিয়া বিস্তারে বর্ণন করুন, এরূপ পঞ্চতত্ত্ব মুক্তির হেতু না হইয়া বরং অধোগতির হেতু হইতে পারে, অতএব আনার এ বিষয়ে যে বিবম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কৃপা বিতরণ পূর্বক নিরাস করুন ।

গুরুদেব কহিলেন,—৩৫শাస్త্রানুগত এই পঞ্চতত্ত্বকে পঞ্চমকার কহা যায়, উহার প্রথম তত্ত্বের নাম মত্ত এবং দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম মাংস ইত্যাদি-ক্রমে উল্লেখিত হইল, যথা—

প্রথমমন্ত্ৰ ভবেন্মত্তং মাংসকৈব দ্বিতীয়কং ।

মৎস্যকৈব তৃতীয়ং স্ত্রান্মুদ্রা চৈব চতুর্থিকা ।

পঞ্চমং পঞ্চমং বিদ্যাং পঞ্চমতে নামতঃস্মৃতং ॥

২ পটল সময়চার তত্ত্ব ।

প্রথম তত্ত্ব বা মকারের নাম মত্ত, দ্বিতীয় তত্ত্বের নাম মাংস, তৃতীয়

তত্ত্ব মংস্ত্র, চতুর্থ তত্ত্ব মুদ্রা এবং পঞ্চম তত্ত্বকে মৈথুন অথবা কেবল পঞ্চম শব্দে উল্লেখ করা যায়। ক্রমে সবিস্তারে কীর্তন করিতেছি। প্রথমে মন্ত্র যথা—

মদ্য ।

যা সুরা সর্বকার্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা ।

তস্মা নাম ভবেদেবি তীর্থং পানং স্তুত্বল্লভঃ ॥

২প, সময়চার তন্ত্র ।

হে দেবি ! যে সুরা সকল কার্যেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া কথিত হয় এবং যাহাকে তীর্থ ও পান শব্দে উল্লেখ করা যায়, সেই পরম দুল্লভ সুরাকেই মন্ত্র বলে ।

মাংস ।

শূদ্রাণাং ভক্ষ্যযোগ্যানাং বন্মাংসং দেবানিশ্চিতং ।

বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা ॥ ঐ ॥

যে মাংস দেব নির্মিত অর্থাৎ মৃগাদি যাহা শূদ্রদিগের ভক্ষণের উপযুক্ত ও বেদমন্ত্র সম্বত তাহাই উত্তম শুদ্ধিরূপ মাংস বলিয়া কথিত হয় ।

মংস্ত্র ।

ভক্ষ্যযোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মংস্ত্রা বরাননে ।

তে রহস্যময়াঃ প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ ॥ ঐ ॥

হে বরাননে ! যে যে মংস্ত্র ভক্ষণের উপযুক্ত এবং যে যে মংস্ত্র পূজা-পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ তাহাই মংস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

মুদ্রা ।

পৃথুকা স্তম্বুলা ভ্রষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ ।

তস্য নাম ভবেদেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী ॥

২য় ৭, সময়চার তন্ত্র ।

হে দেবি ! চাউল ছোলা গম ইত্যাদি ভর্জিত হইলেই তাহাকে
মুক্তিদায়িনী মুদ্রা বলা যায় ।

মৈথুন ।

ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুনং যন্তবেৎ প্রিয়ে ।

তস্য নাম ভবেদেবি পঞ্চমং পরিকীর্তিতং ॥ ঐ ॥

হে প্রিয়ে ! যোনি লিঙ্গে পরম্পর সংমিলন হইলে তাহাকে পঞ্চম
মকার অর্থাৎ মৈথুন বলা যায় ।

এই পঞ্চতত্ত্ব হারা জগদধিকার অর্চনা না করিলে শাক্ত-শৈব সৌর
গাণপত ও বৈষ্ণব মধ্যে কেহই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ।

শৈবে চ বৈষ্ণবে শাক্তে সৌরে চ গণদর্শনে ।

বুদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে ত্রৈলোক্যমুখে তথা ॥

স দক্ষবামসিদ্ধান্তবৈদিকাদিসু পার্বতি ।

বিনালিপিষিতাভ্যাক্ষ পূজনং বিফলং ভবেৎ ॥

কুলার্ণব তন্ত্র ।

যথা—শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত এই পঞ্চ সম্প্রদায় মধ্যে
যিনিই হউন, আর বৌদ্ধ, পাশুপত সাংখ্য ইত্যাদি দার্শনিকগণই হউন,
কলামুখ ত্রৈলোক্যই হউন, দক্ষিণাচারী, বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী বা
বৈদিকাচারীই হউন, হে পার্বতি ! মন্ত্র মাংস ব্যতীত পূজা নিফল হইবে ।

অতএব শিব-সাধন হেতু দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চতন্ত্র ব্যতীত জগদম্বার
অর্চনা অসিদ্ধ, সুতরাং পঞ্চতন্ত্র সহিত অর্চনাই সিদ্ধিপ্রদ (১) হইয়া থাকে ।

অতএব বৎস ! পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে আমাকে ধেরূপ জিজ্ঞাসা করা হইল,
তাহা আমি এই তোমার নিকট শাস্ত্রানুযায়ী কীর্তন করিলাম । যদি
তোমার আর কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিতে পার ।

ইতি প্রথম অধ্যায় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

শিষ্য—প্রভু ! আপনি আজ্ঞা করিলেন যে, আর কিছু সন্দেহ আছে
কি না ? কিন্তু অত্র বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে ; এখনও কিছুই
বুঝিতে পারি নাই, কৃপা করিয়া সংশয় দূর করুন । * যেহেতু তন্ত্র শাস্ত্রেই
উল্লেখ করা হইয়াছে যে, (২) মত্তপান করিলে যদি সিদ্ধিলাভ হয়, তবে
সমস্ত মত্তপায়ীর পক্ষে মুক্তিপথ আপনিই প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, অতএব

(১) কেবলেনাশ্বযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ ।

দ্বিতীয়েন চ তন্বেন মহাভৈরবতাং ব্রজেৎ ॥

তৃতীয়েন চ তন্বেন সাধকঃ শিবরূপধৃক্ ।

চতুর্থেন বরারোহে রুদ্ররূপধরো ভবেৎ ।

পরেণ পরতাং যাতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥

১প, কৈবল্য তন্ত্র ।

(২) মত্তপানেন মত্তজ্ঞো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ ।

মত্তপানরতাঃ সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥

ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । বেদাদি শাস্ত্রে মত্তপান ও মংসমাংসাদি সেবন অতিশয় গর্হিত কর্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, এজন্য এ সকল কার্য করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা না হইলে নরকভোগ হইয়া থাকে । যে তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চমকারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই তন্ত্র-শাস্ত্রও বেদবাক্যের পোষকতা করিয়া বলিয়াছেন—

বৈদিকপ্রতিপাদ্যশ্চ অর্থোদ্ব্যর্থঃ প্রকীর্তিতঃ ।

বিশ্বরীতং মহেশানি অদ্ব্যর্থো ভবতি প্রিয়ে ॥

৪ পটল বৃহন্নীল তন্ত্র ।

‘হে প্রাণবল্লভে ! বেদ প্রতিপাদ্য যে সকল কর্ম তাহা ধর্ম অর্থ ও কাম মোক্ষের প্রযোজক এবং তদ্বিশ্বরীত যে সকল কর্ম তাহা অদ্ব্যর্থের কারণ মাত্র হইয়া থাকে ।

আরও বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সকল শাস্ত্রেই ইহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তৎহা আপনার শ্রীচরণে পর্যায়ক্রমে নিবেদন করিতেছি রূপা করিয়া অবধান করুন ।

বৈদিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মদ্য (২) সম্বন্ধে ।

মদ্যমপেয়মমদেয়মগ্রাহ্যমিত্যাदिশ্রুতেঃ ।

মাংসভক্ষণমাজ্ঞেয়ং যদি পুণ্য গতির্ভবেৎ ।

লোকে মাংসান্নিঃ সর্কে পুণ্যভাজো ভবন্তি হ ॥

স্ত্রীসংভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং ভবন্তি বৈ ।

সর্কেহপি জন্তবো লোকে মৃত্যুঃস্ত্রীনিষেবনাং ॥

২য় উল্লাস কুলার্ণব ।

(২) বা ব্রাহ্মণী স্মরণী স্মার্য তাং দেবাঃ পতিলোকং নয়ন্তি ॥

ইতি শ্রুতিঃ ।

মদ্য অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে ।

স্মৃতিগতে নিষিদ্ধ বচন ।

মদ্য (৩) সম্বন্ধে ।

সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ ।

তয়া স্বকায়ে নির্দন্ধে মুচ্যতে কিঞ্চিষাত্ততঃ ॥ ১১

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা ।

পরোষুতং বা মরণাং গোসকৃদ্রসমেব বা ॥ ১২

১১অ, মহু ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি জ্ঞান পূর্বক সুরাপান করে, তবে
ঐ পাপক্ষয়ার্থ অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ জলন্ত সুরা পান করিবে, উক্ত সুরা দ্বারা
স্বদেহ নির্দন্ধ হইলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হয় । অথবা অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত

৩) অজ্ঞানাং প্রাপ্ত বিন্মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি ।

পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা বিজাতয়ঃ ॥ ২ ॥

১২অ, পরাশর সংহিতা ।

গোড়ী মাধ্বী চ পৈষ্ঠী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা ।

যথৈবৈক্য তথা সর্বা ন পাতব্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥

বিষ্ণু সংহিতা ।

ব্রহ্মহা মত্তপঃ স্তেনো গুরুতল্লগ এব চ ।

মহাপাতকিনস্তে তে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥

উশনাঃ সংহিতা ।

গোমূত্র বা জল, দুগ্ধ, গব্যমূত্র, গোময়জল, এই সকল এতদিন পান করিবে
যে পর্য্যন্ত না মরে, মরিলে উক্ত পাপ ইহাতে মুক্ত হয় ।

সুরাপানে কামরূতে জলন্তীঃ তাং বিনিষ্কিপেৎ ।

মুখে স হি বিনির্দিক্ষো মৃতঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

বৃহস্পতি ।

অপঃ সুরাভাগ্ননস্থাঃ পীত্বা পঞ্চং ব্রতী ভবেৎ ।

শঙ্খ সংহিতা ।

ব্রহ্মব্রহ্ম সুরাপঞ্চ শ্রেয়ী চ গুরুতল্লগঃ ।

মহাপাতকিনস্তেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥

মহর্ষি সংহিতা ।

এক রাজধরেমুহুরং পুরীষেতু দিনত্রয়ম্ ।

দিনত্রয়ং সুরাপানে মৈথুনে পঞ্চ সপ্তদা ॥ ২৭১ ॥

অত্রি সংহিতা ।

শুনঃ কুনখী ভবতি শ্বিত্রী ভবতি ব্রহ্মহা ।

সুরাপঃশ্রাবদন্তস্ত দ্ব্যচর্মা গুরু তল্লগঃ ॥

বশিষ্ঠ সংহিতা ।

উচ্ছিষ্টস্ত সদাবিপ্রঃ প্পৃশেন্নতঃ ব্রজস্বলাম্ ।

মতঃ প্পৃষ্টাচরেন্ধকুচ্ছং তদর্দ্ধস্ত ব্রজস্বলাম্ ॥

আপস্তম্ব সংহিতা ।

একা মাক্ষী চ গোড়ী চ পৈষ্টী চ ত্রিবিধা সুরা ।

দ্বিজাতিভিন্ন পাতব্য্য কদাচিদপি কহিচিৎ ॥

যশ সংহিতা ।

সুরাপানং সক্রং কৃত্বা যোহগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ ।

স পাবয়েদথা আনমিহলোকে পরজ চ ॥

অঙ্গিরা ।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মদ্য (৪) সম্বন্ধে ।

ব্রাহ্মণশ্চ সুরাপীতি বিড়ভোজী বৃষলীপতিঃ ॥

হরিবাসরভোজীচ কুন্তীপাকং ব্রজেৎ ধ্রুবং ॥ ১৮৯

৩০অ, প্রকৃতি খণ্ড, ব্র বৈ পুরাণ ।

যে ব্রাহ্মণ সুরাপান করে, বৃষলী গমন করে ও হরিবাসরে ভোজন করে, সে বিষ্ঠাভোজী হয় এবং নিশ্চয়ই কুন্তীপাক নরকে তাহার গমন হয় ।

(৪) মত্ত পানাদ্বিজাতীনাং গর্হিতং পাতকং নহি ।

প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ স্পৃষ্টা পীত্বা তু নরকং ব্রজৎ ॥

দেবী পুরাণ ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুদ্বন্দ্বনাগমঃ ।

মহাপাতকমিত্যাহস্তংসংসর্গশ্চ পঞ্চমম্ ॥

ব্রহ্মপুরাণ ।

তস্মায়পেয়ং বিপ্রেণ সুরা মত্তং কথঞ্চন ।

ব্রাহ্মণ্যাপি ন পেয়া বৈ সুরা পাপভয়াবহা ॥

ভবিষ্যে ।

পতত্যর্দ্ধশরীরেণ ভার্য্যা যশ্চ সুরাং পিবেৎ ।

পতিতর্দ্ধশরীরশ্চ নিকৃতিশ্চৈব পপত্ততে ॥

ভবিষ্যে ।

অপ্রেয়কাপ্যাপেয়ঞ্চ তথৈবাস্পৃশ্যমেব চ ।

দ্বিজাতিনামনলোচ্যং নিত্যং মত্তমিতি স্থিতং ॥

তস্মাৎ পরিহরেন্নিত্যমভক্ষ্যাণি প্রযত্নতঃ ।

অপেয়াণি চ বিপ্রো বৈ পীত্বা তদ্যাতি মৌরবঃ ॥

১৬অ, কুর্ম পুরাণ ।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মদ্য (৫) সম্বন্ধে ।

বেদত্যাগান্দ্য়পানাৎ শূদ্রদারনিষেবনাৎ ।

তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চাণ্ডালাদপি গর্হিতঃ ॥

ক্লদ্র যামল ।

বৈদিক আচার পরিত্যাগ, মদ্যপান ও শূদ্রাণীর সহিত সহবাস হেতু বিপ্র ব্যক্তি অতিশয় নিন্দিত ও চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয় ।

স্মৃতিমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মাংস (৬) সম্বন্ধে ।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধ বন্ধো চ দেহিনাং ।

প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥ ৪৯

৫.অ, মহু ।

(৫) সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাং কামাং তক্রাদিমিশ্রিতাং ।

ত্রৈবার্ষিকং ব্রতং কুর্য্যানীষন্নিশ্রে তু বার্ষিকং ॥

তক্রাদিমিশ্রিতাং কিঞ্চিৎ সুরাং পীত্বাহকামতঃ ।

কৃচ্ছ্রাধিপাদমুচ্য্য পুনঃ সংস্কারমর্হতি ॥ ৩৬ পট মৎস্ত স্ত্রুতে ।

ব্রাহ্মণস্ত সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব ভীষতে ।

ব্রাহ্মণঃ পশুপাখ্যাতঃ পাশবং কল্পমাচরেৎ ॥ ৪৭, কালীকুলামৃত তন্ত্র ।

সুরা বৈ মলমন্নানাং পুরীষং মলমুচ্যতে ।

তন্মাং ব্রাহ্মণরাজস্তৌ বৈশ্বশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥

সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্ ।

তৎসমাজ্ঞাপনাত্রেণ প্রাণায়ামত্ৰয়ঞ্চরেৎ ॥ কালীকুলার্ণব তন্ত্র ।

(৬) কালশাকং মহাশঙ্কং মাংসং বার্জীণসম্ভ চ ।

বিধাণবর্জ্যা যে খজ্ঞান্তাংশ্চ ভক্ষ্যা মহে সদা ॥ ১৪

৮০পৃ, বিষ্ণু সংহিতা ।

শুক্র শোণিতের দ্বারা মাংসের উৎপত্তি হয়, অতএব ইহা ঘৃণিত এবং বধ বন্ধন ইত্যাদি নির্ম্মূর হৃদয়ের কৰ্ম্ম ; ইহা নিশ্চয় করিয়া সাধুরা বিহিত মাংসেরও ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয়েন, অতএব অঐব মাংসের কথা আর কি বলিব ।

নাকৃৎ প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্ৰচিৎ ।

ন চ প্রাণিবধঃ স্বৰ্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥ ১৮

২২ অ, মহু ।

প্রাণি-হিংসা না করিলে কখনও মাংস উৎপন্ন হইতে পারে না, প্রাণি বধও নরকের কারণ, অতএব মাংস কখনও ভোজন করিবে না ।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মাংস (৭) দম্বন্ধে ।

লোভাৎ স্বভক্ষণার্থায় জীবনং হন্তি যো নরঃ ।

মজ্জাকুণ্ডে বসেৎ সোহপি তন্ত্ৰোজী লক্ষবর্ষকং ॥ ৩১

৩০ অ, প্রকৃতি ঋগু ব্র, বৈ, পুরাণ ।

মাংসং সুরার্কনৈব গোদানদ্বিতয়েন তু ।

প্রজাপত্যেন চৈকেন শাম্যন্তি শুদজাক্রজঃ ॥ ১৫ ॥

৩ অ, শাতাতপ সংহিতা ।

(৭) বসেৎ স নরকে ঘোরে ॥ দিনানি পশুরোমভিঃ ।

সমিতানি ছুরাচারো যোহন্ত্যবিধিনা পশুন্ ॥

মাংসং সংত্যাগ্য সংপ্রাপ্য কামান্ ঘাতি ততো হরিং ॥

২৬ অ, গারুড়ে ।

আমজ্জিতস্ত যঃ শ্রদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎসজেৎ ।

যাবন্তি পশুরোমানি তাবতো নরকান্ ব্রজেৎ ॥

১৬ অ, কুর্ম্মপুরাণ ।

যে ব্যক্তি লোভপ্রযুক্ত আত্মপোষণার্থ জীবহত্যা করে, সে লক্ষ বর্ষ মজ্জাকুণ্ড নামক নরকে বাসপূর্বক তাহা পান করে ।

যে দস্তাদস্ত্যযজ্ঞেষু পশূন্ দ্ব্যতি নরাধমাঃ ।

তান্মুগ্মিন্ যমভটা নরকে বৈশসে তদা ॥ ৪৭

২২ অ, ৮ঙ্ক, দেবী ভাগবত ।

যে নরাধম দস্তাচার-পরায়ণ দস্ত্যযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া পশু সংহার করে, যম-কিঙ্করগণ তাহাকে বৈশস নামক নরকে নিপাতিত করিয়া নিপীড়িত করিয়া থাকে ।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মাংস সন্মন্ধে ।

ভুক্ত্বা মৎস্যঞ্চ মাংসঞ্চস্পৃষ্ট্বা হেতুঞ্চ ভৈরবি ।

ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥

কুজিকা তন্ত্র ।

হে ভৈরবি ! মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ এবং আসব স্পর্শ করিলে ত্রিরাত্র উপবাস থাকিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে ।

স্মৃতিমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৎস্য (৮) সন্মন্ধে ।

মৎস্তাদঃ সর্বমাংসাদস্তস্মান্নাংস্তানবিবর্জয়েৎ ॥ ১৫

৫অ, মহু ।

মৎস্তভোজী হইলে সেই ব্যক্তির সকল প্রকার মাংস ভোজন করা হয়, এজন্য মৎস্য ভক্ষণ করিবে না ।

(৮) মৎস্তাস্তি জম্বুকাস্তিনি নথশুক্তি কপর্দিকাঃ ।

স্পৃষ্ট্বা স্নাত্বা হেমতপ্ত ঘৃতং পীত্বা বিশুদ্ধতি ॥ ১৮৭ ॥

অত্রি সংহিতা ।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৎস্ত (১০) সম্বন্ধে ।

যো ভুঙ্তে চ বৃথা মাংসং মৎস্তভোজী চ ব্রাহ্মণঃ ।

হর্য্যনৈবেদ্যভোজী চ কৃমিকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ৫৮

৩০অ, প্র-খণ্ড ত্র বৈ পুঃ ।

যে ব্রাহ্মণ বৃথা মাংস ও মৎস্তভোজী হয় এবং হরির অনিবেদিত বস্তু ভোজন করে, সে কৃমিকুণ্ড নামক নরকে বাস করিয়া থাকে ।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৎস্ত সম্বন্ধে ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তং মৈথুনং পরমেশ্বরী ।

মানুষেণ বলিং পঞ্চ ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ কচিৎ ॥

বারাহী তন্ত্র ।

হে পরমেশ্বরী ! মদ্য মাংস মৎস্ত মৈথুন এবং নরবলি এই পঞ্চবিধ বিষয় ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কখন মনেও করিবে না ।

(১০) জলস্থলচরা যে চ প্রাণিনস্তান্ মৃতানপি ।

ন ভক্ষেন্ মানবো জ্ঞানী হস্তা তেষাং ভবেদ্রহি ।

হস্তা হস্তা তু মৎস্তানী সর্পেষাং যো বিশেষতঃ ।

মাংসাদঃ প্রাণিনাং সোহপি তস্মান্মৎস্তং পরিত্যজেৎ ॥

১০৫অ, পাদ্মোত্তরখণ্ডে ।

শ্রুতিমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৈথুন (১১) সম্বন্ধে ।

স্বদারনিরতো নিত্যং পরদারবিবর্জিতঃ ।

১অ, হারীত সংহিতা ।

আপন্থ স্বীতে সর্বদা রত থাকিবে এবং পরস্ত্রী সর্বদা বর্জন করিবে ।

পশুবৈশ্যাভিগমনে প্রাজাপত্যং বিধীয়তে ॥ ২৩৭

অত্রিসংহিতা ।

পশু বা বৈশ্যা গমন করিলে প্রাজাপত্য নামক প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ।

(১১) সগোত্রাস্ত্রী প্রসঙ্গেন জায়তে চ ভগবদঃ ।

তেনাপি নিকৃতিঃ কার্য্যা মহিষীদানযত্নতঃ ॥ ৩২ ॥

তপস্বিনীপ্রসঙ্গেন প্রমেহী জায়তে নরঃ ।

মাংসং রুদ্ররূপঃ কার্য্যো দত্তাচ্ছত্ৰ্য্য চ কাঞ্চনম্ ॥ ৩৩ ॥

দীক্ষিতস্ত্রী প্রসঙ্গেন জায়তে তুষ্টিরক্তদৃক্ ।

স পাতক বিশুদ্ধার্থঃ প্রাজাপত্যদ্বয়করেৎ ॥ ৩৪ ॥

স্বজাতিজায়াগমনে জায়তে ইন্দ্রিয়ব্রণী ।

তৎপাপশ্চ বিশুদ্ধার্থঃ প্রাজাপত্যদ্বয়করেৎ ॥ ৩৫ ॥

৫অ, শাতাতিপদসংহিতা ।

শূদ্রায়েন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোগ্যগচ্ছতি ।

বস্ত্রান্নং তস্মৈ তে পুত্রা ন চ স্বর্গার্হকো ভবেৎ ॥

৬অ, বশিষ্টসংহিতা ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

পৌরাণিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৈথুন (১২) সম্বন্ধে ।

পুমাংসং কামিনী বাপি কামিনীং বা পুমানথ ।

যঃ শুক্রং পাতয়ত্যেব শুক্রকুণ্ডং প্রয়াতি সঃ ॥ ২১

৩৩ অ প্রকৃতিখণ্ডে বৈ পু।

যদি কোন কামিনী কোন পুরুষকে বা কোন পুরুষ কোন কামিনীকে প্রাপ্ত হইয়া শুক্রপাত করায়, তাহা হইলে শুক্রকুণ্ড নামক নরকে তাহার বাস হয় ।

যোহগম্যাং যোগিতং গচ্ছেদগম্যাং পুরুষঞ্চ যা ।

তাবমূত্রাপি কশয়া তাড়য়ন্তো যমানুগাঃ ॥ ৩৫

তিগ্ময়া লোহময্যা চ শূর্ম্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি তম্ ।

তাং চাপি যোগিতং শূর্ম্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি যমানুগা ॥ ৩৬

২২অ, ৮স্ক, দেবীভাগবত ।

যে পুরুষ অগম্যা গমন এবং যে স্ত্রী অগম্যা পুরুষের সংসর্গ করে, যমদূতগণ

(১২) অপ্রাপ্তযৌবনাং সেব্য ভবৎ সর্প ইতি শ্রুতিঃ ।

শুকদারাবিলাষী চ ক্লকলাসো ভবেদ্ ভ্রবৎ ॥ ১৩ ॥

৩৪ অ, উত্তরপণ্ড গারুড়ে ।

যঃ পতিং বঞ্চয়িত্বা তু জারাদীনাং পভূজ্যতি ।

অন্ধতামিশ্রনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥

পাত্যমানো যত্র জন্তুর্কৈদনা পরবান্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥

২২অ, ৮স্ক, দেবীভাগবত ।

তাহাদের উভয়কেই পরলোকে কশাঘাতা তাড়িত করিয়া থাকে এবং সেই পুরুষকে অগ্নিসত্ত্ব লৌহময়ী স্ত্রী প্রকৃতিতে ও সেই ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তদনুরূপ অগ্নিসত্ত্ব লৌহময়-পুরুষ-প্রতিমায় আলিঙ্গন করায় ।

তান্ত্রিকমতে নিষিদ্ধ বচন ।

মৈথুন (১৩) সম্বন্ধে ।

পরযৌবাং স্বযৌবাং বা নাকুষ্য ভ্রাক্রণো যজ্ঞেৎ ।

লোভাদ্ যদি চরেদেবমধোযাতি দ্বিজঃ সদা ॥

২প, তারাপ্রদীপ ।

যে দ্বিজ লোভপরতন্ত্র হইয়া আপন বা পরস্ত্রীকে আকর্ষণ করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয় ।

শাস্ত্র মধ্যে যখন নিষিদ্ধ বচনসমূহ দর্শন করা যাইতেছে, তখন কিরূপে মন্ত্রমাংসাদি মূক্তির হেতুভূত বলিয়া সম্ভব হইতে পারে ? অতএব প্রভো ! সমুদায় বিষয়ের মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া সন্দেহ দূর করুন ।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায় ।

(১৩) পরদারাগমং বেদে তন্নিষিদ্ধং সুরেশ্বরি ।

যদ্বি বৈধতরং দেবি তন্নিষিদ্ধং মহেশ্বরি ।

পরস্ত্রিয়ং মহেশানি মনসা ভাবয়ন্ জপেৎ ।

তদৈব সর্বসিদ্ধিঃ শ্রামাত্র কার্য্য্য বিচারণা ।

৪র্থ প, বৃহন্নীল তন্ত্র ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

গুরুদেব শিষ্য প্রমুখাং শাস্ত্রীয় প্রমাণ সম্বলিত নিষেধ বচন সকল শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দসহকারে প্রত্যুত্তর করিলেন । কহিলেন, প্রিয় বৎস ! এ সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিলে তাহা সুকলই সত্য ; কিন্তু মৰ্ম্মকথা এই যে, শাস্ত্রকারগণ সংসারের বিশৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া সুখ-শান্তি সংস্থাপন করিবার জন্ত দেশ কাল ও পাত্রানুসারে সকল প্রকার ব্যবস্থাই প্রদান করিয়াছেন । কেবলই যে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন একরূপ কথা নহে, বিধিও আছে ; তাহা আমি তোমার নিকট সবিশেষ কীর্তন করিতেছি অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর ।

বৈদিকমতে মত্তপান বিধি ।

পূৰ্ব্বকালে ঋষিগণ দেবোদ্দেশে সোমযোগ করিতেন এবং সোমরস পান (১) করিয়া আনন্দিত হইতেন ।

সোমরস একপ্রকার মত্ত বিশেষ, উহা সোমলতা হইতে জাত । কিন্তু সোম অর্থে মত্তমাত্রকেই বুঝায়, এজন্য তন্ত্রশাস্ত্রে মত্তার্থে সোম শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে । যথা—

(১) যে যজ্ঞত্রা য ঈড্যাস্তে তে পিবং তু জিহ্বয়া ।

মধোরগ্নে বষট্কৃতি । ৮ । ১৪ সূত্র । ১ মণ্ডল । ঋগ্বেদ ॥

অন্তার্থ—হে সুজিহ্ব ! অর্থাৎ অগ্নি ! দেবমণ্ডলীকে তুমি সোমরস পান করাত, তোমার জিহ্বাযোগে তাঁহারা বষট্কার (মত্তবিশেষ) উচ্চারণ কালে সোমরস পান করুন ।

সম্বিদাসেবনং কুৰ্ব্যাৎ সোমপানং মহেশ্বরি ।

সৰ্ব্বথা কুরুতে দেবি বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ ॥

৩৩ প, উৎপত্তি তন্ত্র ।

উদ্ধতস্বভাবাপন্ন বীর-সাধক সৰ্বদা সম্বিদা অর্থাৎ ভাদ্র এবং সোম
অর্থাৎ মদ্য পান করিবে ।

পূর্বকালে যজ্ঞার্থে যে সোমরস অর্পিত হইত তাহাও মত্ত। দেবগণ সেই
মত্ত পান করিয়াছিলেন । যথা—

বুধায়মানোহবুদীত সোমং ত্রিকদ্রাকেষ্পিবৎ সূতস্ম ।

আসায়কং মঘবাদন্ত বজ্রমহম্নেনং প্রথম জামহীনাং ॥

৩৩ চ্, ৩২ স্, ১ম গুল । ঋগ্বেদ ।

অন্ত্যর্থ—ইন্দ্র দর্পিত বুধের ত্রায় পরাক্রমে বিবিধ যজ্ঞে অভিযুক্ত
সোমরস পান করিয়াছিলেন ।

স্মৃতিমতে মত্তপান বিধি (২) ।

মহামতি মহু বলিয়াছেন—

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্রে ন চ মৈথুনে ।

প্রবৃদ্ধিরেষা ভূতানাং নিবৃদ্ধিস্ত মহাফলা ॥ ৫৬ ॥

৫ অধ্যায় মহু ।

মাংস ভক্ষণ, মত্তপান এবং মৈথুনকার্য্যে কোন দোষ হয় না । যেহেতু,

(২) কামাদপি হি রাজন্তো বৈশ্তো বাপি কথঞ্চন ।

মত্তমেব স্মরাং পীত্বা ন দোষঃ প্রতিপত্ততে ॥

বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য ।

আয়সে ভোজনে তৃপ্তাং ত্রাস্তগো বাক্লীঃ পিবেৎ ।

যমঃ ।

মহুগুদিগের উহা স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি, কিন্তু এ সকল বিষয়ে নিবৃত্তি থাকাই মহাপুণ্যের কারণ ।

পৌরাণিকমতে মদ্যপান বিধি ।

কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন প্রতি দত্তাত্রেয় বচন—

যে চ মাং পূজয়িষ্যন্তি গন্ধমাল্যা দিভিনরাঃ ।

মাং সমদ্যোপহারৈশ্চ মিষ্টান্নৈশ্চাজ্যসংযুতৈঃ ॥

লক্ষ্মীসমেতং গীতৈশ্চ ব্রাহ্মণানাং তথার্চনৈঃ ।

বাদ্যৈশ্চ নোরমৈবৌগা বেণুশ্চাদিভিস্তথা ।

তেষামহং পরাং তুষ্টিং পুত্রদারধনাদিকম্ ॥

১৯অ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

বাহারা গন্ধ মাল্যাদি দ্রব্য, মদ্য মাংসাদি উপহার ও আজ্য সংযুক্ত মিষ্টান্ন প্রদান দ্বারা নিবিধ বিধানে ব্রাহ্মণগণের আর্চনা সহকারে উক্ত গন্ধমাল্য মদ্যমাংসাদি উপহার প্রদান পূর্বক নানাপ্রকার সঙ্গীত এবং বেণু বীণা ও শঙ্খাদি সুরমধুর বাত্মননি দ্বারা লক্ষ্মীর সহিত আমার পূজা করে, আমি তাহাদিগকে অভীষিত স্ত্রী, পুত্র ও বিভাদি প্রদানপূর্বক সন্তুষ্ট করিয়া থাকি ।

তন্ত্রমতে মদ্যপান বিধি ।

ব্রাহ্মণস্ত মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ম্বদে ।

ব্রাহ্মণঃ পরমেশানি যদি পানাদিকং চরেৎ ।

তৎক্ষণাৎ শিবরূপোহসৌ সত্যং সত্যং হি শৈলজে ॥

৩প, মাতৃকাভেদ তন্ত্র ।

হে প্রিয়ম্বদে ! মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ ব্যক্তির মহামোক্ষ লাভ হয় ।

ব্রাহ্মণ যদি পানাদি আচরণ করে, তাহা হইলে সে সত্য সত্যই শিবভূত, হয় ।

বৈদিকমতে মাংস সেবন বিধি ।

পূর্ব্বে যজ্ঞার্থে পশ্বাদি বধ করা হইত এবং তন্ত্ৰং পশুর মাংসাদি রন্ধন করিয়া প্রথমে দেবগণকে অর্পণ করা হইত, পরে আপনারা ভক্ষণ করিতেন যথা—

যন্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদিভি শূলং নিহতস্যাবধাবতি ।

মাতঙ্গুম্যামা শ্রিয়মা তৃণেষু দেবভ্যস্তু হৃণন্তোৱাতমস্ত ॥

১১ঋচ। :৬২ হৃ। ১ মণ্ডল। ঋগ্বেদ ।

অন্ত্যর্থ—হে অশ্ব ! রন্ধনকালে তোমার মাংস হইতে ঘেরস (ঝোল) নির্গত হয় এবং তোমার যে অংশ শূলে বিদ্ধ থাকে, তাহা যেন যুত্তিকাতে পতিত বা তৃণাদির সহিত একত্রিত না হয়। দেবগণ মাংস লোলুপ হইয়াছেন, অতএব সমস্ত মাংসই তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থ প্রদত্ত হউক ।

এই স্থলে কেবল অশ্ব মাংস সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে মাত্র । কিন্তু উষ্ট্র, গো, মহিষ, মেঘ, অশ্ব ও ছাগ মাংস (৩) প্রভৃতি সকল পশুরই মাংস ভক্ষণ

(৩) উপ প্রাগাচ্ছনং বাজার্বা দেবজীচা মনসাদীধ্যানঃ ।

অজঃ পুরোনীয়তে নাভিরস্থানুপশ্চাৎ কবয়োযংতি রেভা ॥

১২ ঋচ। ১৬ ওহৃ। ১ মণ্ডল। ঋগ্বেদ ।

অন্ত্যর্থ—এই তুর্গামী অশ্ব একমনে দেবগণকে ধ্যান করতঃ বধ্য স্থানে গমন করিতেছে। উহার বন্ধু-তুল্য সহকারী ছাগকেও বধের জন্ত

প্রচলিত ছিল, এমন কি নরমাংস (৪) পর্য্যন্তও ব্যবহার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়।

স্মৃতিমতে মাংস সেবন বিধি।

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাম্ কাম্যয়া।

যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণায়ামেব চাত্যয়ে ॥ ২৭ ॥

অ, মনু।

যজ্ঞে প্রোক্ষিত পশুর মাংস ভক্ষণ (৫) করিবে, ব্রাহ্মণাদিগের অনু-
মতিতে একবার মাংস ভোজন করিবে, শ্রাদ্ধে যথাবিধি নিযুক্ত হইলে
মাংস ভক্ষণ করিবে, অন্যত্র খাত্তাভাবে প্রাণধারণ জন্তু মাংস ভক্ষণ করিতে
পারিবে।

অগ্রে লইয়া যাওয়া হইতেছে এবং স্তোত্রপাঠক কবিগণ উহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গমন করিতেছে।

(৪) কুতে বলিনরঃ শস্ত্বেত্যায়ামুষ্ট্র এব চ।

ঘাপরে ঘোটকঃ শস্তঃ কলৌ মহিষ এব চ ॥

৩ প, নিবন্ধ তন্ত্র।

সত্যযুগে নরবলি প্রশস্ত ছিল। ত্রেতাযুগে উষ্ট্র, ঘাপরে ঘোটক এবং
কলিতে মহিষ-বলি প্রশস্ত।

(৫) প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।

দেবান্ পিতৃন্ সমভ্যর্চ্য খাদনু মাংসং ন দোষভাক্ ॥

ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সক্রুৎ ব্রাহ্মণকাম্যয়া।

দৈবে নিযুক্তোঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে চ বিবর্জয়েৎ ॥

যমঃ।

ক্রীড়া স্বয়ং বাপ্যুৎপাদ্য পরোপকৃতমেব বা ।

দেবান্ পিতৃশ্চার্চয়িত্বা খাদন্যাংসং ন দুশ্যতি ॥ ৩২ ॥

অ, মহু ।

যে পশুমাংস ক্রয় করা যায়, পালিত পশুর মাংস অথবা যে পশুমাংস কেহ দান করে, তদ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে ; পরে সেই নিবেদিত মাংস ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না ।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশচরাচরে ।

অহিংসামেব তাং বিদ্যাধ্বেদাঙ্কশ্চোঁ হি নির্বৰ্ত্তো ॥৪৪॥

অ, মহু ।

এই স্বাবর জন্মান্বক জগতে বেদবিহিত যে পশুহিংসা তাহা অহিংসাই বলিতে হইবে, যেহেতু বেদে ইহা বলিতেছে এবং ঐ বেদ হইতে ধর্মের প্রকাশ হয় ।

পৌরাণিক মতে মাংসমেবন বিধি ।

শশকঃ কচ্ছপো গোধা শ্বাবিৎ খড়্গেগাহথ পুত্রক ।

ভক্ষ্যা হ্যেতে তথা বর্জ্যে গ্রাম্যশূকরকুক্কটৌ ॥

পিতৃদেবাদিশেষশ্চ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকাম্যয়া ।

প্রোক্ষিতকৌষধার্থঞ্চ খাদন্ মাংসং ন দুশ্যতি ॥

৩৭ অ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

শশক, কচ্ছপ, গোধা, সজারু এবং গণ্ডারের মাংস ভক্ষ্য, আর গ্রাম্য শূকর ও গ্রাম্য কুক্কট অভক্ষ্যীয় । ব্রাহ্মণগণের জন্য, শ্রাদ্ধে পিতৃদেবাদের বাহা শেষ থাকে এবং দেব যজ্ঞাদিতে প্রদত্ত ও ঔষধার্থ সংগৃহীত মাংস ভক্ষণে দোষ নাই ।

শ্রাদ্ধে দেবান্ পিতৃন্-প্রার্চ্য খাদ্যমাংসং ন দোষভাক্ ।

১৬ অ, গারুড়ে ।

শ্রাদ্ধকালে দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করিয়া মাংস ভক্ষণ করিলে দোষ (৬) হয় না ।

তন্ত্রমতে মাংসসেবন বিধি ।

অবধূতাশ্রমী যোহি তস্য বক্ষ্যে বিধিং শৃণু ।

পৈষ্ঠিকাদীনি সর্বাণি মদ্যানি তস্য শাস্তবি ॥

মংস্তং মাংসং তস্য দেবি জলভূচরথেচরম্ ।

পূর্বোক্তা চ ভবেন্দ্রা দেবতা সাদরাশ্রিতা ॥

৬প, যোগিনী তন্ত্র ।

অবধূতাশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে বিধি বলিতেছি শ্রবণ কর । পৈষ্ঠিকাদি মত্ত, জলচরাদি মংস্ত, ভূচর খেচরাদি মাংস এবং দেবগণের প্রিয় পূর্বোক্ত গৃষ্টপাত্তাদি মুদ্রা তাহার পক্ষে বিধেয় ।

(৬) হবিষ্যমংস্তমাংসৈস্ত শশস্ত শকুনস্ত চ ।

শৌকরচ্ছাগলৈরৈগৈর্যৌরবৈর্গবয়েন চ ॥ ১ ॥

ওরভ্রগবৈশ্চ তথা মাসবৃদ্ধ্যাপিতামহাঃ ।

প্রযান্তি তৃপ্তিঃ মাংসৈস্ত নিত্যং বাধীণসামিষৈঃ ॥ ২ ॥

তু অংশ ১৬অ, বিষ্ণুপুরাণ ।

ওর্ক কহিলেন, শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণদিগকে হবিস্ত করাইলে পিতৃগণ একমাস পরিতৃপ্ত থাকেন । মংস্ত দিলে দুই মাস, শশমাংস দিলে তিন মাস, গন্ধিমাংস দিলে চারি মাস, শূকরমাংস দিলে পাঁচ মাস, ছাগমাংস দিলে ছয় মাস, এণ নামক হরিণ মাংস দিলে, সাত মাস, রুদ্রমাংস দিলে আট মাস, গবয়মাংস দিলে, নয় মাস, মেঘমাংস দিলে দশ মাস, গোমাংস দিলে এগার মাস পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন । পরন্তু যদি বাধীণসমাংস দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিতৃলোকের তৃপ্তির আর শেষ থাকে না ।

যদি বল অবধূতাশ্রমী ব্যক্তি কিরূপে জীবইত্যা করিবে? যেহেতু মৎস্ত মাংসাদি ব্যবহার স্থলে প্রাণি-হিংসাদি দোষ সংঘটন হয়। প্রাণি-হিংসাদি কার্য্য অনেক স্থলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং মাংসাদি সেবন হইতে পারে না! এ কথার উত্তরে তন্ত্রশাস্ত্র এই কথা বলেন যে—

ভূতহিংসা ন কর্তব্য। পশুহিংসা বিশেষতঃ ।

বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসাং সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥

বলিদানায় যা হিংসা ন দোষায় প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বেদসম্মতসিদ্ধান্তঃ স সমাপি চ সম্মতঃ ॥

৬প, বৃহন্নীল তন্ত্র ।

ভূত হিংসা অর্থাৎ যাহাতে জীবন্ত সম্ভব হয় এরূপ হিংসা করিবে না, বিশেষতঃ পশুহিংসা একেবারে করিবে না। পূজার্থে বলিদান ব্যতীত সর্বত্রই হিংসা-কার্য্য নিষিদ্ধ। বলিদান ক্ষত্রে হিংসা তাহাতে দোষ স্পর্শ হয় না, যেহেতু উহা বেদাদি সিদ্ধান্ত ও আমারও সম্মত।

পশুযাগে মহেশানি পশুং হন্ত্যন্ন সংশয়ঃ ।

সা হিংসা নিন্দিতা বেদৈর্ধা চ বৈধেতরা ভবেৎ ।

বৈধ হিংসা চ কর্তব্য। সংশয়ো নাস্তি কশ্চন ॥

৬প, বৃহন্নীল তন্ত্র ।

হে মহেশানি! পশুযাগের সময় অবশ্য পশু বধ করিবে, কিন্তু তাহাতে কোন দোষ নাই। বেদে কেবল অবৈধ হিংসারই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈধ হিংসা সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য; তাহাতে কোনরূপ দোষ স্পর্শ হয় না।

বেদে কথিত হইয়াছে যে, যে সকল পশু যজ্ঞার্থে বধ করা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে বধ বা হত্যা নহে। কারণ, ঋষিদিগের অভিপ্রায় এই যে, তাহার জীব-হিংসা করিয়া পাপভাগী হয়েন না, বরং জীবকে কৃপা করিয়া তাহার পশু জন্ম খণ্ডন করতঃ অত্র উচ্চ যোনিতে প্রেরণ (৭) করেন ; এজন্য উহাকে প্রকৃত হিংসা বলা যায় না। এ নিমিত্ত বর্তমান সময় পর্য্যন্ত পূজার্থে বলিদানের বিধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

বর্তমান সময় পর্য্যন্ত পূজার্থে যে বলিদানের বিধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কোনরূপে বৈদিক মতের বিরুদ্ধাচরণ নহে। অতীত যুগত্রেয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া তৎপরিবর্তে বলিণানোপরি সমস্ত তীর্থফল (৮) ও যজ্ঞফল আর্পিত হইয়াছে, যথা—

বলিদানং মহাযজ্ঞং কলিকালে চ চণ্ডিকে ।

অশ্বমেধাদিকং যজ্ঞং কলৌ নাস্তি শুরেন্নরি ।

কেবলং বলিদানেন চাশ্বমেধফলং লভেৎ ॥

১০প, মাতৃকাভেদ তন্ত্র ।

(৭) পশু হিংসাকালে বেদে এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। যথা—

নবা উ এভগ্নি য়সে ন রিষ্যসি দেবা ইদেষি পথিভিঃ সূচোভিঃ ।

হরিতে যুংক্ষ্য পৃথ্বী অভূতামুপাস্বাহ্বাজী ধুরি রাসভস্ত ॥

২১ ঋচ ১১২ হ্র । ১ম গুল। ঋগ্বেদ ।

অন্তার্থ—হে পশু ! তুমি মরিতেছ না এবং আমরাও তোমার অনিষ্ট করিতেছি না, বরঞ্চ তুমি এই কার্য্য দ্বারা সংপথে দেবগণের নিকট গমন করিতেছ ॥

(৮) সাক্ষিকোটীতীর্থেষু স্নাত্বা যৎ ফলমশ্নুতে ।

তৎ ফলং লভতে ভক্ত্যা বলিভিঃ পূজনান্নম ॥

৫প, নিবন্ধ তন্ত্র ।

হে চণ্ডিকে ! কলিকালে বলিদান কার্যাই মহাহুজ্জ বিশেষ । হে সুরেশ্বর ! কলিতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ নিষিদ্ধ বলিয়া কেবল বলিদানের দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে ।

বলিদানের বিধি আছে বলিয়া ইচ্ছামত যে কোন পশু বলিভক্ষ্য নিয়োজিত হইতে পারে না, যাহা শাস্ত্র বিহিত (৯) তাহাই করিতে হইবে, বিশেষতঃ স্ত্রীপ-শু বলি (১০) একেবারে নিষিদ্ধ, যেহেতু স্ত্রী-পশুর মাংস অভক্ষ্যব্যবস্থা—

“শক্তিমাংসং ন গৃহীয়াদগুজং জলজং বিনা ।”

অগুজ ও জলজ ব্যতীত স্ত্রীজাতি জীবের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ ॥

বৈদিকমতে মৎস্যসেবন বিধি ।

“সমুদ্রায় শিশুমারানালভতে পর্জন্যায় মণ্ডুকান্ ।

অন্ত্যো মৎস্যান্ মিত্রায় কুলীপয়ান্ বরুণায় নাক্রান্ ॥”

২১ মন্ত্র, ২৪ অ., যজুর্বেদ ।

জীন্ শিশুমারান্ জলচরজন্তুন্ সমুদ্রায় লভতে, জীন্ মণ্ডুকান্ ভেকান্ পর্জন্যায় । ত্রয়াণাং মৎস্যস্তানাং মথো ঘো অন্ত্যো অথ তৃতীয়ে অবকাশে

(৯) নরশ্চাগচ্চ মহিবো মেঘঃ শূকর এব চ ।

শলকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্মো দশ নৃতাঃ ॥

বানরশ্চ খরশ্চৈব গজাশ্চাদিবিহঙ্গমাঃ ।

ইত্যাদেস্ত বলেদানৈঃ পুঙ্করৈঃ শ্বেতদেবতাঃ ॥

৬৩ প., উৎপত্তি তন্ত্র ।

(১০) বলিদানবিধৌ ধেবি বিহিতঃ পুঙ্কবঃ পশুঃ ।

স্ত্রীপশুর্নচ হস্তব্যন্তত্র শাস্তবশাসনাং ॥

৬ উল্লাস মহানির্বাণ তন্ত্র ।

একং শিষ্টং মৎস্তমন্ত্যঃ ত্রীন্ কুলীপয়ান্ জলজান্ যিত্রায় । ত্রীন্ নাক্রান্
নক্রাএব নাক্রা স্তান্ জলজচরান্ বরুণায় ।

স্মৃতিমতে মৎস্তসেবন বিধি ।

পাঠীনরোহিতাবাদ্যো নিযুক্তো হব্যকব্যয়োঃ ।

রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশঙ্কাংশ্চৈব সৰ্ব্বশঃ ॥ ১৬

৫৮৭মহু ।

বোয়াল রোহিত রাজীব সিংহতুণ্ড এবং সৰ্ব্বপ্রকার সশঙ্ক অর্থাৎ অঁহিন-
যুক্ত মৎস্ত দৈব ও পৈত্রাদি কৰ্ম্মে এবং প্রাণাত্যাদি স্থলে ভক্ষণ করিবে ।

পৌরাণিকমতে মৎস্তসেবন বিধি ।

সফরং সিংহতুণ্ডঞ্চ তথা পাঠীনরোহিতৌ ।

মৎস্তাস্থেতে সমুদ্ভিষ্টা ভক্ষণায় তপোধনৈঃ ॥

১৬অ, কোর্থে ।

মুনিগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, পুঁটি মাছ—কাংলা, বোয়াল ও রোহিত
ইত্যাদি মৎস্ত সকলের ভক্ষণীয় ।

তান্ত্রিকমতে মৎস্তসেবন বিধি ।

রোহিতস্য চ মৎস্তস্য তথা বাধ্বীণসস্য চ ।

তৃপ্তিমাশ্নোতি বর্ষাণাং শতানি ত্রীণি চণ্ডিকা ॥

৩প, নিবন্ধ তন্ত্র ।

রোহিত মৎস্ত আর বাধ্বীণস নামক পক্ষিবিশেষের মাংস (মতান্তরে
বাধ্বীণস ছাগ বিশেষ) দ্বারা অর্চনা করিলে চণ্ডিকাদেবীর তিনশত বর্ষ
তৃপ্তি লাভ হয় ।

বৈদিকমতে মৈথুন বিধি ।

পূর্বীরহং শরদঃ শশ্রমাণা দোষা বস্তোরুষসো জরয়ংতীঃ ।
'মিনাতি শ্রিয়ং জরিমা তনুনাংপ্যনুপত্নীর্ষণো জগম্যুঃ ॥ ১

১৮০ হুক্ত । ১মগুল । ঋগ্বেদ ।

অন্ত্যর্থ—হে অগস্ত্য ! যে সকল সত্যরক্ষক প্রাচীন ঋষিগণ দেবমণ্ডলীর
সহিত সত্য ব্যবহার করিতেন, তাঁহারাও স্বস্তীতে বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিয়াছেন,
কিন্তু আকাজ্জার নিবৃত্তি হয় নাই, অতএব স্বীর নিকট পুরুষ গমন করুন ।

নদস্য মা রুধতঃ কাম আগম্নিত আজাতো অমৃতঃ কুতশ্চিৎ ।
লোপামুদ্রো বৃষণং নীরিগাতি ধীরমধীরা ধয়তি শ্বসন্তম্ ॥ ৪

১৭২ হুক্ত । ১মগুল । ঋগ্বেদ ।

অন্ত্যর্থ—আমি যদিও তপস্যা ও আত্মসংযমে প্রবৃত্ত রহিয়াছি, তথাপি
কেন বলিতে পারি না আমাতে কামের সঞ্চার হইয়াছে । লোপামুদ্রা
বীৰ্য্যবান্ পুরুষে অর্থাৎ আমাতে উপগতা হউন । চঞ্চলস্বভাবা নারী শান্ত
ও মহাপ্রাণপুরুষকে সম্ভোগ করুন ।

স্মৃতিমতে মৈথুন বিধি ।

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতৃঃ ।

সা প্রশস্তা দ্বিজাतीনাং দারকর্ষ্মণি মৈথুনে ॥

মহু ।

যে কন্যা পিতা এবং মাতার [অসপিণ্ডা ও ভিন্নগোত্রা, সেই কন্যাই
দ্বিজাতিদিগের মৈথুন অর্থাৎ পাণিগ্রহণ কৃত্ত প্রশস্তা ।

পৌরাণিকমতে মৈথুন বিধি ।

ইতি মত্না স্বদারেষু ঋতুমৎস্ব নরো ব্রজেৎ ।

যথোক্তদোষহীনেষু সকামেষ্বনৃতাবপি ॥ ১২৪

তৃ অংশ ১১অ, বিষ্ণুপুরাণ ।

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পূৰ্ণ কথিত বিধি-নিষেধ বিবেচনা করিয়া দোষহীনঃ
সকামা স্বীয় পত্নীতে ঋতুকালে বা অন্য সময়ে ইচ্ছানুসারে গমন করিবে ।

তান্ত্রিকমতে মৈথুন বিধি ।

কুলস্ত্রীসেবনং কুর্য্যাৎ সর্বথা পরমেশ্বরি ।

রমতে যুবতীং রম্যাং কামোন্মত্তবিলাসিনীং ॥

কুলাচারপরো বীরঃ কুলপূজাপরায়ণঃ ।

ভগবলিঙ্গসমাযোগাদাকৃষ্য জপমাচরেৎ ॥

উৎপত্তি তন্ত্র ।

হে পরমেশ্বরি ! কুলাচার-পরায়ণ ব্যক্তি সকামা যুবতী কুলকামিনীর
সহিত সংযুক্ত হইয়া জপকার্য্য সম্পন্ন করিবেন ।

অতএব বৎস ! তুমি যেক্রপ পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা
আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা অন্তান্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা পুনঃ স্থাপিত
হইল । এক্ষণে আর কি সন্দেহ আছে বল ?

ইতি তৃতীয় অধ্যায় ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

—*—

পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার বিধি শ্রবণানন্তর গুরুদেব প্রতি শিষ্য কহিলেন,—
প্রভো ! শাস্ত্রে এই পঞ্চতত্ত্বের বিধি এবং নিষেধ এই দুইই বর্ণিত হইয়াছে
বটে, কিন্তু এক্ষণে বিধি নিষেধ কি উদ্দেশ্যে যে প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার
মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আপনি কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক ইহার
মর্ম্ম পরিজ্ঞাত করুন ।

গুরুদেব এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া শিষ্যকে কহিলেন,—প্রিয় বৎস !
ইহার মর্ম্ম আর অপর কিছুই নহে, কেবল সংসারে শাস্তি স্থাপন করিবার
করিবার জন্ত আর্ষ্য ঋষিগণ কর্তৃক এই সকল বিধি-নিষেধ সংস্থাপিত
হইয়াছে। আর্ষ্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ইহ জগতের তাবৎ বস্তুই যে
পরিমাণে ইষ্ট আবার তৎপরিমাণেই অনিষ্টকর। সুতরাং সংসারের
হিতকামনার তত্ত্ব বস্তুর ব্যবহার শিক্ষা দিবার জন্ত এক্ষণে বিধি-নিষেধ
নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। এজন্ত এই পঞ্চতত্ত্ব ঐ সকল বিধিনিষেধের
অন্তর্ভূত হইয়াছে। যে স্থলে ব্যবহার জন্ত উপকারজনক গুণ প্রকাশিত
হয় সেই স্থলেই বিধি, আর যে স্থলে ব্যবহার জন্ত দোষ প্রকাশিত হয়, সেই
স্থলেই নিষেধ। সকল বস্তুরই ব্যহার সম্বন্ধে এইরূপ বিধি-নিষেধ আছে।

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য গুরুদেবের নিকট পঞ্চতত্ত্ব
ব্যবহারের দোষ গুণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে গুরুদেব কহিলেন,—

মদ্য ব্যবহার (১) সম্বন্ধে ।

অতি মদ্যং হি পিবতো বুদ্ধিলোপো ভবেৎ কিল ।
প্রতিভাং বুদ্ধিবৈশদ্যং ধৈর্য্যং চিত্তবিনিশ্চয়ম্ ॥ ১১৬
তনোতি মাত্ৰয়া পীতং মদ্যমশ্বিনাশকৃৎ ।
কামক্ৰোধৌ মদ্যতমৌ নিয়োক্তব্যৌ যথোচিত্তম্ ॥ ১১৭

১ অঃ, শুক্রনীতি ।

অতিশয় মত্তপান করিলে বুদ্ধির হানি হয় । কিন্তু পরিমিত রূপে পান করিলে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, নির্মলতা, ধৈর্য্য এবং মনের স্থিরতার বিস্তার হয় । তন্নিম্ন অপরিমিত মত্তপান বিনাশের কারণ হইয়া থাকে ।

(১) বিধিনা মাত্ৰয়া কালে হিষ্টৈরশ্বৈর্যথা বলঃ
প্রকৃষ্টৌ যঃ পিবেন্নমত্ত তস্তা শ্রাদ্ধমৃতং যথা ॥
কিন্তু মত্তং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতং ।
অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথামৃতং ॥

ভাবপ্রকাশ ।

দেবনামমৃতং ব্রহ্ম তদেব লৌকিকী সুরা ।
সুরত্বং ভোগমাত্রেণ সুরা তেন প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

৩ প, মাতৃকাভেদ তন্ন ।

গৌড়ী পৈষ্ঠী চ মাক্ষী চ বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা ।
পানিকর্ষণি গৌড়ী শ্রীং সত্য মাক্ষ্যাদমা সুরা ॥ ১৬ ॥

২ প্র, গোভিল গৃহস্থজ ।

ମନ୍ତ୍ରୋପାକାର ଭେଦ ।

ମାଧବୀକଂ ପାନସଂ ଡ୍ରାକ୍ଷଂ ଥାର୍ଜ୍ଜୁରଂ ତାଳମୈକ୍ଷବଂ ।

ମୈରେରଂ ମାଞ୍ଜିକଂ ଟାକ୍ଷଂ ଧୃକ୍ଷଂ ନାରିକେଳଜଂ ।

ମୁଖ୍ୟମଗ୍ନବିକାରୋଽଥଃ ସତ୍ତ୍ୱାନି ହ୍ରାଦନୈବ ଚ ॥

ଜଟାଧର ।

ଅନ୍ତ୍ରାଃ ସାମାନ୍ତ ଗୁଣଃ ।

ଅମଧୁରାମ୍ଳଞ୍ଜଃ, କଫମାରୁତନାଶନଞ୍ଜଃ, ଲଘୁଞ୍ଜଃ ପୁଷ୍ଟିକରଞ୍ଜଃ, ହୃଦଞ୍ଜଃ, ମାରକଞ୍ଜଃ,
ମଦାବହଞ୍ଜଃ ।

ଗୋଢ଼ୀ ମଦିରା ।

ଧାତକୀରମଘୁଡ଼ାଦିକୃତା ମଦିରା ଗୋଢ଼ୀ ।

ତଦ୍ଗୁଣା ଯଥା—

ତୀକ୍ଷ୍ଣଞ୍ଜଃ, ଉଷ୍ଣଞ୍ଜଃ, ମଧୁରଞ୍ଜଃ, ବାତନାଶିଞ୍ଜଃ, ପିତ୍ତବଳକାରିଞ୍ଜଃ, ଦୌପନଞ୍ଜଃ
ପଥ୍ୟଞ୍ଜଃ, କାନ୍ତିତୃପ୍ତିକାରିଞ୍ଜଃ ।

ମାଧବୀ ମଦିରା ।

ପୁଷ୍ପହ୍ରଦ୍ୟାଦି ମଧୁମାମୟୀ ମଦିରା ମାଧବୀ ।

ତଦ୍ଗୁଣା ଯଥା—

ମଧୁରଞ୍ଜଃ, ନାତ୍ୟୁଷ୍ଣଞ୍ଜଃ, ପିତ୍ତବାତନାଶିଞ୍ଜଃ, ପାଞ୍ଜୁକାମଳଗୁଣ୍ଡଳାର୍ଶଃ ପ୍ରାୟେହ-
ମନଞ୍ଜଃ ।

ପୈଷ୍ଠୀ ମଦିରା ।

ବିବିଧ ଧାନ୍ତଜାତା ମଦିରା ପୈଷ୍ଠୀ ।

ତଦ୍ଗୁଣା ଯଥା—

କଟୁଞ୍ଜଃ, ଅମ୍ଳଞ୍ଜଃ, ତୀକ୍ଷ୍ଣଞ୍ଜଃ, ଗୋରୌମଞ୍ଜଃ, ବାତହରଞ୍ଜଃ, ଝିଷ୍ଣଂ ପିତ୍ତକରଞ୍ଜଃ,
ମୋହନଞ୍ଜଃ ।

ঋতু বিশেষে পেয় মদিরা—

গৌরী তু শিশিরে পেয়া পৈষ্ঠী হেমন্তবর্ষয়োঃ ।

শরদ্রীষ্মবসন্তেষু মাধবী গ্রাহা ন চান্তথা ॥

মত্ত বর্জ্যাবর্জ্যং ।

মত্তপ্রয়োগং কুর্কন্তি শূদ্রাদিষু মহার্ভিষু ।

দ্বিভৈল্লিভিস্ত ন গ্রাহ্যঃ যত্তপ্যঙ্কীবয়েন্মৃতং ॥

রাজনির্ঘণ্টে ;

পেয়ং যন্মাদৈকলৌকিকশ্রুতমভিধীয়তে ।

যথারিষ্টং সুরা সীধুরাসবাত্মমনেকধা ॥

অরিষ্টং ।

পকৌষধাস্বসিদ্ধং যন্মত্তং তৎ শ্রাদরিষ্টকং ।

সুরা ।

শালিষষ্টিকপিষ্টাদিকৃতং মত্তং সুরা স্মৃত্য ।

বাক্রনী ।

পুনর্গবাশিলাপিষ্টৈর্বিহিতা বাক্রনী স্মৃত্য ।

সংহিতৈস্তালখঙ্কুররসৈর্বা সাপি বাক্রনী ॥

সীধু ।

ইকোঃ পটেকরসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পকরসশ্চ সঃ ।

আট্টমৈস্তরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ ॥

আসব ।

ষদপকৌষধাস্বভ্যাং সিদ্ধং মত্তং স আসবঃ ।

মাংস ব্যবহার (২) সম্বন্ধে ।

মৃতঞ্চ ব্যাধিতং ব্যাক্তং বৃদ্ধং বালং বিবৈহতং ।

অগোচরহতং ব্যাড্‌সূনিতং মাংসমুৎসৃজেৎ ॥

মাংসং বাতহরং সর্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ ।

প্রীতিদং গুরু হৃদ্যঞ্চমধুরং রসপাকয়োঃ ॥

বৈজ্ঞক শাস্ত্র ।

মৃত, রোগযুক্ত, বাসী, বৃদ্ধ, অতিশয় শিশু, বিষদ্বারা হত, অজ্ঞাত হত, স্পর্শদুষ্ট বা কোন বিষাক্ত জন্তু কর্তৃক হত মাংস পরিত্যাগ করিবে । মাংস ভক্ষণে বায়ুরোগ নিবারণ হয়, স্থূলকায় হয়, বল ও পুষ্টি সম্পাদন করে, পাক করিলে অতিশয় সুস্বাদ ও প্রীতিপদ হয় ।

মৎস্ত সম্বন্ধে ।

নিঃশল্লা নিন্দিতা মৎস্তাঃ সর্বে শল্লযুতা হিতাঃ ।

বপুঃশৈর্য্যকরা বীৰ্য্য বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনাঃ ॥

সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক গুণ ।

সাত্ত্বিকে গীতহাস্তাদি রাজসে সহসাদিকং ।

তামসে নিন্দ্যকর্ষণি নিজ্রাঞ্চ মদ্রিরাচরেৎ ॥

(২) মাংস-সম্বন্ধে জীবহিংসা দোষ থাকার আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞার্থে পশুবল জন্তু পাপস্পর্শ হয় না । যথা—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়মুবা ।

যজ্ঞো হি ভূতৌ সর্বশ্চ তস্মাদযজ্ঞে বপোহিবধঃ ॥ ৩৯ ॥

৫ অ, মত্ ।

মংশ্চগৰ্ভো ভূশং বৃধ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো গুরুঃ ।

কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ ॥

বৈজ্ঞক শাস্ত্র ।

যে মংশ্চর আইস নাই তাহা নিন্দনীয়, আইসযুক্ত মংশ্চ হিতকর
শরীর স্নিগ্ধকর, বল পুষ্টি ও বীৰ্য্য বৃদ্ধিকর । উদরাময় দোষ নিবারক
কফ ও মেদ বৃদ্ধিকর ও মেহরোগ নিবারক ।

মৈথুন সম্বন্ধে ।

শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কান্তরুণং দধি ।

প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্ ॥

সদ্যো মাংসং নবান্নঞ্চ বাল্য স্ত্রী ক্ষীরভোজনং ।

দ্ব্যতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্ ॥

চাণকা সংগ্রহ ।

শুষ্ক মাংস ভক্ষণ, বৃদ্ধা স্ত্রী উপভোগ, কন্টারাসিগত সূর্য্যের রে
সেবন, টাটকা দধি ভোজন, প্রভাত সময়ে মৈথুন এবং নিদ্রা, এই ছ
বিষয় প্রাণ নাশক । আর সত্ত (টাটকা) মাংস ভক্ষণ, নবীন অন্ন (গ
ভাত) ভোজন, বালিকা রমণী উপভোগ, সত্ত হৃদ পান, অন্ন উষ্ণ দ্ব্যত
জল পান এই ছয়টি বিষয় আয়ুৰ্বৃদ্ধিকর ।

অতএব বৎস ! পদার্থ মাত্রই ব্যবহারগুণে অমৃতস্বরূপ এবং ব্যব
দোষে গরলস্বরূপ হইয়া থাকে । মত্ত মাংসাদির ব্যবহার বিষয়েও বিল
দোষ গুণ আছে । যিনি উহা ব্যবহার করিবেন, তিনি অবশ্য উ
দোষ গুণ জ্ঞাত হইয়া স্বাধাৰ্য্য ব্যবহার জন্ত সূখী হইবেন এবং অল্প
ব্যবহার জন্ত কষ্ট পাইবেন । সর্বসাধারণ জনগণের পক্ষে বাবতীর ব

দোষগুণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর নহে, সুতরাং সে সমস্ত বস্তু হইতে মহান্ অনিষ্ট সম্ভব, তাহাই উপযুক্ত পাত্র ব্যতীত অন্তের বা সাধারণের পক্ষে বিধি দেওয়া হয় নাই। এজন্য মত্তাদি, সাধক ব্যতীত অন্য স্থলে নিষিদ্ধ। সাধক ব্যক্তিও পুনর্বার অধিকারী হইলে তবে উহা ব্যবহার করিতে পারিবে, নচেৎ পারিবে না। বিশেষতঃ মত্ত এবং মৈথুন, এই দুইটি বিষয় অতীব ভীষণ, ইহা দ্বারা জগতের যে পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হয়, তদ্বিগুণ পরিমাণে আধার অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। এ কারণ, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ইহার বৃথা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গুরুদেব প্রমুখ্যং দৈদৃশ্য বাক্য শ্রুত হইয়া শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! আপনার বাক্য শ্রবণে আমার অতীব সংশয় উপস্থিত হইতেছে। মত্ত দ্বারা জগতের উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে এবং অপকর্ষই বা কি হইয়াছে এবং এরূপ দ্রব্য সাধনকার্য্যে নিয়োজিত বা ব্যবহৃত হইবার কারণ কি ? কৃপা করিয়া ব্যক্ত করুন।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! মত্ত দ্বারা জগতের কি উৎকর্ষ সাধন এবং অপকর্ষই বা কি ? এবং এরূপ দ্রব্য সাধন স্থলে নিয়োজিত হইল কেন ? ইত্যাদি বিষয় সকল জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ। ভাল, শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হও।

গুরুদেব কহিলেন—

সুরৈঃ সুরেশসহিতৈর্থা সুরা পরিপূজিতা ।

সৌত্রামণ্যাং হুয়তে যা কস্মাভির্থা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১ ॥

যজ্ঞে হিতা যা শক্রশ্চ সোমানি পিবতো ভৃশম্ ।

নিরুজন্তমসাবিক্টঃ তস্মাদ্ দুর্গাৎ সমুদ্ধৃতা ॥ ২ ॥

১২ অ, চরকসংহিতা ।

ইন্দ্রদেব দেবগণের সহিত একত্র হইয়া যে সুরার অর্চনা করিয়াছিলেন, সৌত্রামণী যজ্ঞে যে সুরা আহুতি দেওয়া হয়, যে সুরা কৰ্ম্মদ্বারা সংস্থাপিত, বাহা যজ্ঞের হিতকারিণী, যে সোমরস (সুরা) পান করিয়া ইন্দ্রদেব রোগশূন্ত হইয়াছিলেন, সেই সুরা সমুদ্র মন্থনকালে দুত্তর জলধিতল হইতে (৩) যাস্তিক ঋষিগণ কর্তৃক বেদবিহিত উপায় দ্বারা উদ্ধার করা হইয়াছিল ॥ ১২

যা দেবানামৃতং ভূত্বা স্বধা ভূত্বা পিতৃশ্চ যা । ১

সোমো ভূত্বা দ্বিজাতীন্যায়ুঙ্ভে শ্রেয়োভিরুত্তমৈঃ ॥ ৫ ॥

আশ্বিনং যা মহভৈজো বীৰ্য্যং সারস্বতঞ্চ যা ।

বলমৈন্দ্রঞ্চ যা সোমঃ সৌত্রামণ্যাঞ্চ যা মতা ॥ ৬ ॥

১২ অ, চরকসংহিতা ।

যে সুরা দেবতাদিগের অমৃত স্বরূপ, পিতৃলোকদিগের স্বধা স্বরূপ, যাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সোমস্বরূপ হইয়া উত্তম শ্রেয়ঃসাধন করে এবং যে সুরা অশ্বিনীদু মারদ্বয়ের মহভৈজ, সরস্বতীর বীৰ্য্য, ইন্দ্রের বল ও সৌত্রামণী যজ্ঞে সোমস্বরূপ ॥ ৫।৬ ॥

(৩) সমুদ্র মন্থনকালে চতুর্দশ রত্ন মধ্যে সুরাদেবীও একটি রত্ন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছিলেন ।

সমুদ্রে মথ্যমানে তু ক্ষীরাকৌ সাগরোত্তরে ।

তজ্রোৎপন্ন্য সুরাদেবী কুমারীকপধারিণী ॥

তাং দৃষ্ট্বা তৃষ্টবুদ্ধেবীং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।

সসুরাসুরগন্ধৰ্ব্বাঃ সেত্বরাঃ স সদাশিবাঃ ॥

শোকরতিভয়োদ্বৈগ-নাশনীয়া মহাবলা ।

যা প্রীতিৰ্থা রতিৰ্থা বাগ্ যা পুষ্টিৰ্থা চ নিবৃতিঃ ॥ ৭ ॥

যা সুরাসুরগন্ধৰ্ব-যক্ষরাক্ষসমানুষ্যৈঃ ।

রতি সুরেত্যভিহিতা তাং সুরাং বিধিনা পিবেৎ ॥ ৮ ॥

৬১২

১২অ, চরকসংহিতা ।

যে সুরা শোক, অরতি (জড়তা, দৌৰ্মনস্ত) ভয় ও উদ্বৈগনাশক
যতাস্ত বলকারক, প্রীতি, রতি, বাক্য, পুষ্টি ও তৃপ্তিস্বরূপ। যে সুরা
দবতা, অসুর, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও মানবগণ কর্তৃক রতি বলিয়া কথিত
য়, সেই সুরা বিধি অনুসারে পান করা কর্তব্য ।

বিধিনা মাত্রয়া কালে হিতৈরনৈর্যথাবলম্ ।

প্রহৃষ্টো যঃ পিবেন্মদ্যং তস্য স্মাদমৃতোপমম্ ॥ ২৫ ॥

১২অ, চরকসংহিতা ।

যে রূপ সামর্থ্য সেইরূপ মাত্রায় নিয়মিত সময়ে হৃষ্টচিত্তে অম্লের সহিত
যে মত্ত পান করা যায়, তাহা অমৃত তুল্য হয় ।

ইহ জগতে যাবতীয় অম্লরস সমস্তই মদ্যজাত (৪) । জীবমাত্রেয়ই
প্রাণ যখন অম্লগত, তখন জীবের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে মত্তই প্রকৃত কারণ

(৪) সমুদ্র মগ্ধনকালে (আনন্দ ভৈরবী) সুরা দেবী উখিত হইয়া
দমন্ত দেবতাদিগকে সুরাদানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং ঐ সুরা
প্ৰস্টনকালিন যে সকল বিন্দুপাত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যাবতীয় অম্ল
রসের সৃষ্টি হইয়াছে । যথা—

স্বরূপ । সূত্ররাং জগতের উৎকর্ষসাধনের মূলদেশে মত্তই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যথা—

পুষ্পে মধু গোসু দুগ্ধং ধাত্রে বীৰ্য্যং জলে রসং ।

সর্ববস্তু সমুদ্ভুতং কিমদ্ভুতং মতঃপরং ॥ ৫০ ॥

১ম পটল, ভৈরবধামল ।

সমস্ত অন্নই মদ্য হইতে জাত এবং এই মদ্যরস, পুষ্পে মধুরূপে, গোসমূহে দুগ্ধরূপে, ধাত্রে মধ্যে বীৰ্য্যরূপে এবং জলমধ্যে রসরূপে বিদ্যমান

১ম পাত্র ।

তদা প্রসন্নবদনা সুরাদানসমুত্তা ।

আদৌ পাত্রং দদৌ দিব্যমানন্দরসপূরিতম্ ।

সদাশিবায়া দেবেশি স নম্রা পাত্রমগ্রহীৎ ॥

পাত্রাঙ্ঘ্রিনুঃ পপাতোৰ্ব্যাং জাতা শুড়লতা ততঃ ।

বিন্দুপাতাং কলা জাতাস্তাভ্যো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥

ইক্ষুহেদাশ্চ খদিরাস্থপনাতাঃ সিতাদয়ঃ ।

ক্রমুকা নাগবল্লী চ শবলীতি মহেশ্বরী ।

গৌরী চৈতদ্যুতা প্রোক্তা সর্বার্থকলদায়িনী ॥

২য় পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রমীশ্বরায় সুরাং শিবে ।

পাত্রাঙ্ঘ্রিনুঃ পপাতোৰ্ব্যাং ততো জাতা হি বল্লরী ॥

বিন্দুপাতকলাভ্যোহপি দ্রাক্ষাভেদাঃ সহস্রশঃ ।

মৃদ্ধকাদ্যা মহাদেবি জাতাঃ পরমপাবনাঃ ॥

মাকী প্রোক্তা মহাবিদ্যাসাধনে সর্বসিদ্ধিধা ॥

রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে ? সুতরাং ইহারই নাম উৎকর্ষ সাধন ।

৩য় পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রং রুদ্রায়ামৃতপুৰিতম্ ।
 পাত্রাদ্ বিন্দুঃ পপাতোৰ্বাং জাতা গোধূমজাতরঃ ॥
 তংকলাভ্যো মদন্তী চ জাতা বৈ ধাতুজাতরঃ ।
 পেপী প্রোক্তা সুরা দেবী পরমানন্দ-দায়িনী ॥

৪র্থ পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রং বিষ্ণবে পরমামৃতম্ ।
 পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোৰ্বাং সন্নিজ্জাতা ততঃ প্রিযে ॥
 তংকলাভ্যোহপি দেবেশি তন্ত্বেদাঃ কনকাদয়ঃ ।
 অস্ত্রে চ বহবো জাতাস্তন্ত্বেদা মলবর্দ্ধনাঃ ॥
 বিজয়েতি ময়া প্রোক্তা বৈষ্ণবী পরমার্থদা ।
 সন্নিদাসবয়োর্মধ্যে সন্নিদৈব গরীয়সী ॥

৫ম পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রং শ্রীসুরা পরমেশ্টিনে ।
 পাত্রাদ্বিন্দুঃ পপাতোৰ্বাং জাতা শীঘ্রং পুরুষিকা ॥
 তং কলাভ্যোহপি সংজাতা ভেদাঃ কৌজরসাদয়ঃ ।
 পানকং প্রোক্তমীশানি সর্কসাধারণং পরম্ ॥
 তংকলাভ্যোহপি সংজাতং জাতং জাতীকলং ততঃ ।
 তং কলাভ্যোহপি সংজাতা ভেদাচ্চামলকাদয়ঃ ।
 পানিকং নাম উদ্রব্যং রসায়নমুদামুক্তত ॥

অপকৃষ সাধন কিরূপ দেখ—

বথোপৈতং পুনশ্চতং প্রসঙ্গাদুযেন পীয়তে ।

রুক্ষব্যায়াম নিত্যেন বিষবদ্যাতি তস্ম তৎ ॥ ২৬ ॥

১২প, চরকসংহিতা ।

*ক্তির অতিরিক্ত মাত্রায়, বিবেচনা না করিয়া, নিত্য রুক্ষসেবী ও ব্যায়ামশীল হইয়া মর্য পান করিলে তাহা বিষের সমান হয় ।

৬ষ্ঠ পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রং গুরবে গিরিজে সুরা ।

পাত্রাঙ্ঘ্রিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং গুডপুষ্পং ততঃ শিবৈঃ ॥

জাতাস্তংকালজা ভেদা নারিকেলকলাদয়ঃ ।

পানকং নাম দেবেশি রসায়নমিদং পরম্ ॥

৭ম পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রং শুক্রায়ামৃতনির্ভরম্ ।

পাত্রাঙ্ঘ্রিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতাং খর্জুরপাদপাঃ ।

তৎ কলাভ্যোহপি সংজাতা ভেদা বাদরিকাদয়ঃ ।

পানকং তদপি প্রোক্তং দিব্যং সন্তোষকারকম্ ॥

৮ম পাত্র ।

ততো দদৌ পরং পাত্রং সূর্য্যোচ্ছ্রমসোঃ সক্রম্ ।

পাত্রাঙ্ঘ্রিন্দুঃ পপাতোর্ব্যাং জাতা সঞ্জীবনৌষধিঃ ॥

তৎকলাভ্যোহপি সংজাতা বিবিধৌষধয়ঃ শিবৈঃ ।

পানকং তদপি প্রোক্তং সর্বসাধারণং পরম্ ॥

সর্বার্থফলদং দেবি সর্বসারস্বতপ্রদম্ ।

দক্ষা দিব্যং রসং দেবি সুরা তত্র তিরোদধে ॥

সত্যমেতে মহাদোষা মদ্যশ্রোক্তা ন সংশয়ঃ ।

অহিতশ্রুতিমাত্রস্ত গীতস্ত বিধিবর্জনম্ ॥ ৫৬ ।

কিন্তু মদ্যং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্মৃতম্ ।

অযুক্তিযুক্তং রোগায় যুক্তিযুক্তং যথা স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

১২অ, চরকসংহিতা ।

অনিয়মে অতিরিক্ত মাত্রায় মদ্যপান করিলে দোষ ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু অন্ন যেমন স্বভাবানুসারে হিতকর মদও সেইরূপ জানিবে। অযুক্তি-যুক্ত মদ্য সেবন রোগের কারণ এবং যুক্তিযুক্ত মদ্য সেবন অমৃতের স্থায় হইয়া থাকে ।

অতএব সাধারণ লোক সকল হিতাহিত বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিতে না পারিলেই অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে ।

শিষ্য কহিলেন, প্রভো ! মদ্যের যদি এতাদৃশ গুণসমূহ বিদ্যমান আছে, তবে শাস্ত্রে উহা অপেক্ষ, অদেয়, অগ্রাহ এবং অস্পৃশ্য বলা হইল কেন ?

গুরুদেব কহিলেন বৎস ! ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণদেব কর্তৃক সুরা অভিষপ্ত হওয়াতে উহা অপেক্ষ, অদেয়, অগ্রাহ এবং অস্পৃশ্য হইয়াছে (৫)

(১) যন্নাত্মং রতিভোগার্থং সমানীতং দুরাত্মভিঃ ।

ব্রহ্মশাপপরিপ্লুষ্টং তদাপেক্ষং যথা বিধং ॥ ৭১ ॥

যন্নাত্মং দেবতানাঞ্চ সম্প্রদানং ভাবেন্নচেৎ ।

শুক্রশাপেন বিপ্রষ্টং তদাপেক্ষং সদীবুধৈঃ ॥ ৭২ ॥

অমন্ত্রপূতং যন্নাত্মং কৃষ্ণশাপহতং পুনঃ ।

যজ্ঞার্চনাদৌ নানীতং তদাপেক্ষং মহাত্মভিঃ ॥ ৭৩ ॥

ভৈরবযামল ।

অর্থাৎ শাপ বিমোচন না করিয়া উহা কোন প্রকারে গ্রহণ করিবার বিধি নাই ।

শিষ্য কহিলেন,— প্রভো ! সুরা শাপগ্রস্ত হইবার কারণ কি ?

গুরুদেব কহিলেন,—অতিরিক্ত পান জন্ত পূর্ব পূর্ব স্থলে অতীব ভীষণ ব্যাপার সকল সংঘটন লইয়া গিয়াছে । শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুরপতি ব্রহ্মা অতি পানানন্তর মত্ততাবশতঃ স্বীয় কন্যা স্কন্ধা-দেবীর প্রতি কাম দৃষ্টিতে কটাক্ষপাত করাতে রুদ্রদেব কতৃক ব্রহ্মার উর্দ্ধ মস্তক ঋজুদ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, সেই অবধি চতুর্মুখ হইয়া রহিলেন । মহাভারতে উল্লেখ আছে, অসুরাদগের গুরু গুক্রাচার্য্য অতি মত্তপান দ্বারা অজ্ঞান হইয়া নিজ শিষ্য কচকে সুরার সহিত ভক্ষণ করিয়াছিলেন । উদর মধ্যে কচকে সস্ত্রীবনৌ বিছা শিক্ষা করাইলে তবে কচ উদর বিদারণ পূর্বক নির্গত হইয়া গুক্রাচার্য্যকে পুনর্জীবিত করিয়া-ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণদেব প্রভাসতীর্থে ছাপান্ন কোটি যতুবংশের সহিত মহা পানানন্তর বুদ্ধি ভ্রংশ নিবন্ধন আপনাপনি যুদ্ধ উপস্থিত করতঃ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এই সকল অনিষ্টপাত জন্ত ব্রহ্মা গুক্রাচার্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ কতৃক সুরা অভিশপ্ত হওয়াতে (৬) উহা অপেয়, অগ্রাহ

ব্রহ্মা সম্বন্ধে (৬) ।

পুরাকল্পে স্বয়ং ব্রহ্মা পূজয়িত্বা জগন্ময়ীং ।

পীত্বা পানং ধ্যানযোগে স্থিতবান্ চক্রমধ্যগঃ ॥ ৪৪ ॥

তদন্তরে দেবচক্রে সঙ্ক্যানান্নৌ চ কন্তকা ।

আগতা দৈবযোগেন শ্রামা ষোড়শবার্ষিকী ॥ ৪৫ ॥

মুমোহ ব্রহ্মা পানেন দৃষ্টৌ তাং নবযৌবনাং ।

আকর্ষয়ৎ পঞ্চমার্থং করেণাদায় তাং সতীং ॥ ৪৬ ॥

এবং সাধারণের ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে । সুতরাং ইহাকে অপকর্ষ-
সাধন বলিতে হয় । আর মৈথুন জন্তও এইরূপে বিবিধ ঘটনা হইয়া
গিয়াছে । যথা—

বিপরীতক্রিয়াং বীক্ষ্য কোপেন মহতা তদা ।

চক্রমধ্যস্থিতো রুদ্ধো ভূশং জজ্ঞালং তদ্বিধিং ॥ ৪৭ ॥

ত্রিশূলেনাচ্ছিনন্তত্র স্বয়ন্তোঃ পঞ্চমং শিরঃ ।

সন্ধ্যাং নিস্তারয়ামাস শরণাগতবৎসলঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভৈরবধামলে ভৈরবভৈরবী সংবাদে চতুর্দশঃ পটলঃ ।

শুক্র সম্বন্ধে ।

শুক্লোদৈত্যশুরঃ পূর্বে সিদ্ধার্থঃ কৃতবান্ জপং ।

কল্পকোটিজপেনাপি ন সিধ্যতি কদাচন ॥

পীত্বাসর্বং মহাদেবি প্রত্যহং জপতংপরঃ ।

চিত্তোন্মাদং তদা তস্ত জাতং পরমকৌতুকম্ ॥

জপলষ্টোহভবন্তত্র সন্মার বনিতাং শুভাং ।

তথোর্বশী চ স্বর্কেষ্টা তত্র গতা মনোরমং ॥

বাক্যং সর্বরসস্বাহু কথয়িত্বা শ্রুশোভনে ।

শুক্রেণ সান্নিঃ দেবেশি রময়ামাস চোর্বশী ॥

শুক্লোৎপত্তিশ্চ জায়তে জ্ঞানং যজ্ঞে ততঃ পরং ।

তদ্বৎ জ্ঞাত্বা ততঃ শুক্রঃ শশাপাসবমুস্তমং ॥

তেন শাপেন দেবেশি সপ্তকাসবমুস্তমং ।

ততঃ প্রভৃতি তদেবি সিদ্ধয়ে ন চ জায়তে ।

এবং ক্রমেণ দেবেশি শতবর্ষং গতং প্রিয়ে ॥

ব্যযচ্ছন্তশ্চ বহবঃ স্ত্রীষু নাশং গতা অস্মী ।

ইন্দ্র-দণ্ডক্য-নহব-রাবণাভ্যাং সদা হতঃ ॥ ১১৪ ॥

অতৎপর-নরশ্চৈব স্ত্রীসুখায় ভবেৎ সদা ।

সহায়িনী-গৃহাকৃত্যে তাং বিনাস্তো ন বিদ্যতে ॥ ১১৫ ॥

ইন্দ্র দণ্ডক্য নহব এবং রাবণ প্রভৃতি মহারথি ভূপতিগণ চঞ্চল নয়না
ললনাদিগের প্রতি আসক্ত ইহাই যারপর নাই বিপদগ্রস্ত ইহা ছিলেন।

ততঃ সা চ ভগবতী কালী কালস্বরূপিণী ।

উবাচ সাদরং বাক্যং কালী দৈত্যগুরুং প্রতি ॥

শুক্রেণ প্রতি দেবী-বাক্যং ।

শৃণু বৎস মহাবাক্যং সাবধানাবধায়য় ।

কথং শপ্তং মহাভাগ চাসবং দেবহর্ষভং ?

শুক্রে উবাচ ।

আসবঞ্চ ময়া শপ্তং কারণং শৃণু ভৈরব ।

পিত্তাসবং মহাদেবি ন সিদ্ধির্জায়তে মম ॥

তস্মাৎ শপ্তং মহেশানি সর্বং নিগদিতং শৃণু ॥

দেবুবাচ ।

প্রহসন্তি সা দেবী শুক্রেণ দৈত্যগুরুং প্রতি ।

অমল্লিতা সুরা বিপ্রপুত্রা পরমহর্ষভাঃ ॥

ভেনৈব হেতুনা সিদ্ধির্ন জাতা তব সূন্দর ।

অমল্লিত সুরাপানে প্রায়শ্চিত্তং বিধিয়তে ॥

আরসে তাজনে ভদ্রে স্বর্গে রৌপ্যে তথৈব চ ।

ব্রাহ্মণো বেদবাংষ্ট্রৈব পিবেচ্চ বান্ধবীং শুভাং ॥

একত্র পরস্পর প্রতি কখনও আসক্ত হইবে না। যাঁহারা আসক্ত না হইলেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী মঙ্গলদায়িকা, যেহেতু স্ত্রী না হইলে গার্হস্থ কার্য্য কিছুই সম্পন্ন হয় না, অর্থাৎ স্ত্রীর স্ত্রীতে মাত্র উপগত হইবে।

এরূপ অপেক্ষ, অগ্রাহ্য দ্রব্য সাধন স্থলে নিয়োজিত হইল কেন? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিতে হয় যে, এরূপ নিয়োজন শাপগ্রস্ত

তপ্তাং সুরাং পিবেচ্চৈব নানুথা সিদ্ধিমাশ্রুয়াং ।

ইতি তে কথিতং দিব্যাং সারবৃত্তান্তমুত্তমম্ ॥

অপেক্ষা সা নিষিদ্ধা সানাত্তেয়া চেতি চ ক্রমাৎ ।

অনিগ্রাহ্যা চ সা দেবি যৈব বৈদতয়া ভবেৎ ॥

তস্মাজ্জপবিধৌ জ্ঞেয়া সুরা সিদ্ধিকরী মতা ।

সর্ব্ববর্ণের্গ্ৰহেশানি দেয়া চ ত্রিবিধা সুরা ।

গোড়ী পৈশ্চী চ মাক্ষী চ ইত্যাদি ইত্যাদি ॥

৪র্থ পটল, বৃহন্নীল তন্ত্র ।

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কল্পে ।

তত স্তম্ভিন্ মহাপানং পপূর্ম্মৈরেকং মধু ।

দ্বিষ্ট-বিলংগতিদিয়ে যদজ্রবৈ ল্ৰশ্চতে মতিঃ ॥ ১২ ॥

মহাপানাতিমত্তানাং বীরাণাং নষ্টচেতসাং ।

কৃষ্ণমারাবিমূঢ়ানাং সজ্জর্ঘঃ স্মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

৩০ অ, ১১ স্কন্ধ, ভাগবত ।

অনন্তর দুয়দুষ্ট নিবন্ধন বিলংগিত বুদ্ধি বাদবগণ, যে দ্রব্যে মতিভ্রষ্ট হইতে হয়, সেই মৈরেক নামক মত্ত অতিমাত্র পান করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে বিমোহিত হইয়া মহাপানে অতিমত্ত নষ্টচেতা ক্রমশঃ পরস্পর মহাকলহ উপস্থিত হইতে লাগিল।

হইবার পরে হয় নাই, পূর্ব হইতেই এরূপ নিয়োজিত আছে। তৎপরে দেব-ঋষিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হওয়াতে সাধারণ ব্যক্তিগণের পক্ষে এৰ বৃথা ব্যবহার পক্ষে অপেক্ষ হইয়াছে মাত্র। তাই বলিয়া সূর্য নিষে অভিশপ্ত হয় নাই, কেবল ব্যবহার বিশেষে অভিসম্পাতে হইয়াছে মাত্র সূর্য তাই আছে, অভিসম্পাত নষ্ট হয় নাই। যথা—

শাপগ্রস্তোহপি দেবানাং ন নষ্টং স জগায়হ ।

ব্রহ্মাদিভিঃ সদাপেয়মদ্বুতং কিমতঃপরং ॥ ৪৯ ॥

১প, ভৈরব ঘামল ।

শাপগ্রস্ত হইয়াও সেই দ্রব্য অর্থাৎ সূর্য নষ্ট হয় নাই। ব্রহ্মাণি দেবগণের সর্বদাই পেয় অর্থাৎ পান করিবার যোগ্য হইয়া রহিয়াছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় আর কি আছে।

অতএব সূর্য নিজে অভিশপ্ত নহে, কেবল ব্যবহার প্রতি অভিশা আছে মাত্র। এজন্য সাধনাদি কার্যে ব্যবহার জন্ত শাপ বিমোচন করিয় লইবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এ নিমিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—

অসংস্কৃতাং সূরাং পীত্বা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মহা ভবেৎ ।

সংস্কৃতান্তু সূবাং পীত্বা ব্রাহ্মণো জলদগ্নিবৎ ॥

উৎপত্তি তন্ত্র ।

যে সূর্য শোধন করা হয় নাই, ব্রাহ্মণ তাহা পান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতক হয়। আর শোধিত অর্থাৎ মদ্র দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া সূর্য পান করিলে ব্রাহ্মণ জলন্ত অগ্নি সদৃশ তেজস্বী হইবেন।

এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য কহিলেন,—প্রভো! এমন বিষম পদার্থ সাধনজন্য ব্যবস্থা হইল কেন ?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! এরূপ সাধনপ্রণালী কৌলিক । একই
দেবী প্রকার প্রথাহুসারে সাধন-কার্য্য গম্ভীর করিতে হয় । যে দেবতার
পূজ্যে যাহা (৭) কৌলিক, তাহাতে তদ্রূপই করিতে হইবে, অন্য প্রকার
করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! কৌলিক কুহাকে বলে ?

গুরুদেব কহিলেন—

যস্মিন্ দেশে য আচারো নির্দিষ্টো মন্ত্রসাধনে ।

তদাচার-বিশিষ্টো যঃ কৌলিকঃ স প্রকীর্তিতঃ ॥

১১ প, নির্বাণতন্ত্র ।

মন্ত্র সাধন হেতু যে দেবতার-যে বিষয়ে যেৰূপ আচার ব্যবহার
নির্দিষ্ট আছে, তদনুযায়ী যে আচরণ, তাহার নাম কৌলিক ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! এরূপ কৌলিক প্রথার ব্যবস্থাপক কে ?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! কৌলিক প্রথার ব্যবস্থাপক দেবী স্বয়ংই ।

(৭) যে দেবতার যেৰূপ কৌলিক আচার ।

ভক্ত্যা সূৰ্য্যঃ প্রণামেন সজ্ঞো যাতি প্রসন্নতাং ।

গণেশো ভক্তিভাবেন মোদকান্নেন তুষ্যতি ॥

বিষ্ণুঃপ্রসাদমাপ্নোতি নান্না সন্তুষ্টিশালিনাং ।

মুখবাঞ্ছন নৃত্যেন শিবঃ সন্তোষমালভেৎ ॥

সত্ত্বঃ পঞ্চমকারেণ তুষ্টী ভবাত চণ্ডিকা ।

যন্ত দেবস্ত যো ধর্ম্মো যথাচারো যথাবলিঃ ॥

বিধিনা কুর্ক্বতাং পুংসাঃ মুক্তিং যচ্ছন্তি দেবতাঃ ।

দেবতানাং পৃথগ্ভাবাঃ পৃথগ্ ধর্ম্মাঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ ।

উত্তরখণ্ড ভৈরবধামল ৪র্থ পটল ।

কুলীনগণ ঐ প্রথার প্রবর্তক, তাঁহারা যে মার্গ দেখাইয়াছেন, যে মার্গ
অবলম্বন পূর্বক আপনারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, সেই মার্গ উল্লঙ্ঘন
করিয়া স্বকপোল-কল্পিত আরচণ করিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না।
পূর্বের বশিষ্ঠদেব (৮) এইরূপ কুলমার্গ পরিত্যাগ করিয়া

(৮) বশিষ্ঠ প্রকরণ ।

বশিষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রোহপি চিরকালঃ সুসাধনম্ ।
চকার নির্জনে দেশে কৃচ্ছ্রেণ তপসা বশী ॥
শতং সহস্রং বর্ষঞ্চ ব্যাপ্য যোগাদি-সাধনম্ ।
তথাপি সাক্ষাদ্গিরিজা ন বভূব মহীতলে ॥
ততো জগাম ক্রুদ্ধোহসৌ তাতস্ত নিকটে প্রভুঃ ।
সর্বং তং কথয়ামাস স্বীয়াচারক্রমঃ প্রভো ॥
অন্নমদ্রুং দেহি নাথ এষা বিপ্রা ন সিদ্ধতি ।
অন্নথা সূদৃঢ়ং শাপং তবাগ্রে প্রদদামি হি ॥
ততস্তং বারয়ামাস এবং ন কুরু ভোঃ সূত ।
পুনস্তাং ভজ ভাবেন যোগমার্গেণ পণ্ডিত ॥
ততঃ সা বরদা ভূত্বা আগমিষ্যতি তেহগ্রতঃ ।
সা দেবী পরমা শক্তিঃ সর্বসঙ্কটতারিণী ॥
কোটিশূর্য্যপ্রভা নীলা চন্দ্রকোটিসুশীতলা ।
স্থিরবিদ্যুল্লতাকোটী সদৃশী কালকামিনী ॥
সর্বস্বরূপা সর্বাঙ্গা ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জিতা ।
শুদ্ধচীনাচাররতা শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা ॥
অনন্ত মহিমা দেবী সংসারার্ণবতারিণী ।
বুদ্ধেশ্বরী বুদ্ধমাতা অথর্ববেদশাধিনী ॥

স্বীয় মতানুসারে বৈদিক আচরণ দ্বারা সিদ্ধিলাভের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পরিশেষে বিরক্ত হইয়া দেবী-মন্ড্রে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তৎপরে দৈববাণী দ্বারা দেবী কৰ্জুক উপদিষ্ট হইয়া কুলাচার মার্গ অবলম্বনানন্তর বুদ্ধদেবের সহায়তার নহাটীন প্রদেশে তপস্তা করিয়া সিদ্ধকাম হইলেন। অতএব বৎস! অন্তান্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া কার্যোদ্ধার করিবার উপায় নাই।

শিশু কহিলেন,—প্রভো! আপনি কহিলেন যে, কুলীনগণ ঐ কৌলিক প্রধার প্রবর্তক, অতএব কুলীন কে কে, তাহা কহিতে আজ্ঞা হয়।

গুরুদেব কহিলেন—

কুলীনঃ শঙ্করো জ্ঞেয়ঃ কুলীনস্ত হরি স্বয়ম্ ।

কুলীনো বাসবো দেবঃ কুলীনস্ত পিতামহঃ ॥

কুলীনা মুনয়ঃ সর্বৈ কুলীনাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ ।

কিন্নরাশ্চ কুলীনাশ্চ নরাশ্চ পশুজীবিনঃ ॥

দেবাদিদেব মহাদেব তিনি কুলীন, পালনকর্তা বিষ্ণু তিনি কুলীন, বাসবদেব কুলীন, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তিনি কুলীন। আর আর মুনীগণ, পিতৃগণ, কিন্নরগণ এবং মনুষ্যগণ সকলেই কুলীন বলিয়া জানিবে।

সাপাতি জগতাং লোকাং তন্তাঃ কর্ণ চরাচরম্ ।

ভজ পুত্র স্থিরানন্দঃ কথং শশ্তুং সমুত্ততঃ ॥

একান্ত চেতসা নিত্যং ভজ পুত্র দয়ানিধে ।

তন্তা দর্শনমেবং হি অবশ্যং সমবাপ্যসি ॥

এতচ্ছব্দা গুরোৰ্কাব্যং প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।

জগাম জলধেন্তীরে পরম্য চ পুনঃ পুনঃ ।

জগাম জলধেন্তীরে পরমং মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥

শিষ্ট কহিলেন,—প্রভো ! কুলাচার-প্রথায় পঞ্চতত্ত্ব নিয়োজিত হইল কেন ? ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে রূপা করিয়া জ্ঞাত করুন । জগতে এত দ্রব্যাদি থাকিতে এরূপ ব্যবস্থা কে করিল ? তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন ।

গুরুদেব কহিলেন,—প্রণিধান পূর্বক চিন্তা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে পূজোপহার জন্ত আহ্বান করা হইয়াছে ; কারণ, মৃত্ত বলিলে যখন জগতের সমস্ত অনলক্ষ্য দ্রব্যের উৎপাদিকা শক্তিরূপ তেজকে বুঝায়, মাংস বলিলে যখন জগতের সমস্ত প্রাণিপুঞ্জকে বুঝায়, মৎস্য বলিলে যখন সমস্ত মৎস্যজাতিকে বুঝায়, মূত্রা বলিলে যখন উদ্ভিদাদি তাবৎ পদার্থকেই বুঝায়, মৈথুন বলিলে যখন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার কারীগীভূত অব্যক্ত আনন্দরসপূর্ণ ইচ্ছাময়ী ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিকে বুঝায়, তখন আর জগতে এমন কোনরূপ পদার্থ বা ক্রিয়া রহিল না, মদ্যারা বলা যাইতে পারে যে, দেবীর তপ্তির জ্বল এই পদার্থটি

সহস্রবৎসরং সমাগ্ জজাপ পরমং জপম্ ।

আদেশোহপি ন বভূব ততঃ ক্রোধপরো মুনিঃ

ব্যাকুলাত্মা মহাবিদ্ভাং বশিষ্ঠঃ শপ্তমুদ্যতঃ ।

দ্বিরাচাম্য মহাশাপঃ প্রদত্তশ্চ স্মদারুণঃ ॥

তেনৈব মুনিনা সাথ মূনেরগ্রে কুলেশ্বরী ।

আজগাম মহাবিদ্ভা যোগিনামভয়প্রদা ॥

অকারণমরে বিপ্র শাপো দত্তঃ স্মদারুণঃ ।

মমসেবাং ন জানাসি বৎকুলাগমচিন্তনম্ ॥

কথং যোগাভ্যাসবশাং পাদান্তোজ্জদর্শনম্ ।

প্রাপ্নোতি মানুষ্যো দেবো যম ধ্যানমহুঃখদম্ ॥

উৎসর্গ করিবার বাকী রহিল ; সুতরাং এতদ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, পঞ্চতত্ত্ব সমস্ত জগতের সমষ্টিমাত্র । পঞ্চতত্ত্ব দিয়া আরাধনা করাও যা, আর সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড উৎসর্গ করাও তা । এানমিত্ত দেবীর তৃপ্তি সাধন জন্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক একরূপ ব্যবস্থা সংকল্পিত হইয়া কৌলিক-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে । এইরূপ আরাধনা কার্য্যদ্বারা তাঁহারা সকলেই সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া উহা অপ্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং উহা চিরপ্রচলিত এবং কৌলিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

শিষ্ট কহিলেন,—প্রভো ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর কর্তৃক যে এই প্রথা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ নিশ্চয় নিদর্শন আছে কি না ?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! কিছুতেই তোমার সংশয় ভঞ্জন হইতেছে না, অতএব তোমার নিকট একটী সুন্দর রহস্ত কীর্ত্তন করি, তাহা হইলে তোমার সন্দেহ দূর হইবে ।

যঃ কুলার্থী সিদ্ধমন্তী মদেদাচারনির্মলঃ ।

মঠৈব সাধনং পুণ্যং দেবানামপ্যাগোচরম্ ॥

বৌদ্ধদেশেহথর্কবেদে মহাচীনঃ তদাত্তজ ।

তত্র গত্বা মহাভাবং বিলোক্য মংপদাম্বুজম্ ॥

মংকুলজ্ঞো মহর্ষে ত্বং মহাসিদ্ধো ভবিষ্যসি ।

এতদ্বাক্যং কথয়িত্বা বায়ব্যাকাশগামিনী ॥

নিরাংকারাভবচ্ছীঃ ততঃ সাকাশবাহিনী ॥

ততো মুনিবরঃ শ্রুত্বা মহাবিগ্ধাঃ সরস্বতীং ।

জগাম চীনভূমৌ চ যত্র বুদ্ধঃ প্রতিষ্ঠতি ।

পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাসৌ বশিষ্ঠঃ ক্রিতিমগ্লে ।

রক্ষ রক্ষ মহাদেব বুদ্ধরূপধরাব্যয় ॥

পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে পূৰ্ব্বাপর সকলেরই সংশয় হইয়া আসিতেছে এবং সে সংশয়ের উচ্ছেদও হইতেছে, কারণ সংশয়োচ্ছেদ না হইলে এত দিন এ ব্যবহার রহিত হইত। একদা এ সম্বন্ধে পার্বতীদেবী সংশয়চিন্তা হইয়া শঙ্করদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

তত্র মে সংশয়ো নাসীৎ যথাতথ্যং স্মরার্চনে ।

পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবী-পূজনং বিফলং ভবেৎ ॥

তৎকারণং বদ বিভো যদি জানামি তত্ত্বতঃ ।

ইদং রহস্যং পরমং দেবানামপি দুর্লভং ॥

৯০প, পৃ ৪৩ কৈলাস তন্ত্র ।

পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত দেবীর পূজা যে বিফল হয়, ইহাতে আমার অতীব সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রভো! যদি আপন্থি সেই তত্ত্ব জ্ঞাত

অতিদীনং বশিষ্ঠং মাং সদা ব্যাকুলচেতসম্ ।

ব্রহ্মপুত্রং মহাদেবী-সাধনায়াজগাম চ ॥

সিদ্ধিমার্গং ন জানামি বেদমার্গপরো হরঃ ।

তবাচারং সমালোক্য ভয়ানি সন্তি মে হৃদি ॥

তল্লাশয় মম ক্ষিপ্ৰং হুবুঁদ্ধিঃ বেদগামিনীঃ ।

বেদবহ্নিকৃতং কৰ্ম্ম সদা তে চালয়ে প্রভো ॥

কথমেতৎপ্রকারঞ্চ মজ্জং মাংসং তথাস্তনাং ।

মৰ্কষে দিগম্বরাঃ শিষ্টা বহুপানোদ্ধতা বরাঃ ॥

মূহমূহঃ প্রপিবন্তি প্রচুষন্তি বরাঙ্গনাম্ ।

সদা মাংসাসবৈঃ পূর্ণা মন্তা রক্তবিলোচনাঃ ॥

থাকেন, তাহা হইলে তাহার কারণ কি প্রকাশ করিয়া বলুন ; যেহেতু এই পরম রহস্য দেবতাদিগেরও দুর্লভ ।

শ্রীশিব উবাচ ।

একদা কালিকালোকে চক্রপূজনকস্মৃণি ।

নিমস্ত্রিতোহহং গতবান্ সংশয়াবিষ্টচেতসা ॥ ঐ ॥

একদা কালিকালোকে চক্রাহুষ্ঠান কার্যে আমি নিমস্ত্রিত হইয়া-
ছিলাম, তথায় গমন করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল ।

মত্যান্মুখিং মাংসশৈলং মৎসরাশিং স্তদুর্ব্বহং ।

মুদ্রাণাং সমবেতানামসংখ্যানাং মহত্তরং ॥

কালিকাপূজনার্থায় ময়া দৃষ্টং মহেশ্বরি ।

পঞ্চমীশক্তিসহিতমপূর্ব্বং পরিকল্পিতং ॥ ঐ ॥

হে মহেশ্বরি ! তথায় গমন করিয়া দেখিলাম যে, জগন্মাতার নিমিত্ত

নিগ্রহাহুগ্রহে শক্তাঃ পূর্ণান্তঃকরণোত্ততাঃ ।

বেদস্তাগোচরাঃ সর্পে মত্তস্ত্রীসেবনে রতাঃ ॥

ইতুবাচ মহাযোগী দৃষ্ট্বা বেনবহিষ্কৃতম্ ।

প্রাঞ্জলির্কিনয়াবিষ্টো বদ চৈতৎ কুলং প্রভো ॥

মনঃপ্রবৃত্তিরেতেষাং কথং ভবতি পাবন ।

কথং বা জায়তে সিদ্ধির্বেদকার্ষ্যং বিনা প্রভো ॥

বুদ্ধ উবাচ ।

বশিষ্ঠ শৃণু বক্ষ্যামি কুলমার্গমহুত্তমং ।

যেন বিজ্ঞানমাজ্জ্ঞেয় ব্রহ্মরূপী ভবেৎ ক্রপাৎ ॥

যন্ত্রের সমুদ্র, মাংসের পৰ্ব্বত, মংস্ত্রের স্তূপ পূজার অসংখ্য প্রকার মূদ্রা এবং পঞ্চমাহাশক্তির আয়োজন করা হইয়াছে ।

মহাশ্বিন্যয়মাপন্নং হৃদয়ে পশ্যতো মম !

প্রণম্য কালিকাং দেবীং কৃতাজ্জলি পুরঃসরং ॥

পৃচ্ছেয়ং বহুযত্নেন সংশয়োচ্ছেদনায় চ ॥ ঐ ॥

এই সমস্ত দেখিয়া আমার হৃদয়ে মহাসংশয় উপস্থিত হওয়াতে আমি বহু যত্নের সহিত কালিকাদেবীকে কৃতাজ্জলি পুরঃসর প্রণাম করিয়া সংশয়োচ্ছেদ জন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম ।

শ্রুয়তামাদিপ্রকৃতে চিরং যন্মে হৃদি স্থিতং ।

কারণং পঞ্চতত্ত্বানাং ক্রহি মাং দীনবৎসলে ॥ ঐ ॥

হে দীন বৎসলে, আদিপ্রকৃতে ! পঞ্চতত্ত্বের কারণ কি ? ইহা कहিয়া আমার চির সন্দেহ নিবারণ করুন ।

সংক্ষেপেণ সর্বসারং কুলসিদ্ধার্থমাগমম্ ।

আদৌ শুচিৰ্ভবেদীরো বিবেকাক্রান্তমানসঃ ॥

পশুভাবস্থিরচেতাঃ পশুসঙ্গবিবর্জিতঃ ।

একাকী নির্জনে স্থিৎবা কামক্ৰোধাদিবর্জিতঃ ॥

সদা যোগাভ্যাসরতো যোগশিক্ষা দৃঢ়ব্রতঃ ।

বেদমার্গাশ্রিতো নিত্যং বেদার্থনিপুণো মহান্ ॥

এবং ক্রমেণ ধৰ্ম্মাশ্রা শীলোদার্যগুণাবিতঃ ।

ধারয়েন্মাক্রতং নিত্যং শ্বাসমার্গে মনোলয়ম্ ॥

এবমভ্যাসযোগেন বশী যোগী দিনে দিনে ।

শঠৈঃ শঠৈঃ ক্রমাভ্যাসাদেহে শ্বেদোলগমোহধমঃ ॥

আদিপ্রকৃতিরূপাচ ।

আদিকল্পে সুরেশান ব্রহ্মণা কল্পিতা বলিঃ ।

পূজার্থং পঞ্চদেবানাং পৃথগ্ভাবেন শাস্বতীঃ ॥ ঐ ॥

আদি কল্পে পঞ্চ দেবতার পৃথক্ পৃথক্ পূজার নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক বলি অর্থাৎ নৈবেদ্যাদি পূজোপহার সকল কল্পিত হইয়াছিল ।

মধ্যমঃ কল্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ ।

প্রণায়ামেন সিদ্ধঃ স্ত্রাবরে। যোগেশ্বরো ভবেৎ ॥

যোগী ভূত্বা কুন্তকজ্ঞো মৌনী ভক্তো দিবানিশম্ ।

শিবে কৃষ্ণে ব্রহ্মপদে একান্তভক্তিসংযুতঃ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা এতে বায়বীগতিচক্ৰাঃ ।

এবং ত্রিভাব্য মনসা কর্শ্বণা বচসা শুচিঃ ॥

শক্তৌ চিত্তং সমাধায় চিত্রপায়াং স্থিরাশয়ঃ ।

ততো মহাবীরভাবঃ কুলমার্গমহোদয়ম্ ॥

শক্তিচক্রং সপ্তচক্রং বৈষ্ণবং নববিগ্রহম্ ।

সমাপ্তিত্য ভজেন্নরী কুলকাত্যায়নোঃ পরাম্ ॥

প্রত্যক্ষদেবতাং ত্রীদাং চণ্ডোষেগনিকুন্তনীম্ ।

চিত্রপাং জ্ঞাননিলয়াং চৈতন্তানন্দবিগ্রহাম্ ॥

কোটীসৌদামিনীভাসং সর্বতত্ত্বস্বরূপিণীম্ ।

অষ্টাদশভূজাং রৌদ্রীং শিবাং মাংসচলপ্রিয়াং ॥

আশ্রিত্য প্রজপেন্নরঃ কুলমার্গাশ্রয়েনরঃ ।

কুলমার্গাং পরং মার্গং কো জানাতি জগত্রে ॥

রবেৰ্গণপতেৰ্বিষ্ণোদেবদেবস্ত শূলিনঃ ।

পূজোপহারং যৎ প্রোক্তং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং ॥

হুঁয়, গণপতি বিষ্ণু এবং শিবের পূজার্থে কেবল পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ইত্যাদি কল্পিত হইয়াছিল ।

অথাস্বাপূজনার্থায় নৈবেদ্যং যৎ প্রকল্পিতং ।

ন জগ্রাহ মহাকালী মন্ত্ৰপূতমপি প্রভো ॥ ঐ ॥

কিন্তু জগদম্বার পূজার জন্য যে নৈবেদ্য কল্পিত হইয়াছিল, তাহা মহাকালী গ্রহণ করেন নাই ।

এতন্মার্গপ্রসাদেন ব্রহ্মা স্রষ্টা স্বয়ং মহান্ ।

বিষ্ণুশ্চ পালনে শক্তো নির্মলঃ সত্ত্বরূপধৃক্ ॥

সৰ্বসেব্যো মহাপূজ্যো যজুর্বেদাধিপো মহান্ ।

হরঃ সংহারকর্তা চ বীরশ্চোন্মত্তমানসঃ ॥ ১ ৷

সৰ্বেষামন্তকঃ ক্রোধী ক্রোধরাজো মহাবলী ।

বীরভাবপ্রসাদেন দিক্‌পালা রুদ্ররূপিণঃ ॥

বীরাধীনমিদং বিশ্বং কুলাধীনঞ্চ বীরকম্ ।

অতঃ কুলং সমাপ্তিত্য সৰ্বসিদ্ধীশ্বরো জড়ঃ ॥

মাসেনাকর্ষণং সিদ্ধির্হিমাসে বাক্‌পতির্ভবেৎ ।

মাসত্রয়েণ সংসর্গাজ্জায়তে রুদ্ররূপধৃক্ ॥

এবঞ্চতুষ্ঠয়ে মাসি ভবেদিক্‌ পালগোচরঃ ।

পঞ্চমে পঞ্চবাণঃ স্ত্রীং বর্থে চ স্তম্ভবদ্রভং ॥

এতন্ম্যাচারসারং সৰ্বেষামপ্যাগোচরম্ ।

এতন্মার্গং কৌলমার্গং কৌলমার্গাং পরং নহি ॥

নাভুং প্রসন্ন্য সৰ্ব্বাণী যজ্ঞেন পরমেষ্ঠিনঃ ।

ধাতা সঞ্চিস্তয়ামাস তদা মনসি বিস্ময়ং ॥ ঐ ॥

এ জন্ত ব্রহ্মা মনে মনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,
জগন্মাতা আমার পূজায় সন্তুষ্ট হইলেন না, অতএব উপায় কি ?

যোগিনাং দৃঢ়চিত্তানাং ভক্তানামেকমাংসতঃ ।
কার্যাসিদ্ধিৰ্ভবেন্নারী কুলমার্গপ্রসাদতঃ ॥
পূর্ণযোগী ভবেদ্বিপ্রঃ স্নানাসাভ্যাসযোগতঃ ।
শক্তিং বিনা শিবোহশক্তঃ কিমন্তে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা বুদ্ধরূপী চ কারয়ামাস সাধনম্ ।
কুরু বিপ্র মহাশক্তি-সেবনং মন্ত্রসাধনম্ ॥
মহাবিজ্ঞা-পদাশোভাজ-দর্শনং সমবাপ্যসি ।
এবং শ্রদ্ধা গুরোর্যাক্যং শ্রদ্ধা দেবীঃ সরস্বতীম্ ॥
মদিরাসাধনং কৰ্ত্তুং জগাম কুলমণ্ডলে ।
মন্ত্রং মাংসং তথা মৎস্তং মূত্রাং মৈথুনমেব চ ॥
পুনঃ পুনঃ সাধয়িত্বা পূর্ণযোগী বভূব সঃ ॥
যোগমার্গং কোলমার্গমেকাচারক্রমং প্রভো ।
যোগী তুহ্য কূলং ধ্যান্বা সৰ্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।
সন্ধিকালং কুলপথং যোগেন জড়িতং সদা ।
ভগসংযোগমাত্রেণ সৰ্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।
এতদযোগং বিজানীয়াং জীবাত্মপরমাত্মনোরিতি ॥

আকাশবাণী ।

হ্রয়োপচারং দেব্যর্থৈ ব্রহ্মানু যৎ কল্পিতং মথৈ ।

তত্র মে প্রীতিরত্যন্তং নাস্ত্যেব কমলাসন ॥

পঞ্চতত্ত্বেন বলিনা যো মামর্চিষু মিচ্ছতি ।

তস্মৈ কিং কিং ন দাস্ত্যামি চতুর্বর্গাদিকং ফলং ॥

৯০ প, পূর্ব খণ্ড, কৈলাস তন্ত্র ।

ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, হে কমলাসন ! আমার পূজার জন্য তুমি যে যে উপচার কল্পনা করিয়াছ, তাহা আমার অত্যন্ত অপ্রীতিকর । পঞ্চতত্ত্ব রূপ পূজোপচার দ্বারা যে আমার অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে আমি চতুর্বর্গ বল প্রভৃতি কি না দিয়া থাকি ?

ব্রহ্মোবাচ ।

পঞ্চতত্ত্বং ন জানামি ক্রহি মে জগদম্বিকে ।

কিং নামধেয়ং তত্ত্বানাং কুতো জাতং তবার্জনে ॥ ঐ ॥

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন,—হে জগদম্বিকে ! পঞ্চতত্ত্ব কাহাকে বলে ? তাহা আমি জানি না । আপনার পূজার উপকরণ পঞ্চতত্ত্বের নাম কি ? এবং কোথায় পাওয়া যায় ?

আকাশবাণী ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যঃ মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।

এতৈর্মামর্চয়েন্তু ক্ত্যা তস্য তুষ্ঠান্মি সর্বদা ॥

পুনরায় আকাশবাণী হইল যে—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই

মত্তং বিষ্ণুর্বিধির্মাংসং রুদ্রো মৎস্যস্ততঃপরং ।

মুদ্রাত্তমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদাশিবঃ ॥

৯০ প, পূর্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র ।

পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা ভক্তিপূর্বক আমার অর্চনা করিলে আমি সন্তুষ্ট হই ।
মত্ত = বিষ্ণু, বিধি = মাংস, রুদ্র = মৎস্য, ঈশ্বর = মুদ্রা এবং সদাশিব =
মৈথুন ।

নামাত্মেতানি তত্ত্বানাং পঞ্চপ্রাণোক্তবানি তে ।

ইত্যুক্তো সহসা বাণী তত্রৈবান্তর ধীয়ত ॥ ঐ ॥

পঞ্চতত্ত্বের এই পাঁচটি নাম বলিলাম । এই পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চ প্রাণ হইতে
উৎপন্ন । আকাশবাণী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ।

আদিপ্রকৃতিরূবাচ ।

এবং শ্রুত্বা ততো ধাতা বিস্ময়ং পরমং যযৌ ।

তদৈব ব্রহ্মাণো দেহাৎ পঞ্চতত্ত্বং সমুল্লসৎ ॥

প্রাণেন মদিরা জাতা অপানেনাপ্যজঃ স্ময়ং ।

সমানেন তথা মৎস্য উদানেন তু চর্ক্বণং ॥

৯০ প, পূর্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র ।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিধাতা ব্যস্ত হইয়া পলাইয়া গেলেন ।
এমত সময়ে ব্রহ্মার দেহ হইতে পঞ্চতত্ত্ব আবির্ভূত হইল । প্রাণবায়ু হইতে
মত্ত, অপানবায়ু হইতে মাংস, সমানবায়ু হইতে মৎস্য এবং উদানবায়ু
হইতে মুদ্রা উৎপন্ন হইল ।

ব্যানেন শক্তিঃ সমুত্থাতা ব্রহ্মণঃ পুরতন্তদা ।
 যজ্ঞনার্থঃ সমুৎপন্নং জ্ঞানং মনসি বেধসঃ ॥
 ততস্তৈঃ পূজিতা দেবী বিধিনা বিধিপূর্বকং ।
 প্রত্যক্ষা সমভূতত্র প্রসন্না জগদম্বিকা ॥

২০ প, পূর্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র ।

ব্যানবাণু হইতে শক্তি আবির্ভূত হইল । এইরূপ স্রষ্টাদেবীর পূজার
 জন্য পঞ্চতত্ত্বের উৎপত্তি হইবামাত্র ব্রহ্মার মনে জ্ঞানের আবির্ভাব হইল ।
 তখন, ব্রহ্মা এই পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা বিধি পূর্বক দেবীর আরাধনা করিলে,
 জগদম্বা প্রসন্না হইয়া প্রত্যক্ষ হইলেন ।

দেবু্যবাচ ।

বরং ক্রুহি প্রদাস্তামি যন্তে মনসি বর্ততে ।

পূজনাপ্যানয়া দেব প্রসন্নাং সদা, ত্বয়ি ॥

দেবী কহিলেন,—তোমার পূজাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে
 অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ।

ব্রহ্মোবাচ ।

প্রসন্না যদি মে দেবি বরমেকং প্রযচ্ছ তৎ ।

পঞ্চতত্ত্বেন যে ভক্ত্যা পূজয়িষ্যন্তি মানবাঃ ॥

তেষাং বরং দদাত্ত্বত্ত্ব ধর্মকামার্থমুক্তিকং ।

ত্বয়ি লীনা ভবিষ্যন্তি জীবন্মুক্তাঃ সর্দৈবতে ॥

২০ প, পূর্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—দেবি ! যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন,
 তবে আমার এই বর দিউন যে, যে ব্যক্তি পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা আপনার অর্চনা

করিবে, সে যেন দর্শ, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ভুজ ফল লাভ করে, জীবমুক্ত হয় এবং অস্ত্রে যেন আপনাতে লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ নির্বাপন লাভ করে ।

আদি প্রকৃতিরূপাচ ।

তথেষ্ট্যুক্তা ভগবতী সহসাস্ত্রদধে শিব ।

তদা প্রভৃতি লোকেহস্মিন্ পূজনং পঞ্চতত্ত্বকৈঃ ॥

৯০প, পৃ ৪৩, কৈলাস তন্ত্র ।

আদি প্রকৃতি কহিলেন,—আচ্ছা, তাহাই হইবে । ইহা বলিয়া তিনি অস্তর্গিতা হইলেন । সেই অবধি লোকে পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পূজা চলিয়া আসিতেছে ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! জগদ্ব্যার আরাধনার জন্ত যেরূপ পঞ্চতত্ত্বের ব্যবহার প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ অস্ত্রাত্ত দেবতাদিগের আরাধনার জন্ত ফল, জল, পত্র, পুষ্প দ্বারা কিরূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন ?

ঈশ্বরদেব কহিলেন,—হে বৎস ! দেবীর আরাধনার জন্ত যেরূপ পঞ্চতত্ত্বের ব্যবস্থা হইয়াছে, অস্ত্রাত্ত দেবগণের জন্তও সেইরূপ পৃথক পৃথক ব্যবস্থা সঙ্কলিত হইয়াছিল । যথা—

সূর্য্যারাধনার জন্ত—

জবাকুসুমসদ্রক্ত-চন্দ্রনৈধূপদীপকৈঃ ।

পায়সেন বলিং দত্তাৎ সূর্য্যায় শুভমিচ্ছতা ॥

৯০প, পৃ ৪৩, কৈলাস তন্ত্র ।

যিনি মঙ্গলেচ্ছা করেন—তিনি জবাপুষ্প, রক্তচন্দন, ধূপ, দীপ,

পূজোপহার দ্বারা স্বর্ঘ্যদেবের অর্চনা করিবেন, একপ বিদি সংস্থাপিত হইয়াছে ।

গণেশারাধনার জন্ত—

জাতীয়ুখীমল্লিকাভি-বিষ্পত্রশ্রক্চন্দনৈঃ ।

গণেশপূজনার্থায় মোদকঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥

৯০প, পূর্ব্বখণ্ড কৈলাস তন্ত্র ।

গণদেবের পূজার নিমিত্ত জাতী পুষ্প, যুখী পুষ্প ও মল্লিকাদি পুষ্প বিষ্পত্র, মালা, চন্দন এবং লড্ডুক ইত্যাদি সংকল্পিত হইয়াছে ।

বিষ্ণুর আরাধনার জন্ত—

মাধবীমালতীকুন্দ-তুলসীশ্বেতচন্দনৈঃ ।

ভক্তিমানর্চয়েদ্বিষ্ণুং নবনীতৈঃ সশর্করৈঃ ॥৭১॥

বিষ্ণুদেবের পূজার্থে মাধবীপুষ্প, মালতীপুষ্প, কুন্দপুষ্প, তুলসীপত্র, শ্বেতচন্দন এবং শর্করায়ুক্ত নবনীত ইত্যাদি কল্পনা করা হইয়াছে ।

শিবারাধনা জন্ত—

ধূতুরং শতপুষ্পঞ্চ দূর্বা বিষদলানি চ ।

কেশরং কুঙ্কমং দত্তাৎ শিবপূজচনকর্ম্মণি ॥

শঙ্কুলী মোদকং পুষ্পাং দধি দুগ্ধং সিতায়ুতং ।

নানোপহারসহিতং শঙ্করায় নিবেদয়েৎ ॥৭২॥

ধূতুর অর্থাৎ ধুতুরা ফুল, শতপুষ্প ফুল ও ফল, দূর্বা, বিষপত্র, নাগ, কেশর, বকুল, কুঙ্কম ইত্যাদি শিবপূজার জন্ত সংকল্পিত হইয়াছে । শঙ্কুলী

অর্থাৎ পুলীপিঠা, মোদক, পুষ্প, দধি, দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি নানাপ্রকার পূজোপহার দ্বারা শঙ্করদেবের আরাধনা সংকলিত হইয়াছে।

এইরূপ পূজাপ্রণালী ব্রহ্মা কর্তৃক আদিকল্পে (১) অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টির সূত্রপাত সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অজ্ঞাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আদিকল্প হইতে অজ্ঞাবধি কত পরিমাণ সময় হইয়াছে, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মার পরমায়ু একশত বৎসর মধ্যে অর্দ্ধ শতাব্দী সময় অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এক্ষণে ৫১ একাদশ

(২) কল্পপরিমাণ ।

মঘস্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ ।

একো মনুঃ স কালস্ত মঘস্তরমিতি শ্রুতং ॥

তদেকসপ্ততিষুগৈর্দেবানামিহ জায়তে ।

তদেকসপ্ততিষুগৈর্দেবানামিহ জায়তে ।

তৈশ্চতুর্দশভিঃ কল্পো দিনমেকস্ত বেষসঃ ॥

২৭অ, কালিকাপুরাণ ।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চতুর্যুগে মনুষ্যমানে (১) এক মহাযুগ এবং উহা দেবমানে এক যুগ। এইরূপ দেবমানে (১০০) সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয়। ব্রহ্মার এক দিবাভাগে ক্রমাগত চতুর্দশটি মনুর অধিকার হয়। প্রত্যেক মনুর অধিকার কালকে মঘস্তর বলে। এইরূপ চতুর্দশ মঘস্তরে ১ এক কল্প কাল হয়। প্রত্যেক মনুর অধিকার কাল সংখ্যা দেবমানে ৭১ যুগ, ৫১৪২ বৎসর, ১০ মান, ৮ দিন, ৪যাম, ২ মূহূর্ত্ত ৮ কলা, ১৭ কাষ্ঠা ও ২ সাত অংশের এক অংশ দৈব নিমেষ। এইরূপ চতুর্দশ মঘস্তরে ব্রহ্মার এক দিবাভাগ হয়। ইহাকেই এক কল্পকাল বলে।

বৎসরের প্রথম দিবস চলিতেছে। এই প্রথম দিবসটির নাম ষ্ঠেতবরাহ কল্প। এই ষ্ঠেতবরাহ কল্পের চতুর্দশ ময়ূর মধ্যে এক্ষণে সপ্তম বৈবশ্বত ময়ূর অধিকার চলিতেছে। তাহা হইলে এক্ষণে ব্রজার বয়ঃক্রম ৫০ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া ৫১ বৎসরের প্রথম দিবসে বেলা ১৭ দণ্ড চলিতেছে। এক্ষণে বৎস অনুমান করিরা দেখ য়ে, এই পূজাপ্রণালী কত প্রাচীন কত প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

শিগ্ৰ — গুরুদেবপ্রমুখাং এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, প্রভো ! যদিও আমার সন্দেহ দূর হইল বটে, কিন্তু আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে, তাহা এই যে—ভোক্তা যখন তাঁহার স্বীয় রুচির বাধ্য, তখন যাহাতে বাহার স্বাভাবিক অরুচি আছে সে ব্যক্তির উপায় কি ? যে মত্ত ভাল-বাসে না, মত্ত গন্ধ অসহ্য বোধ করে, রক্ত মাংস দেখিলে ভয়ে বিহ্বল হয়, মৎস্তের আঁইস গন্ধে বমন করিয়া ফেলে, পরস্পর নামে যে ব্যক্তি শিহরিয়া উঠে, তাহার পক্ষে পঞ্চভব্ব দ্বারা দেবীর আরাধনার সম্ভাবনা কোথা ? পঞ্চভব্বই যদি বিধি হইল, তবে উহা অবশ্য সর্বসাধারণের পক্ষে হইবে, কিন্তু সর্বসাধারণত সকলেই এক প্রকৃতি নহে, তবে কিরূপে দেবী সর্বসাধারণের আরাধ্য হইবেন ?

গুরুদেব কহিলেন, বৎস ! অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যাহাতে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল স্বভাবতঃ নিস্তেজ, দুর্বল, যুগা লজ্জায় আবুল, কষ্ট সহনে অসমর্থ, তাহাদিগের জন্ত অন্ততম পঞ্চভব্ব ব্যবস্থাপিত আছে। তাহারা সেইরূপ প্রণালীতে আরাধনা করিয়া থাকে। যিনি ধেরূপ প্রকৃতির লোক হউন না কেন, সকলেরই নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা সংকল্পিত হইয়াছে, কোভের কারণ কাহারও রাখা হয় নাই। সর্বসাধারণ জনগণ সমস্ত রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু সকলে একমত নয় বলিয়া দেবীর আরাধনা জন্ত তিন গুণের তিন

প্রকার পঞ্চতত্ত্ব সংকলিত হইয়াছে । যিনি যে গুণের অধীন হইবেন, তাঁহার পক্ষে সেই গুণের পঞ্চতত্ত্বই বিদ্যি হইবে । সত্ত্বগুণাবলম্বীর পক্ষে সাত্ত্বিক পঞ্চতত্ত্ব, রজোগুণাবলম্বীর পক্ষে রাজসিক পঞ্চতত্ত্ব এবং তমোগুণাবলম্বীর পক্ষে তামসিক পঞ্চতত্ত্ব নির্বাচিত হইয়াছে, সুতরাং দেবী আরাধনা জন্ত কাহারও পক্ষে আর কোনরূপ বাধা থাকিল না, অতএব বৎস ! শাস্ত্রসিদ্ধান্ত পঞ্চতত্ত্ব মানবকলিত বলিয়া সন্দেহ করিও না ।

শিষ্য—গুরুদেব প্রমুখ্যং এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রভো ! আপনি যে সহ, রজ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা কিরূপ ? কহিতে আজ্ঞা হয় ।

গুরুদেব কহিলেন, বৎস ! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহা দেখিতেছ, অজুভব করিতেছ, বিচার করিতেছ এবং যাহাতে মুক্ত হইতেছ, তাহাই ঐ গুণত্রয় । এই গুণত্রয় আশ্রয় করিয়া সমস্ত সৃষ্টি উদ্ভাবিত হইয়াছে । দেহী মাত্রেই ঐ গুণত্রয়ের আশ্রয়ীভূত বলিয়া আমি লোক সকলকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি । ঐ গুণই কেবল দেহের অলঙ্ঘনমাত্র । যথা—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবল্লন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ং ॥ ৫ ॥

১৪ অ, গীতা ।

মহাবাহো ! প্রকৃতিসম্ভব যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, তাহা দেহ মধ্যে নির্বিকার স্বরূপ দেহীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ।

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ং ।

সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥ ঐ ॥

১৪ অ, গীতা ।

তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ নিৰ্মলতা বশতঃ প্রকাশ-শক্তি বিশিষ্ট ও নিরূপদ্রব, জ্ঞান এই সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখী ও জ্ঞানযুক্ত করিয়া থাকে । আর—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহীনাং ।

তন্নিবগ্নাতি কৌন্তেয় কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনং ॥ ৭ ॥ ঐ ॥

কৌন্তেয় ! রজোগুণ অহুরাগ স্বরূপ, উহা হৃষণ, অভিলাষ ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ঐ রজোগুণ দেহীকে কৰ্ম্মে নিয়োজিত করিয়া রাখে । আর—

তমস্তজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্বদেহীনাং ।

প্রমাদালস্তানিদ্রাভিস্তন্নিবগ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥ ঐ ॥

ভারত ! অজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত তমোগুণ সমস্ত দেহীর মোহজনক হয় । ঐ তমোগুণ প্রাণিগণকে প্রমাদ, আলস্ত ও নিদ্রাতে আবদ্ধ করিয়া রাখে ।

অতএব বৎস ! মনুষ্য এবং অন্যান্য সকল জীবই ঐ গুণত্রয়ের অধীন ! এই হেতু যাহাতে যে গুণের আধিক্য প্রকাশ পায়, তাহাকে তদগুণ-বিশিষ্ট বলে এবং যিনি যেরূপ গুণ-বিশিষ্ট তাহার পক্ষে তদগুণাত্মক সাদন-প্রণালীই প্রশস্ত ।

শিষ্য কহিলেন, প্রভো ! আপনি যে গুণত্রয়কে প্রকৃতি সম্ভব বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহা উত্তমরূপ বুঝিতে পারিলাম না, অতঃপর পূর্বক তাহা বুঝাইয়া দিউন ।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে প্রকৃতি সম্ভব বলিবার হেতু এই যে, প্রকৃতি হইতেই এই গুণত্রয় প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা দ্বারাই জগতের এত বিচিত্রতা সম্পাদন হইয়া থাকে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃতি কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে—

“ব্রহ্মাণঃ সকাশাৎ নানাবিধ-জগদ্বিচিত্রনিৰ্ম্মাণ-
সমৰ্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ ॥”

নিরালম্বোপনিষৎ ।

ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিতা জগতের নানাবিধ বিচিত্র আকার নিৰ্ম্মাণ-সমৰ্থা
বুদ্ধিরূপা যে ব্রহ্মশক্তি, তাহাকেই প্রকৃতি বলা যায় ।

তদব্রহ্মশক্তিঃ প্রকৃতিঃ সৰ্ববীজস্বরূপিণী ।

২৩ তত্ত্বচ্ছক্তিমদব্রহ্ম চেদং প্রকৃতিলক্ষণং ॥ ৩৬ ॥

২৮ অ, ব্রহ্মতত্ত্ব, ব্র, বৈ, পুরাণ ।

সকলের বীজ স্বরূপিণী যে প্রকৃতি তিনি পরমব্রহ্মের শক্তি । উহা
পরমব্রহ্মেই বিলীন রহিয়াছে ; প্রকৃতির এইরূপ প্রকৃত লক্ষণ বলিয়া
জানিবে ।

প্রথমে বর্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ ।

সৃষ্টিরাক্সা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ না প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৭ ॥

১ অ, প্রকৃতিতত্ত্ব, ব্র, বৈ, পুরাণ ।

প্র শব্দের অর্থ প্রধান অর্থাৎ আদি এবং কৃতি শব্দের অর্থ সৃষ্টি, স্মৃত্যঃ
যিনি সৃষ্টির আদি, তিনিই প্রকৃতি বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন ।

এই প্রকৃতি দেবীই মহামায়া, আত্মশক্তি, জগজ্জননী, ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী,
সনাতনী, শিবানী, ব্রহ্মাণী, কৃত্রাণী ইত্যাদি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ।
ইনিই দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সময়ে সময়ে সাকারা হইয়া
আবির্ভূতা হন । যথা—

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা ।

উৎপল্লভেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ ৪৮ ॥

১ম অ, চণ্ডী ।

তিনি নিত্যা। তিনি দেবতাদিগের কার্যসিদ্ধার্থে এই জগতীভূলে যখন আবির্ভূতা হন, সেই সময়ই তিনি লোকমণ্ডে উৎপন্ন ও সাকারা বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন।

এই সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী জগন্মাতার আরাধনার জন্তই পঞ্চতত্ত্বের আবশ্যক।

গুরুদেব প্রমুখাৎ এইরূপ সিদ্ধান্তবাক্য শ্রুত হইয়া শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন—প্রভো! আপনার বাক্যামৃত দ্বারা আমার শ্রবণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই পর্য্যন্ত অগ্রে ধারণা করি, পশ্চাৎ তিন গুণের তিন প্রকার পঞ্চতত্ত্ব কিরূপ, তাহাও শ্রবণ না করিয়া নিশ্চিন্ত হইব না।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিষ্য,—গুরুদেব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব প্রস্তাবানুসারে গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো! আপনি যে অন্ততম পঞ্চতত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা কিরূপ? সবিস্তার বর্ণনা করিয়া সংগত দ্বন্দ্ব করুন।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! সর্বসাপারগ জনগণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের বৈষম্য হেতু সকলেই একমত নহে বলিয়া দেবীর আরাধনার

জন্ত তিন গুণের তিন প্রকার বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার এক এক প্রকার বিধিকে ভাব শব্দে উল্লেখ করা যার। সুতরাং তিন গুণের তিন প্রকার ভাব নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—

দিব্যাস্ত্র সাধ্বিকা বোধ্যা বীরা রাজসবিগ্রহাঃ ।

পশবস্তামসাঃ সৌম্য কোলভাবাস্ত্রিধা মতাঃ ॥৫॥

ও প, ভৈরবদামল ।

সঙ্কণ্ঠে দিব্যভাব, রজোগুণে বীরভাব এবং তমোগুণে পশুভাব এতদ্ব্যতীত দিব্য, বীর ও পশুভাব (১) তিন প্রকার হইয়াছে। যথা—

(১) দিব্যভাব লক্ষণঃ ।

নিত্যজ্ঞানং নিত্যদানং ত্রিসঙ্ক্যঞ্চ জপার্চনং ।

নির্শল্লুং বসনং দেবি পরিধানং সমাচরেৎ ॥

বেদশাস্ত্রে দৃঢ়জ্ঞানং গুরৌ দেবে তথৈব চ ।

মস্ত্রে চৈব দৃঢ়জ্ঞানং পিতৃদেবার্চনং তথা ॥

বলিবশ্চ তথা শ্রাদ্ধং নিত্যকার্য্যং শুচিস্মৃতিতে ।

শক্রং মিত্রসমং দেবি চিত্তয়েত্তু মহেশ্বরী ॥

অন্নকৈব মহেশানি সর্কেষাঃ পরিবর্জয়েৎ ।

গুরোরন্নং মহেশানি ভোক্তব্যং সর্কসিদ্ধয়ে ॥

কদম্বাঞ্চ মহেশানি নিষ্ঠুরং পরিবর্জয়েৎ ।

দেবভানিন্দকং দৃষ্ট্বা নালাপঞ্চ সমাচরেৎ ॥

সত্যঞ্চ কথয়েদেবি ন মিথ্যা চ কদাচন ।

কেবলং দিব্যভাবেন পূজয়েৎ পরমেশ্বরী ॥

৭ পটল, কুজিকাত্ত

ভাবস্ত ত্রিবিধো দেব দিব্যবীরপশুক্রমাৎ ।

২প, রুদ্রধামল ।

দিব্য বীর ও পশু এই তিন প্রকার ভাব আরাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছে ।

বীরভাব লক্ষণঃ ।

গুরোরারাদনং দেবী প্রত্যহং চিন্তয়েৎ সুধীঃ ।

সৰ্ব্বঞ্চ দেবতারূপং পরমেষ্টিশ্বরূপকং ॥

একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং পূজয়েদ্গুরুং ।

গুরুত্বলাং মহেশানি নমস্কর্যাদিরাননে ॥

স্ত্রীণাং পাদতলং দৃষ্ট্বা গুরুবস্ত্রাবয়েৎ সদা ।

শ্রীখণ্ডপঙ্করধিরং ভূষিতং সুমনোহরং ॥

শরীরং কারয়েদেবি গন্ধর্ব্বদেবমুত্তমম্ ।

ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা বাপি রক্তচন্দনকেন বা ॥

রুদ্রাংকভূষণং দেবি সৰ্ব্বাঙ্গে চ মহেশ্বরি ।

কেবলং ভৈরবো ভূত্বা যজ্ঞেদেবীং সনাতনীং ॥

প্রত্যহঞ্চ বলিং দত্ত্বাং দেবতাভাবসিদ্ধয়ে ।

সময়াঞ্চ গৃহীত্বা তু পূজাদৌ চ মহেশ্বরি ॥

নিশীথে পূজনঠৈঞ্চব কর্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি ।

কুলবৃক্ষং তথা দৃষ্ট্বা কর্তব্যঞ্চ বরাননে ॥

প্রণামং বন্দনঠৈঞ্চব প্রত্যহঞ্চ মহেশ্বরি ।

রাত্রৌ চৈব যজ্ঞেদেবীং ন দিবাপি কদাচন ॥

রাত্রৌ তাম্বুলপূরাত্তো জপেন্নম্নঃ মহেশ্বরি ।

সৰ্ব্বঠৈঞ্চব মহাদেবি পরদেবৌ সগর্পয়েৎ ॥ ৭প, কুজিকাত্তম্ ।

পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকং ।

তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাবত্রয়ং ক্রমাৎ ॥

তত্ত্ব-বচন ।

প্রথমে পশুভাব, তৎপরে বীরভাব, এবং পরিশেষে দিব্যভাব, ক্রমান্বয়ে এই তিন প্রকার ভাব উল্লিখিত হইয়াছে ।

এই ভাবত্রয়ের অন্তর্গত সপ্তবিধ আচার (২) অর্থাৎ আচরণ আছে, যথা—

পশুভাব লক্ষণং ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পশুভাবস্ত লক্ষণম্ ।

সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্ঘ্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্ ॥

তৎসমাজ্ঞাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ ॥

ন স্পৃশেৎ মানকং দ্রব্যং নামিষঞ্চাপি ভক্ষয়েৎ ॥

অহিংসা পরমো ধর্মঃ পশুভাবে মহেশ্বরী ।

নিরামিষেণ দেবেশি পূজয়েৎ পশুভাবতঃ ॥

ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নৈব সংস্পৃশেৎ ।

রাজৌ মনুষ্যে মালাঞ্চ ন স্পৃশেৎ ন জপেৎ পশুঃ ॥

কুলার্ণবতন্ত্র ।

যথা—(২) সর্বেভ্যশ্চোক্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ ।

বৈষ্ণবাহুস্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমুস্তমম্ ॥

দক্ষিণাহুস্তমং বামং বামাং সিদ্ধান্তমুস্তমম্ ।

সিদ্ধান্তাহুস্তমং কোলং কোলাং পরতরং নহি ॥

২ উ, কুলার্ণব তন্ত্র ।

আচারাঃ সপ্ত বেদাচাঃ কৌলান্তাঃ কথিতা বিভো ।

ভাবান্ত্রয়স্তথা দেব দিব্যবীরপশুক্রমাং ॥

২৪ পটল, বিশ্বসার তন্ত্র ।

দিবা, বীর ও পশু, এই তিন প্রকার ভাবের অন্তর্গত বেদাচার
তইতে কৌলাচার পর্য্যন্ত সপ্তবিধ আচার মহেশ্বর কর্তৃক কথিত
হইয়াছে । অর্থাৎ বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার,
বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার ; এই সপ্তবিধ আচার ।

১ বেদাচার ।

বেদাচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্বাঙ্গসুন্দরি ।

ব্রাহ্মো মুহূর্ত্তে উথায় গুরুং নম্রা তু নামভিঃ ॥

আনন্দনাথশকাষ্টৈঃ পূজয়েদথ দেশিকঃ ।

সহস্রারাবুজে ধ্যান্তা উপচারৈস্ত পঞ্চভিঃ ॥

প্রজপ্য বাগ্ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাম্ ।

মূলমন্ত্রং প্রজপ্যথ বহির্গত্বা বরাননে ॥

মলমূত্রং পরিত্যজ্য স্নাত্বা তু পরমেশ্বরী ।

সন্ধ্যানুপাস্ত্র বিধিবৎ কুর্যাদাবশ্যকং ততঃ ॥

অপাবৃতশরীরঃ সংপ্রদক্ষ্যৎ স্নানমাসরেৎ ।

রাত্রৌ নৈব যজ্ঞেদেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাঙ্ককে ।

ঋতুকালং বিনা দেবি স্বভার্যারমণং ত্যজেৎ ॥

মন্ত্রং মাংসং মহেশানি ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্বসু ।

যদন্ত্ৰঘেদবিহিতং কুর্য্যগ্নিস্নাত তৎপরঃ ॥ ১ ॥

২ বৈষ্ণবাচার ।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমম্ ।

যন্ত বিজ্ঞানমায়েণ কালাঙ্কীর্ণিত্নি বর্জ্যতে ॥

তন্মধ্যে—

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতং ।

সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সৎ কোলমুচ্যতে ॥

২৪ প, বিশ্বসারতন্ত্র ।

বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার এই চারিটি আচার পশুভাবের অন্তর্গত । সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার এই দুইটি আচার বীরভাবের অন্তর্গত । আর কোলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

বৎস ! দেবীর আরাধনার জন্ত এই তিন প্রকার ভাবের তিন প্রকার পঞ্চতত্ত্ব নির্ধারিত হইয়াছে । পশুভাবের অন্তর্গত আচারচতুষ্টয় জন্ত যে

বেদাচারক্রমেনৈব সদা নিয়মতৎপরঃ ।

মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ ॥

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কোটিল্যং বর্জয়েন্মাংসভোজনম্ ।

রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যাত্নৈব সংস্পৃশেৎ ॥

বিষ্ণুং সমর্চয়েদেবি বিষ্ণৌ কর্ম নিবেদয়েৎ ।

ভাবয়েৎ সর্বদা দেবি সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ ॥

তপঃকষ্টাতিশয়েন সর্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া ।

বৈষ্ণবাচার ঈশানি বৈদিকেভ্যো বিশিখ্যতে ॥

৩ শৈবাচার ।

শূণ্ড চার্কাদি শুভগে শৈবাচারঃ সুদুর্লভম্ ।

বেদাচারক্রমো দেবি শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ ॥

তদ্বিশেষো মহেশানি পশুহিংসাবিবর্জনম্ ।

শিবং মহেশ্বরং শাস্তং চিন্তয়েৎ সর্বকর্মান্বনম্ ॥

পঞ্চতত্ত্ব ধার্যা হইয়াছে, তাহা তমোগুণ হেতু তামসিক, সুতরাং তাহাতে প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব ব্যবহার না করিয়া কেবল অল্পকল্প ব্যবহার করিতে হয় । বীরভাবের অন্তর্গত আচারদ্বয় জন্ম যে পঞ্চতত্ত্ব ধার্যা হইয়াছে, তাহা রজোগুণ জন্ম রাজসিক এবং তাহাই প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব । আর দিব্যভাব জন্ম যে পঞ্চতত্ত্ব, তাহাই সাত্ত্বিক ; তাহা যোগাবলম্বন পূর্বক অভ্যাস্তরিক ক্রিয়া অর্থাৎ ষট্চক্রভেদাদি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয় । যিনি ষে রূপ প্রকৃতির লোক এবং যাহার যতদূর আয়ত্ত করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি সেইরূপ ভাবের অন্তর্গত, তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ যে কোন আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ ভাব ও আচার পরিবর্তন করিতে করিতে দিব্যভাবের কৌলাচার পর্যাস্ত বাঞ্জন করিবেন । যিনি মধ্য হইতে কোন ভাব ও আচার গ্রহণ করিতে না পারিবেন, তিনি প্রথমে পশুভাবের অন্তর্গত বেদাচার হইতে আরম্ভ করিবেন এবং ক্রমে সাধনার ষে রূপ উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন, সেইরূপ ভাব পরিবর্তন করিতে করিতে শেষ দিব্যভাবে পদার্পণ করিয়া কুলাচার সাধনান্তর সিদ্ধকাম হইবেন । যথা—

আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা কুর্যাদাবশ্যকং ততঃ ।

বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমং ।

তৎ পশ্চাদতিসৌন্দর্য্যং দিব্যভাবং মহাফলং ॥

৬ প, বৃদ্ধবামল ।

তোষয়েৎকৃত্ব বাঞ্ছন চতুর্ধর্গপ্রদং হরম্ ।

ভমেব শরণং গচ্ছন্ননোবাক্কারকর্ম্মভিঃ ॥

সিধ্যাত্যস্ত মহেশানি শৈবাচারনিষেধণাং ।

অতস্তাভ্যাং পরো ধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ

প্রথমতঃ পশুভাবের আচরণ করিয়া পরে অতি উত্তম বীরভাব অবলম্বন করিবে, তৎপশ্চাৎ অতি সুন্দর দিবাভাব আশ্রয় করিয়া মহৎ ফল লাভ করিবে।

অতএব প্রথম হইতে সাধন-কার্য্য ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করিতে হইলে পশুভাবান্তর্গত আচার সকল অবলম্বন করিয়া তদন্তর্গত যে তামসিক পঞ্চমকার তাহাই ব্যবহার করিতে হয়। তৎপরে বীরভাব আশ্রয় করিয়া রাজসিক পঞ্চমকার দ্বারা অর্চনা করিতে হয়। পরিশেষে দিবাভাব আশ্রয় করিয়া সাত্ত্বিক পঞ্চমকারদ্বারা দেবীর সাধনকার্য্য সমাপন করিলে তবে সিদ্ধকাম হইয়া জীবনমুক্তি লাভ করা যায় এবং অন্তে নির্বাণ-মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। দিবাভাব অতিশয় কঠিন, একত্র উহা একেবারে লাভ করা যায় না, অভ্যাস করিতে হয়, ঐ অভ্যাস করাকেই পর্য্যায়ক্রমে সপ্ত প্রকার আচরণ, সাধন বা তপস্বী করা বলে। তপস্বীর বিরাম

৪ দক্ষিণাচার ।

ইদানীং শৃগু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে ।

যশ্চ স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তি-ঋষিগাহুষ্ঠিতোহসৌ যতঃ স্মৃতঃ ।

বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥

স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্নম্রমনস্তথাঃ ।

চতুঃপথে শ্রাশানে বা শূন্তাগারে নদীতটে ।

পাতালভবনে বাপি গিরৌ বা দীঘিকাতে ।

শক্তিক্ষেত্রে মহাপীঠে বিশ্বমূলে শিবালয়ে ॥

ধাত্ত্বীকৃতলেহস্থ-মূলে চৈব তরোন্তলে ।

সমাপ্রিত্য মহাশঙ্খমালাং সিদ্ধিপদং ব্রজেৎ ॥

না হইলে ক্রমে আপনা আপনিই দিব্যভাব অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উদ্ভেক হইয়া থাকে । সত্ত্বের আধিক্য দ্বারা দেবদর্শন ও আত্মলাভ করণানন্তর নির্কাণ-মুক্তিপথে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায় । যথা—

তপসা প্রাপ্যতে সত্ত্বং সত্ত্বাৎ সংপ্রাপ্যতে মনঃ ।

মনসা প্রাপ্যতে ত্বাত্মা হ্যাত্মাপ্তো ন নিবর্ততে ॥

মৈত্রেয় উপনিষৎ ।

তপস্তা দ্বারা সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ দ্বারা মন, মন দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় । . আত্মপ্রাপ্তি হইলে মুক্তি অর্থাৎ বিষয়াকাররূপ ঘোরতর সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তি হয় । আরও তত্ত্বে উক্ত আছে, যে—

দিব্যভাবং বিনা নাথ মৎপদাস্তোজদর্শনম্ ।

য ইচ্ছতি মহাদেব স মুঢ়ঃ সাধকঃ কথম্ ॥

১১ প, রুদ্রগামল ।

হে মহাদেব ! যে ব্যক্তি দিব্যভাব আশ্রয় না করিয়া আমার পাদপদ্ম দর্শন করিতে ইচ্ছুক হয়, সেই সেই মূর্থ আবার সাধক কি ?

অতএব বৎস দিব্যভাব ব্যতীত মোক্ষ লাভ হয় না । মোক্ষলাভ

৫ বামাচার ।

বামাচারঃ প্রবক্ষ্যামি সন্নতং দিব্যবীরয়োঃ ।

যঃ শ্রুত্বৈব মহেশানি সর্বসিদ্ধীংসরো ভবেৎ ॥

দিবসে পরমেশানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।

পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাজৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥

চক্রাশুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপনু শুধীঃ ।

ধ্যাননু দেবীপদাস্তোত্রং সাধয়েদ্বীরসাধনং ॥

সহজ কথা নহে ; এজন্ত বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রমের সহিত শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ সকল পর্যাপ্ত করিতে পারিলে, তবে দিব্যভাবের উদ্দীপন হইয়া থাকে । ভাব শব্দে অবস্থাকে বুঝায় ; সেই জন্ত পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব কেবল সাধকবৃন্দের সাধনার—উত্তম, মধ্যম ও অধম অবস্থা মাত্র । যথা—

উত্তমো দিব্যভাবশ্চ বীরভাবশ্চ মধ্যমঃ ।

অধমঃ পশুভাবশ্চ দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

১, নিত্য তত্ত্ব ।

দিব্যভাব সর্বাপেক্ষা উত্তম, বীরভাব মধ্যম এবং পশুভাব অধম ; ইহা সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই । অতএব বৎস ! অবস্থার পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার উপায় স্বরূপ যে কার্য্য করাই যাউক তাহাতেই যুক্তি আছে, একাগ্রতা আছে, চেষ্টা আছে, পরিশ্রম আছে এবং তাহার উপায়ও আছে, যেহেতু শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, যে—

উপায়েন হি সিদ্ধ্যান্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ ।

শাস্ত্রবাক্য ।

কোন কার্য্য করিব বলিয়া মনন করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না, উপায় অবলম্বন করা চাই ; উপায় দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে । সেই সেই উপায়ও যুক্তি সাপেক্ষ, যুক্তি ব্যতীত উপায় স্থির হয় না । কোন

স এব ধত্তো লোকেহস্মিন্ পূজ্যো যাত্ত্বা সুরৈরপি ।

কিমন্তৈঃ সাধকৈর্দেবি স বীরো-ভূবি তুল্যভঃ ॥

প্রকাশঃ সিদ্ধিহানিঃ স্তাদ্ব্যামাচারগতো প্রিয়ে

অতো বামপথং দেবি গোপয়েন্নাত্তজারবৎ ॥

কার্য্য করিব বলিয়া মনে করিলে—তজ্জন্ত মন্ত্ৰণা করা চাই, পরামর্শ করা চাই, তবে কার্য্য সম্পাদনের উপায় স্থির হয়; এজন্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

যুক্তিমূলং মহাভাবং যুক্তিমূলং হি সাধনম্ ।

যুক্তিক্রমেণ কালেন সিদ্ধৌ ভবতি সাধকঃ ॥

৩৪ প, রুদ্রযামল ।

যুক্তিমূলকই মহাভাব এবং সাধনকার্য্যও যুক্তিমূলক, যুক্তি দ্বারাই কালক্রমে সাধকগণ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন ।

অতএব বৎস! পঞ্চতন্ত্র দ্বারা আরাধনা কাহারও কল্পিত নহে, উহা স্বয়ং দেবীর অভিপ্রেত; সুতরাং উহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা বিচার নাই। এক স্থানে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন, যে—

পানে ভ্রান্তিৰ্ভবেদ্যস্ত ঘৃণা স্রাদ্ধকুরেতসোঃ ।

শুদ্ধৌ চাশুদ্ধিতাভ্রান্তিঃ পাপাশঙ্কা চ মৈথুনে ।

স পাপিষ্ঠঃ কথং ক্রয়াৎ পূজয়ামি জগন্ময়ীম্ ॥

৪ উ, নিগম তন্ত্রসার ।

মন্ত্ৰপানে যাহার ভ্রান্তি হয়, রেত ও রক্তে যাহার ঘৃণা হয়, যাহার শুদ্ধাশুদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়, মৈথুনকার্য্যে যাহার পাপাশঙ্কা হয়, সেই পাপিষ্ঠ কি করিয়া বলিতে পারে যে, আমি জগন্মাতার আরাধনা করিয়া

৩ সিদ্ধাস্তাচার ।

অপরং শূণ্ণ বক্ষ্যামি সিদ্ধাস্তাচারলক্ষণম্ ।

ত্রক্ষানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদেবি প্রপত্ততে ॥

বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ং জ্ঞানমিদং প্রিয়ে ।

কাষ্ঠমধ্যে যথা বহিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতং ॥

থাকি । অর্থাৎ বাহার দিব্যজ্ঞান হয় নাই, সে কখনই সাধক বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহে ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! আপনার কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম, এক্ষণে কৃপা বিতরণপূর্বক দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পঞ্চমকার কিরূপ, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন ।

দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মনৈর্বিশোধিতম্ ।
 সেবতে সাধকো দেবি পশুশঙ্কাবিবর্জিতঃ ॥
 সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্ত পানদোষো ন বিজ্ঞতে ।
 সিদ্ধান্তেহস্মি স্তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ ॥
 অশ্বমেধজ্ঞেভৌ বাজি হত্যা দোষো ন জায়তে ।
 অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি পশুন্ হিংসরদৃষ্টিতি ॥
 কপালপাত্রং রক্তাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্ ।
 বিহরেডুবি দেবেশি সাক্ষাৎস্বরবরূপধৃক্ ॥
 শঙ্কাত্যাগাঘাত্যস্তভাবাং তথৈব সত্যসেবনাং ।
 বাযাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥

৭ কৌলাচার ।

কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারণয় ।
 যন্ত বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবো ভবতি নান্তথা ॥
 দিক্‌কালনিয়মোনাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ ।
 ন কোহপি নিয়মো দেবি কুলধর্ম্মস্ত সাধনে ॥
 কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ ।
 কৌলঃ পূজ্যতমো লোকে কৌলাং পরতরো নহি ॥

গুরুদেব कहিলেন,—প্রিয় বৎস ! তোমার কৌতূহল নিবারণ জন্ত
সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দিব্য, বীর ও পশুভাবের যে ত্রিবিধ
পঞ্চমকার, তাহা আমি তোমার নিকট সবিস্তারে কীর্তন করিতেছি, তুমি
অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ।

দিব্যভাবের সাত্ত্বিক পঞ্চমকার ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তং মূদ্রা মৈথুনমেব চ ।

পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্বাণমুক্তিহেতবে ॥

১ পটল কৈবল্য তন্ত্র ।

দেবি ! মদ্য, মাংস, মৎস্ত, মূদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার নির্বাণ-
মুক্তির হেতু ।

কর্দমে চন্দনে দেবি পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে ।

শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তুণে ॥

ন ভেদো যন্ত দেবেশি স এব কৌলিকোত্তমঃ ।

সর্বভূতেষু যঃ পশ্চোদাত্মানং বিভূমব্যয়ং ॥

ভূতাত্মানি দেবেশি স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ ।

যন্ত ধ্যানপরো দেবি জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ ॥

সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ।

জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ ॥

আকুরুক্ষুর্জানভূমিং স কৌলঃ প্রাকৃতো মতঃ ।

করিপাদে নিমজ্জন্তি সর্বে প্রাণিপদা যথা ।

কূলধর্ম্মে নিমজ্জন্তি সর্বে ধর্ম্মান্তথা প্রিয়ে ॥ ইতি ।

হরভদ্রদীপিতীয়া-তন্ত্রবচনং ।

মত্ত ।

যদুত্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্ ।

তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মত্তং পরিকীর্তিতম্ ॥

নির্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মেতে যোগবল দ্বারা যে প্রমদন জ্ঞান তাহার নাম মত্ত । অর্থাৎ সুরাপায়ী ব্যক্তির যাদৃশ শরীর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে জ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দ লাভ করে । তাদৃশ বিষয় জ্ঞানশূন্য হইয়া নির্মল ব্রহ্মে যে আনন্দজ্ঞান তাহার নাম মত্ত ।

মাংস ।

মাংসনোতি হি যৎ কৰ্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্তিতম্ ।

ন চ কায়প্রতীকস্ত যোগিভির্মাংসমুচ্যতে ॥

সাধক যে নিজকৃত সদস্য কৰ্ম্ম আঘাতে মত্তপূর্বক সমর্পণ করে, সেই কৰ্ম্ম সমর্পণের নাম মাংস । সুতরাং যোগীরা শরীরের অংশবিশেষকে মাংস বলিয়া নির্দেশ করেন না ।

মত্ত-সাধক ।

সোমধারা ক্ষরেদ্ বাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে ।

পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মত্তসাধকঃ ॥

আগমসারঃ ।

হে বরাননে ! ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরণ হয়, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হইলেন, তাঁহাকেই মত্ত-সাধক বলা যায় ।

মাংস সাধক ।

মাশকাজ্জসনা জেয়া তত্ত্বশান্ রসনাগ্রিহান্ ।

সলা যো ভক্রেদেবি স এব মাংসসাধকঃ ॥ ৩ ॥

মৎস্ত ।

মৎসমানং সৰ্বভূতে সুখদুঃখাদি মৎপ্রিয়ে ।

ইতি যৎ সাত্ত্বিকজ্ঞানং তন্মৎস্তং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

আমার ত্রায় সৰ্ব ভূতেরই সমান সুখ বা দুঃখ আছে । আমি যে বিষয়ে সুখী বা দুঃখী হই, সকল জীবই সেইরূপ হইতে পারে । এই যে সাত্ত্বিক জ্ঞান তাহার নাম মৎস্ত ।

মুদ্রা ।

সৎসঙ্গেন ভাবনুভিত্তিরসৎসঙ্গেষু বন্ধনম্ ।

অসৎসঙ্গমুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥

যা শব্দে রসনাকে বুঝায়, তদংশ বাক্য ; ইহা রসনার প্রিয় । যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ বাক্য সংযম করে, সেই যোগী পুরুষকেই মাংস সাধক বলা যায় ।

মৎস্ত সাধক ।

গঙ্গাযমুনরৌর্মধ্যে মৎস্তৌ দ্বৌ চরতঃ সদা ।

তৌ মৎস্তৌ ভক্ষয়েদ্ যন্ত স ভস্তেবন্মৎসাধকঃ ॥

গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুইটি মৎস্ত সৰ্বদা বিচরণ করিতেছে, যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে সেই ব্যক্তির নাম মৎস্তসাধক । গঙ্গা অর্থে ইড়া নাড়ী, যমুনা অর্থে পিঙ্কলা নাড়ী, এই নারীদ্বয়মধ্যে সৰ্বদা যে নিশ্বাস প্রশ্বাস যাতায়াত করিতেছে, তাহার নাম মৎস্ত । যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করে অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নিরোধদ্বারা প্রাণারাম করে, সেই ব্যক্তির নাম মৎস্তসাধক ।

মুদ্রাসাধক ।

সহস্রায়ে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ ।

আত্মা তত্জৈব দেবোশ কেবলং পারদোপমং ॥

সংসদ্ব দ্বারা মুক্তিলাভ হয় এবং অসংসদ্ব দ্বারা বন্ধন, সুতরাং অসংসদ্ব পরিত্যাগ করণের নাম মুক্তা ।

মৈথুন ।

কুলকুণ্ডলিনী শক্তিদেহিনাং দেহধারিণী ।

তয়া শিবস্ত্র সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতং ॥

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং ।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনায়ুতং ।

যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুক্ত্রাসাধক উচ্যতে ॥

আগমসার ।

শিরঃস্থিত সহস্রদল-কমলাস্তর্গত কর্ণিকা মধ্যস্থিত হলক ভূষিত অকথাদি রেখারূপ ত্রিকোণ যদ্ব্যমধ্যে পারদসদৃশ নির্মল স্বৈতবর্ণ, কোটি সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত, কোটি চন্দ্রময় ত্রায় সুশীতল, অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুণ্ডলিনীসংযুক্ত যে আত্মা অর্থাৎ পরমশিব আছেন, তাহা যিনি বিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত্রা সাধক ।

মৈথুনসাধক ।

রেকস্ত কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ ।

মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে ॥

আকারহংসমাক্রহ একতা চ যদা ভবেৎ ।

তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদূরভং ॥

আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদুচ্যতে ।

অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতং ॥

আগমসার ।

মুলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে যোগবল দ্বারা ষট্চক্র ভেদ পূর্বক
উৎখাপিত করিয়া শিরঃস্থিতঃ সহস্রদলকমল কর্ণিকাস্তম্ভত পরমশিবতে যে
সংযোগ, তাহার নাম মৈথুন ।

সাত্ত্বিক পঞ্চমকার মহাত্ম্য ।

অষ্টৈশ্বর্য্যং পরং মোক্ষং মত্ৰপানেন শৈলজে ।

মাংসভক্ষণমাত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণো ভবেৎ ।০

মৎস্তভক্ষণমাত্রেণ কালী প্রত্যক্ষতানিয়াৎ ।

মুদ্রোসেবনমাত্রেণ ভূপুরো বিষ্ণুরূপধৃক্ ।

মৈথুনেন মহাযোগী মম তুল্যো ন সংশয়ঃ ॥

১১ পটল নির্ঝণতন্ত্র ।

কুঙ্কুমাভাযুক্ত কুন্দমধ্যস্থ (মণিপুরস্থিত) রকারের সহিত আকার রূপ
হংসদ্বারা অর্থাৎ স্বাস প্রাশাসদ্বারা বিন্দুরূপ মুলাধারাস্তম্ভ^১তী যোনিমণ্ডলস্থিত
মকার, সহস্রারে সংযোজন করিলে সূক্ষ্মভ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মহানন্দ (পূর্ণানন্দ)
ভোগ হইতে থাকে । এই মৈথুনসাধক সহস্রারে আত্মাতে রমণ করেন
বলিয়া আত্মারাম শব্দে লক্ষিত হইয়া থাকেন । অতএব রাম নামের অর্থ
তারকব্রহ্ম, সন্দেহ নাই । যিনি এইরূপ সাধনদ্বারা উদ্ধরেতা হইয়াছেন,
তিনিই মৈথুনসাধক ।

সহস্রারোপরি বিন্দৌ কুণ্ডল্যা মেলনং শিবে ।

মৈথুনং পরমং ত্রব্যং ষতীনাং পরিকীৰ্ত্তিতং ॥

৬ পটল, যোগিনীতন্ত্র

সহস্রারপদ্ম-কর্ণিকাস্তম্ভত বিন্দু অর্থাৎ পরমশিব সহিত নাদরূপ কুণ্ডলিনী-
শক্তির যে মিলন, যোগিগণ তাহাকেই মৈথুন বলিয়া কীর্ত্তন করেন ।

হে শৈলজে ! মত্তপান দ্বারা অষ্টৈশ্বর্য এবং পরম মোক্ষ লাভ করা যায়, মাংস ভক্ষণ দ্বারা সাক্ষাৎ নারায়ণ-তুল্য হওয়া যায়, মৎস্ত ভক্ষণ দ্বারা কালিকা দেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, মুদ্রা সেবন দ্বারা পৃথিবীস্থ হইয়াও বিষ্ণুতুল্য হওয়া যায় এবং মৈথুন দ্বারা মহাযোগী পুরুষ ও মৎসদৃশ হইতে পারে ।

বীরভাবের রাজসীক পঞ্চ মকার ।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্তং মুদ্রা মৈথুনমেব চ ।

মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিদায়কং ॥

৭ উ, কোলাবলী তন্ত্র ।

দেবি ! মত্ত মাংস মৎস্ত মুদ্রা ও মৈথুন, এই পঞ্চমকার দেবীর প্রীতিদায়ক ।

অষ্টৈশ্বর্য ।

অগ্নিমা মহিমা মূৰ্ত্তেলঘিমা প্রাপ্তিবিস্তৃতিঃ ।

প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেযু শক্তিপ্রেরণমীশিতা ॥ ৪ ॥

গুণেষসঙ্গো বশিতা ঐক্যমং তদবস্যাতি ।

এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টো চ পরীকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥

১১ স্ক, ১৫ অ, ভাগবত ।

হে সৌম্য ! দৈহিক সিদ্ধি তিন প্রকার যথা—অগ্নিমা, মহিমা ও লঘিমা । অগ্নিমা অর্থে পরমাণু তুল্য অক্ষদেহ ধারণ করিবার ক্ষমতা, মহিমা অর্থে দেহকে ইচ্ছামত বর্দ্ধন করিবার শক্তি, লঘিমা অর্থে দেহকে হারপরনাই হান্ধা করিবার ক্ষমতা, ঐন্দ্রিক সিদ্ধি দুই প্রকার—প্রাপ্তি এবং প্রাকাম্য ; প্রাপ্তি অর্থে বিশ্বের তাবৎ দ্রব্য কর্ত্তলস্থ করিবার ক্ষমতা,

মন্ত্ৰ

১. ডা পৈষ্ঠী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোক্তমা সুরা ।

সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালথর্জ্জুরসম্ভবা ॥

তথা দেশবিভেদেন নানাদ্রব্যবিভেদতঃ ।

বহুধেয়ং সমাখ্যাতা প্রোক্তা দেবতার্চনে ॥ ২ ॥

৬৬, মহানির্বাণ তন্ত্র ।

প্রাকাম্য অর্থে যাহা দেখা যায় এবং শুনা যায়, এরূপ যাবতীয় পদার্থের ভোগ ও দর্শনাদি সামর্থ্য হওয়া । মানসিক সিদ্ধি তিন প্রকার—ঈশিত্ব, বশিত্ব, এবং কামাবসায়িতা । ঈশিত্ব অর্থে সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া, বশিত্ব অর্থে সকলকে বশে রাখিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া কামাবসায়িতা অর্থে সকল ক্রম মনোরথ করিয়া পরিশেষে নিষ্কাম হওয়া । এই অষ্টসিদ্ধিকে অষ্টৈশ্বর্য বলা হয় ।

যেন কেন সমুৎপন্ন যেন কেনাহুতাপি বা ।

নাত্র জাতিবিভেদোহস্তি শোদিতা সর্বসিদ্ধি ॥ ৩ ॥

৬৬, মহানির্বাণ তন্ত্র ।

যে কোন উপায় দ্বারা সুরা উৎপন্ন হউক না কেন এবং যে কোন জাতিদ্বারা প্রস্তুত হউক না কেন, শোধিত হইলেই সর্বসিদ্ধি প্রদান করে ।

বাক্রঃ গোড়ং তথা পৌষং ক্ষৌদ্রং ফলসমুৎসবং ।

সর্বোৎকৃষ্টস্ত বিজ্ঞেয়ং দ্রব্যমগ্নেন সম্ভবং ॥

অথবা পত্রপুষ্পাঙ্কুরফলমূলবল্লভান্নজং ।

রসং বৃক্ষলতাজাতমৈক্ষবং দশধা শ্রুতং ॥

উক্তম সুরা তিন প্রকার; গোড়ী, পৈট্টী ও মাধ্বী । এই সুরা তাল-
সমুত ধৰ্ম্মসমুত ও অমৃত্যু বিবিধ দেশজাত বিবিধ দ্রব্য সমুত হওয়ারে
নানাপ্রকার হইয়া থাকে, সুতরাং দেশভেদে ও দ্রব্যভেদে সুরা নানা-
প্রকার এই সমুদায় সুরাই দেবতাপূজায় প্রশস্ত । যে সুরা শুষ্ক ঘাৱা প্রস্তুত
হয়, তাহা গোড়ী । যাহা তণ্ডুলঘাৱা প্রস্তুত হয়, তাহা পৈট্টী আর যে সুরা
মধু ঘাৱা বা মধুবিশিষ্ট ফল, মূল, পত্র, পুষ্পাদি ঘাৱা প্রস্তুত হয়, তাহার
নাম মাধ্বী ।

মাংস ।

মাংসস্ত ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্ ।

যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্ ।

৬৬, মহানির্বাণ তন্ত্র ।

তৎসৰ্বং দেবতাপ্রীতৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ ঐ ॥

মাংস তিন প্রকার; জলচর, স্থলচর, আকাশচর । এই মাংস যে কোন
স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক আনীত হউক, যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক
যে কোনরূপে ঘাতিত হউক না কেন, তৎসমুদায়ই দেবতার প্রীতিকর হইবে

পানসং দ্রাক্ষামাধ্বীকং খাজুর্নতানৈমক্ষবং ।

মাধ্বীকমাসবং শ্রেষ্ঠ মৈরয়ং নারিকেলজং ॥

আলোকৈক্যাদশৈতানি তুজ্জিমুক্তিকরাণি চ ।

ষাদশস্ত সুরাদ্রব্যং সৰ্ব্বেষামুত্তমোত্তমং ॥

মধুপুষ্পরসোদ্ভূতমাসবং তণ্ডুলোদ্ভবং ।

সৰ্ব্বসিদ্ধিকরী পৈট্টী গোড়ী ভোগপ্রদায়িনী ॥

মাধ্বী মুক্তিকরী প্রোক্তা খাজুরি ত্রিপুন্যশিনী ।

নারিকেলোদ্ভবা জীৱা ঐক্ষবং সুখবর্ধনং ॥

সন্দেহ নাই । জলচর মাংস কূৰ্ম, কৰ্কট, ইত্যাদি । আকাশচর মাংস
বস্তুকুট, তিস্তির, হারীত এবং কপোত প্রভৃতি ।

মৎস্ত ।

উত্তমাস্ত্রিবিধা মৎস্তাঃ শালপাঠীনরোহিতাঃ ।

বলিদানবিধৌ দেবি বিহিতঃ পুরুষঃ পশুঃ ।

দ্বীপশূৰ্ণ চ হস্তবাস্ত্র শাস্তবশাসনাং ॥ ৬ ॥

৬উ, মহানিৰ্কীর্ণ তস্মৈ ।

হে দেবি ! বলিদান কার্যে কেবল পুরুষ পশুই শাস্ত্রবিহিত । শিব-
শাসন হেতু দ্বীপশূ বলিদান নিষিদ্ধ ।

মাংসানী অস্ত্র ব্যাস্ত্র কুস্তীর কাক প্রভৃতির মাংস অখ্যস্ত ।

অপিচ ।

কলামাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্ত চ ।

যোষাবৰ্জ্জং সৰ্ব্বমাংসং কালিকাসিদ্ধিহেতবে ॥

কলামাংস = শূকরমাংস, মহামাংস = নরমাংস প্রভৃতি অষ্টবিধ মাংস
ছাগাদির মাংস, অথবা স্বীজাতির মাংস ব্যতীত সমুদায় জীবের মাংসই
সিদ্ধিলাভের হেতু ।

অষ্টবিধ মহামাংস যথা—

গোনরেভাশ্বমহিষ বরাহোষ্ট্রোরগোস্তবং ।

মহামাংসাষ্টকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকং ॥

কৌলার্জন দীপিকা ।

গোমাংস, নরমাংস, হস্তীমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, বরাহমাংস,
উষ্ট্রমাংস ও সৰ্পমাংস, এই অষ্টবিধ মহামাংস দেবতার প্রীতিকর ।

মৎস্তোৎপত্তি কারণং যথা—

ভতস্ত মিত্রাবকণৌ ভ্রাতরৌ ব্রহ্মচারিণৌ ।

ভক্ত দেশং গন্তৌ দেবৌ বিচরন্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥

- মধ্যমাঃ কণ্টকৈর্হীন৷ অধমা বহুকণ্টকাঃ ।
- তেহপি দেবৈব্য প্রদাতব্যা যদিষুষ্ঠুবিভর্জিতাঃ ॥ ৮ ॥

৬ উল্লাস মহানির্বাণতত্ত্ব ।

শাল মাছ, বোয়াল মাছ ও কুইমাছ এই ত্রিবিধ মৎস্য উত্তম ।
খাঁইমাছ, চিংড়িমাছ, মদগুরমাছ প্রভৃতি ৭ অন্তান্ত কণ্টকহীন মৎস্য
মধ্যম । ইলিশ, খয়রা বাটা প্রভৃতি বহুকণ্টক মৎস্য অধম । কিন্তু
ইহাও উত্তমরূপে ভর্জিত হইলে দেবীকে দেওয়া যাইতে পারে ।

মুদ্রা ।

মুদ্রাপি ত্রিবিধা প্রোক্ত৷ উত্তমাদিবিভেদতঃ ।

চন্দ্রবিন্মনিভং শুভ্রং শালিতগুলসম্ভবম্ ।

যবগোধূমজং বাপি স্নাতকং মনোরমম্ ॥ ৯ ॥

মুদ্রেয়মুত্তমা মধ্য৷ ভ্রষ্ট৷ানাদিসম্ভবা ।

ভর্জিতাশ্চাবীজানি অধমা পরিকীর্তিতা ॥ ১০ ॥

৬উ, মহানির্বাণ তত্ত্ব ।

মুদ্রা ও উত্তম মধ্যম, অধম, এই তিন প্রকার হইয়া থাকে । যাহা

তাভ্যাং তত্র তদা দৃষ্ট৷ উৎকর্ষী তু বরাঙ্গরাঃ ।

ক্রীড়ন্তী সহিতান্তাভিঃ সখীভিঃ সা বরাননা ॥

স্বস্বরেণ হি গীতেন উৎকর্ষা মধুরেণ চ ।

ইক্ষিতৌ চ কটাক্ষেণ স্কন্দতুস্তাবুভাবপি ॥

তন্নিধা পতিতং রেতঃ কমলেহং স্থলে জলে ।

কমলেহং বশিষ্ঠস্ত জাতো হি মুনিসম্ভবঃ ॥

স্থলে হৃৎস্বঃ সঙ্কতো মৎস্যো মহামতে ॥

৬অ, নারসিংহ পুরাণ ।

স্বতপক মনোহর ও চন্দ্রবিশ্ব সদৃশ শুভ্র, অথচ যাহা শালিতগুল দ্বারা, যবদ্বারা কিংবা গোধূম () দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাদৃশ মুদ্রাই উত্তম। যাহা লষ্ট ধাতু তগুল প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয় (অর্থাৎ ঐ, মুড়ি প্রভৃতি) তাহা মধ্যম। যাহা অন্য প্রকার শস্য ভাজিয়া প্রস্তুত হয় (অর্থাৎ তিল ভাজা, ছোলা ভাজা, চেনাচুর, ভুট্টার ঐ, চিনের বাদাম ইত্যাদি) তাহা অধম মুদ্রা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে।

মৈথুন ।

শেষতত্ত্বং মহেশানি নিবীৰ্য্যে প্রবলে করৌ ।

স্বকীয়া কেবলা জেয়া সৰ্বদোষ-বিবজ্জিতা ॥ ১৪ ॥

৬উ, মহানির্বাণ তন্ত্র ।

হে মহেশ্বর! প্রবল কলিকালে মানবগণ নিবীৰ্য্য হইয়া পড়িবে

বর্জ্জনীয় মৎস্ত । যথা—

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাংসভেদান্নিবোধ মে ।

নদেয়ং তিক্তকমঠং পশুশৃঙ্গিমেষ চ ॥

গোমীনং চরুণকুলং বড়ালং রাঘবং তথা ।

বামীনং চলদঙ্গঞ্চ সচক্রং চেঙ্গমেব চ ।

ভূবিলঞ্চানিরুদ্ধঞ্চ গাঙ্গেয়ানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥

মৎস্যাত্তে ।

শ্রীদেবুবাচ ॥

কথিতং পরমেশান পরদারবিধৌ ময়ি ।

ন পাপং জায়তে সূত্র পরদারবিধৌ মম ॥

পরন্তু দারান্ সম্পূষ্টা জপ্যাতে যদি সাধকৈঃ ।

তদেব মহতী সিদ্ধির্না জ কার্য্য বিচারণা ॥

শ্রুতরাং তৎকালে শেবতত্ত্ব (মৈথুন) একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ ঘটবার সম্ভাবনা থাকিবে না ।

কালীকল্পপ্রকাশে চ কথিতং যন্ত্রহেতর ।

অষ্টৈব সম্যাগাখ্যানং কুরুষ হৃদয়প্রিয় ।

শ্রীভৈরব উবাচ ।

শৃণু দেবি মহাভাগে আপহৃৎকারকারিণি ।

অকথ্যং যন্ত্রহাদেবি তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ।

পরদারবিধৌ বেদে নিম্নাবাদঃ প্রবর্ততে ।

তাসাং সন্ধান্যহেশানি তামিস্রং নয়কং ভবেৎ ।

বেদার্থমিতি বিজ্ঞায় কথং কুর্য্যচ্চ সাধকঃ ।

পরদারায় গচ্ছেরন্ গচ্ছেচ্চ প্রচ্ছেপেদ্যদি ।

শ্রুতিত্ববিরোধিত্বাদ্ গচ্ছেরন্ পরযোষিতঃ ।

তস্মাচ্ছৃণু বরারোহে বেদার্থং কথয়ামি তে ।

শ্রীদেবুবাচ ।

কো বেদঃ কুত আয়াতি কো বা তন্ত্ৰ প্রকাশকঃ ।

কঃ কৰ্ত্তা তন্ত্ৰ বেদন্ত্ৰ তৎ সৰ্ব্বং কথয়ামি মে ।

ভৈরব উবাচ ।

একো বেদস্ততুর্ধাতুঃ যজুসামঋগাদয়ঃ ।

বেদো ব্রহ্মেতি সাক্ষাৎই জানীহি নগনন্দিনি ।

স্বয়ং প্রবর্ততে বেদ-স্বত্বকৰ্ত্তা নাস্তি সন্দ্বিগ্নি ।

স্বয়ম্ভুবশো ভগবান্ বেদো গীতস্বর্য পুরা ।

শিবাচ্চ ঋষিপর্য্যস্তাঃ স্মর্ত্তারোহন্ত ন কারকাঃ ।

প্রকাশকা ভবন্ত্যেতে কৃষ্ণাচ্চান্নিদিবৌকসঃ ।

অথবা ত্র স্বয়ম্ভুদি-কুসুমং প্রাণবল্লভে ।

কথিতং তৎপ্রতিনিধৌ কুবীদং পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৫ ॥

হে প্রাণবল্লভে ! অথবা শেষতত্ত্ব স্থলে আমি যে স্বয়ম্ভুকুসুমের ব্যবস্থা করিয়াছি তৎপ্রতিনিধি স্বরূপ রক্তচন্দন প্রদান করিবে ।

পূজাকালং বিনা নৈব পশ্যেচ্ছক্তিং দিগম্বরীং ।

পূজাকালং বিনা নৈব সূখা পেয়া চ সাধকৈঃ ॥

আয়ুধা হীয়তে স্পৃষ্টা পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ ॥

কুলামৃতভক্ষ ।

পূজার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময় আসব পান অথবা শক্তিকে দিগম্বরী অবস্থার দর্শন করিবে না । যদি কেহ করেন, তাহা হইলে তিনি হীনায়ু এবং নরকগামী হইবেন ।

বৈদিক প্রতিপাত্ত্বচ অর্থো ধর্ম প্রকীর্তিতঃ ।

বিপরীতং মহেশানি অধর্মো ভবতি প্রিজ্ঞা ॥

পরদারাগমং বেদে তন্নিষিদ্ধং সুরেশ্বরী ।

যদ্বি বৈধেতরং দেবি তন্নিষিদ্ধং মহেশ্বরী ॥

পরজ্ঞায়ং মহেশানি মনসা ভাবয়ন্ জপেৎ ।

তদৈব সর্বসিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধাচ্চ কার্ধ্যা বিচারণা ॥

ইতি সিদ্ধান্তবিত্ত্বিচ জ্ঞেয়ং তত্ত্বোপদেশকং ।

মহাচীনক্রমলতা-বেষ্টনেন চ যৎ ফলং ॥

তৎ ফলং নাস্তি দেবেশি ত্রৈলোক্য সুরবন্দিতৈ ।

যন্নিমন্ত্রে ষ আচার-স্তত্র ধর্মস্ত তাদৃশঃ ॥

কৃতার্থস্তেন জায়তে স্বর্গো বা মোক্ষ এব চ ।

ভ্রান্তিরত্র ন কর্তব্যো সিদ্ধির্ভবতি নিশ্চিতং ॥

তস্মাদনেন দেবেশি পাপং নাস্তি মহেশ্বরী ।

তস্মাৎ কুর্ধ্যাৎ সাধকেন্দ্রঃ পরদারাগমং শুভে ।

৪র্থ পটল বৃহন্নীলভক্ষ ।

পশুভাবের তামসিক পঞ্চতত্ত্ব ।

মদৈর্মাংসৈস্তথা মৎস্তৈশ্মুদ্রাভিশ্চৈথুনৈরপি ।

স্রীভিঃ সর্দ্বং সদা সাধুরর্চয়েজ্জগদম্বিকাং ॥

৫ পটল, কামাখ্যাতন্ত্র ।

মত্ত, মাংস, মৎস্ত, মূদ্রা ও মৈথুন দ্বারা সাধুব্যক্তি স্রীর সহিত জগদম্বার
অর্চনা করিবে ।

পশুভাবের অর্চনায় প্রকৃত মত্ত মাংসাদি ব্যবহার নাই । প্রত্যেক
তত্ত্বের পরিবর্তে অগ্ন্যস্ত্র দ্রব্যাদি অনুকল্প বা প্রতিনিধিরূপে ব্যবহার
করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ আসল বস্তুর পরিবর্তে নকল বস্তু
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । যথা—

পশুভাবেন দেবীনাং যজ্ঞার্থং ফলাপ্তয়ে ।

অনুকল্পমিতি প্রোক্তং দ্রব্যপ্রতিনিধৌ দদেৎ ॥

১ প, ভৈরবধামল ।

দেবীকে পশুভাবে আরাধনা করিতে হইলে, প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব প্রদান না
করিয়া তৎ তৎ দ্রব্যের অনুকল্প অর্থাৎ প্রতিনিধি স্বরূপ দ্রব্যান্তর প্রদান
করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে । যথা—

মত্ত প্রতিনিধি ।

গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দত্তাৎ দ্রব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ ।

বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দ্রব্যং শূদ্রঃ পৈষ্ঠ্যাদিকং পুনঃ ॥

কুলচূড়ামণিঃ

মত্ত ।

গুড়ার্ককরণেনৈব সুরা তু ব্রাহ্মণস্ত চ ।

নারিকেলোদকং কাংস্তে কন্ডিরস্ত বরাননে ।

বৈশ্যস্ত মাক্ষিকং প্রোক্তং কাংস্যস্বং বরবর্ধিনি ॥

৬ পটল, যোগিনীতন্ত্র ।

ত্রাঙ্গগণ দুগ্ধদ্বারা, ক্ষত্রিয়গণ ঘৃত দ্বারা, বৈশ্যগণ মধুদ্বারা এবং শূদ্র ব্যক্তি পৈষ্টী অর্থাৎ ধাত্বাদিজাত মত্তদ্বারা অর্চনা করিবে ।

মাংস প্রতিনিধি ।

লবণাঙ্গকপিণ্যাক-তিলগোধূমমাষকং ।

লশুনঞ্চ মহাদেবি মাংসপ্রতিনিধিঃ স্মৃতঃ ॥

সময়্যুচারতন্ত্র ।

লবণ, আঙ্গক = আদা, পিণ্যাক = পিষ্টক, তিল, গোধূম = গম,

যত্রাসবমবশস্ত ত্রাঙ্গগন্ত বিশেষতঃ ।

তত্র গুড়ার্দ্ৰকং দত্তান্তকং বা গুড়মিশ্রিতং ॥

মংস্যাস্তে ।

কপিকপূরজবয়া যুক্তা চেদপরাজিতা ।

পূজার্থং ত্রিপুরাদেব্যা মত্তং তৎ পরিকীৰ্ত্তিতং ॥

তন্ত্রবচন ।

নারিকেলোদকং কাংশ্চে তাম্রপাত্রে মধুনি চ ।

গাঙ্গং বারি সুধাভাণ্ডে ত্রিতয়ং মদিরাসমং ॥ ১ ॥

শাক্রাশনজলং তক্রমারনালোদকানি চ ।

পশুনামর্চনার্থায় হুতুকল্পং ময়োদিতং ॥ ২ ॥

কৈলাসতন্ত্র ।

মাংস ।

সুপক্কমাসবটকং দগ্ধকুমাণ্ডমেব চ ।

দগ্ধকন্দঞ্চ বৃন্তাকং তথৈব লবণাঙ্গকং ॥ ৩ ॥

পিণ্যাকং দগ্ধলশুনং স্থিন্নং পুষ্পকলং শিবে ।

মাংসাহুকরণং দেবি পশুভাবার্চনে হিতং ॥ ৪ ॥

কৈলাসতন্ত্র ।

মাষকলাই ও রোণ্ডন দ্বারা মাংসের প্রতিনিধি কল্পনা করিয়া অর্চনা করিবে ।

মংস্ত্র প্রতিনিধি ।

সুদধ্বং শ্বেতবৃন্তাকং রক্তমূলকমেব চ ।

রক্তমাত্রেতকফলং বাতাপি নিম্বুজং ফলং ॥

স্বিন্নং মসুরং শৃঙ্গটিং রক্তশাকং তিলারুণং ।

মীনানুকল্পং দেবেশি পশুনামর্চনে শিবং ॥

কৈলাসতন্ত্র ।

উত্তম দধ্ব শ্বেতবর্ণ বেগুন, লাল মূলা, রক্ত বর্ণ পাকা আমড়া, বাতাপী-
নেবু, কাগ্‌চিনেবু, ভিজ়ে মসুরকলাই, পানিকল, তন্কা শাক ও লালবর্ণ
তিল দ্বারা মংস্যের প্রতিনিধিরূপে পশুভাবে অর্চনা করিবে ।

মুদ্রা প্রতিনিধি ।

ভর্জ্যধান্যাদিকং যদ্যচ্চর্কণীয়ং প্রচক্ষ্যতে ।

সা মুদ্রা কথিতা দেবি সর্বেষাং নগনন্দিনি ॥

যোগিনীতন্ত্র ।

নগনন্দিনি ! ধাত্ত, চাউল, ছোলা, গম ইত্যাদি যে চর্কণীয় শস্যাদি

মংস্ত্র ।

ক্ষারতৈলাক্তকুম্ভাণ্ডং সুদধ্বং সুপরিষ্কৃতং ।

অম্বুকলঞ্চ অম্বীরং রক্তশাকং তিলং তথা ॥

জলজং স্থলজং রক্ত-ফলং পুষ্পঞ্চ স্বেদিতং ।

সর্বং মীনানুকল্পং স্তাং পশুভাবার্চনে গুভং ॥ ভৈরবধামল ।

মুদ্রা

ব্রহ্মরীজং ফলানাঞ্চ ভর্জিতান্তুলাদয়ঃ ।

অন্নানি চ পবিত্রানি মুদ্রাঃ প্রোক্তানি সর্বশঃ ॥ ৭ ॥

ভজিত অর্থাৎ ভাজা হইলে তাকাকে মুদ্রা বলে। ঐ মুদ্রা দ্বারা সকলকেই
অর্চনা করিবে।

মৈথুন প্রতিনিধি।

করকচ্ছপিকাং কুত্বা দত্তাৎ পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।

কথিতা দেবদেবেশি পূজা মৈথুনসম্ভবা ॥

ভৈরবসংহিতা।

হস্তদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণমুদ্রা করিয়া তাহার তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিলেই
মৈথুনের অঙ্কুর দ্বারা অর্চনা করা হয়।

দাতব্যানি মহাদেবো পশুভাবাঔতৈর্নরৈঃ।

অধিকাষজনার্থাং চাহুকল্পমিতীরিতং ॥ ৮ ॥

কৈলাসতন্ত্র।

অপিচ—

মুদ্রাঃ সর্কানি বাণানি ধাতুগোহ্মকাস্তথা।

মুদ্রামায়া যবান্বেচ চণকাঃ কোদ্রবাস্তিলাঃ।

এতানি সপ্ত বাণানি ত্রীহিদ্ৰিতুচ্যতে বৃধৈঃ ॥

কৌলিকার্চন দীপিকা।

মৈথুনঃ

চম্পকং করবীরঞ্চ ধুতুরমোদ্ভ্রমাপজং।

লিঙ্গপুষ্পমিতি ধাতাৎ পশুনামর্চয়ে শুভং ॥ ৯ ॥

বকপুষ্পং মরুবকং বিষুকান্তা চ দ্রোণকং।

ঘোনিপুষ্পং সুবিখ্যাতমম্বাপুজনকর্ষণি ॥ ১০ ॥

প্রকারান্তর তামসিক পঞ্চমকার ।

বিজয়ত্বাঢ্যামতং স্রাং আদ্যশুদ্ধিত্ব আদ্র'কং ।

আদ্যমীনন্ত জম্বীরং আদ্যমুদ্রা তু ধাতুকং ।

আদ্যশক্তিঃ স্বদারাঃ স্রাং তামেবাশ্রিত্য সাধয়েৎ ॥

কৌলিকার্জন-দীপিকা ।

ভাঙ্গ অর্থাৎ সিদ্ধিই আদি মত, আদা আদি মাংস, নেবু আদি মংস, পাণ্ডাদি আদি মুদ্রা এবং নিজপত্নীই আদি মৈথুন, এই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া সাধন করিবে ।

প্রিয় বৎস ! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, যে ব্যক্তি যেক্রপ স্বভাবাপন্ন, সেই ব্যক্তির পক্ষেই সেইরূপ অর্চনা করিবার উপায় রহিয়াছে ; সুতরাং সকলেই আপন কৃতি অনুসারে সন্তোষপূর্ব্বক আপন আপন কাব্যসিদ্ধি করিবেন তাহাতে কোন বাধাই নাই ।

যোনিপুষ্পাণি সর্বাণি লিঙ্গপুষ্পাদি যানি চ ।

উভয়োঃ সঙ্গমো যত্র তৎ পঞ্চমমুদীরিতং ॥ ১১ ॥

শক্তানাং পশুভাবানাং বজনার্থং শিবাশ্রয়ে ।

অনুকল্পমিতি প্রোক্তং নয়া তুভ্যং বরাননে ॥ ১২ ॥

কৈলাসতন্ত্র ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিগ্ৰু কহিলেন,—প্রভো! আপনার বাগ্ম্যাত সাহিত্তিক রাজসিক ও তামসিক মকারপঞ্চকের বিষয় শ্রুত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এক্ষণে উহাটী জিজ্ঞাস্য যে, উৎকৃষ্ট সাহিত্তিক পন্থাই যখন অবলম্বনীয়, তখন রাজসিক ও তামসিক পন্থার আর প্রয়োজন কি? কৃপা করিয়া উপদেশ দ্বরুন।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস! সাহিত্তিক পন্থাই সর্কোৎকৃষ্ট এবং উহাটী অবলম্বনীয় বটে, কিন্তু ক্রমাভ্যাস বাতীঃ উহাতে সিদ্ধিলাভ কিরূপে হইবে? সত প্রাধান সাধন-সোপানের ভিত্তিমূল্য কি প্রকারে দূরীভূত হইবে? জ্ঞান, বুদ্ধি ও বল সকলেরই সমান নচেৎ যে ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবামাত্রই সিদ্ধপুরুষ হইয়া যাউবে। সুতরাং শিবকো নিয়মাত্মসারে সাধনকাণ্ড সম্পন্ন করিতে হয়। প্রথমে যে বিষয় সাধন করিতে হইবে, সে বিষয়েই সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হয়। ইংপরে কাণ্ডক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ক্রিয়াভ্যাস করিতে হয়, পরিশেষে জ্ঞান ও ক্রিয়া উভয়ের যোগে দিব্যভাব প্রাপ্ত হইলেই উষ্টমিহ হইয়া থাকে। এক্ষণে বলি হইয়াছে যে—

পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধিঃ পশ্বাচারনিরূপণং ।

বীরভাবে ক্রিয়াসিদ্ধিঃ সাক্ষাৎকদ্রো ন সংশয়ঃ ।

দিব্যভাবে দেবতায়া দর্শনং পরিকীর্তিতং ॥

১৭, ব্রহ্মবানল।

পশুভাবে সাধন করিলে পশ্বাচার-দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধি হয়, বীরভাবে সাধন করিলে ক্রিয়াসিদ্ধি হয় এবং ঐ বীরসাধক সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ, ইহাতে সংশয় নাই। দিব্যভাবে সাধনা করিলে দেবতা দর্শন হইয়া থাকে।

শিষ্ট কহিলেন,—প্রভো ! যদি ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, অজ্ঞে
পশুভাব, পরে বীরভাব এবং সর্বশেষে দিব্যভাব আশ্রয় করিতে হয়,
তবে শিব (১) একুপ কথা কেন বলিলেন যে—

দিব্যবীরময়ো ভীষঃ কলৌ নাস্তি কদাচন !

কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্ন গাম্ ॥

কালীবিলাস তত্ত্ব ।

অর্থাৎ কলিকালে দিব্য ও বীরভাব নিষিদ্ধ, কলিতে কেবল পশু-
ভাবেই মন্ত্রসিদ্ধি হইবে ।

- (১) বস্মিন্ তত্ত্বে মন্ত্রপানং তত্ত্বতঃ সত্যসম্বতম্ ।
কলৌ ন সম্বতং মন্ত্রং মৈথুনঞ্চ ন সম্বতম্ ।
পরস্ত্রীষু কুমারীষু রেতপাতং করোতি যঃ ।
পূজাকোট্টির্ভবেদ্ব্যর্থী কেবলং পরভণ্ডনম্ ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং নিশ্চয়মীরিতম্ ।
পশুভাবাং পরো ভাবো নাস্তি নাস্তি কলেমতঃ ॥

জ্ঞানতত্ত্ব ।

ব্রাহ্মণৈঃ কৃত্রি়ৈর্বৈশ্তৈঃ শূদ্রৈশ্চাপরজাতিভিঃ ।

পশুভাবেন কর্তব্যং কলৌ চ জপপূজনম্ ।

দিব্যবীরমতঃ নাস্তি কলিকালে শ্রুলোচনে ।

কলৌ পশুমতঃ শূন্তঃ যতঃ সিদ্ধীষরো ভবেৎ ।

দিব্যভাবে বীরভাবো নাস্তি নাস্তি কলৌ প্রিয়ে ।

‘মংস্তং মাসং তথা মন্ত্রং মূদ্রা মৈথুনমেব চ ।

চীনাচারঃ কুলাচারো ন সিদ্ধ্যতি ন সিদ্ধ্যতি ।

কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ কলৌ । উৎপত্তি তত্ত্ব ।

অপিচ ।

ন কলৌ সাধনং মদ্যমগম্যাগমনং ন হি ।

গৃহাবধূতৈর্নাকার্য্যং কৰ্ত্তব্যঞ্চ দিগম্বরৈঃ ॥

৫১ প, বামকেশ্বর তন্ত্র ।

কলিকালে মদ্যসাধন ও অগম্যাগমন নিষেধ । পরন্তু গৃহাবধূত ও দিগম্বাবধূতের প্রতি নিষেধ নাই ।

পশুভাবেহপি সিদ্ধিঃ স্মাদ্ যদি বেনং নদাভ্যাসেং ।

পশুভাবং মহাভাবং যে জানন্তি মহীতলে ।

কিমসাধ্যং মহাদেব শ্রমাভ্যাসেন চাস্তি তৎ ॥

১১প, রুদ্রঘামল ।

হে মহাদেব ! বেনাভ্যাসী ব্যক্তি পশুভাবেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । পশুভাবের নাশদ্বারা যে জ্ঞাত আছে, এই ভূমণ্ডলে তাহার অসাধ্য কিছুই নাই । পরন্তু পশুভাবে কঠোর পরিশ্রম দ্বাবশ্যক ।

পশুভাবে সদা সিদ্ধাঃ সনকাচ্চা বরাননে ।

পশু'রামস্তথাবীরো বীরভাবে চ সিদ্ধ্যতি ॥

সহস্রাং পঠিত্বা চ রামঃ সিদ্ধ্যতি হুতলে ।

শ্রীরামো জ্ঞানকীনাথঃ পশুভাবেন সিদ্ধ্যতি ॥

৬প, কালীবিলাসতন্ত্র ।

অপিচ—

রাবণঃ কুস্তকর্ণচ্চ বীরৌ তৌ শৃণু স্তন্দরি ।

সিদ্ধ্যন্তি পশুভাবেন উগ্রসেনাদ্বন্দ্বচ্চ যে ॥

কংসচ্চ বসুদেবচ্চ পশুভাবে চ তৌ প্রিয়ে ।

অর্জুনো ভীমসেনচ্চ যুধিষ্ঠিরচ্চ তে প্রিয়ে ॥

৬প, কালীবিলাসতন্ত্র ।

ন মদ্যং প্রপিবেন্দেবি কলিকালে কদাচন ।

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে ॥

উথায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ।

ইত্যাদি বচনং দেবি সত্যং ত্রেতার্কসম্মতং ॥

১১ প, কালীবিলাস তন্ত্র ।

কলিকালে কখন মত্তপান করিবে না । পুনঃ পুনঃ পান করিয়া ভূতলশায়ী হইলে এবং উত্থানান্তর পুনর্বার পান করিলে আর জন্ম গ্রহণ হয় না ইত্যাদি বচন সকল সত্য ও ত্রেতাযুগের অর্ক পরিমাণকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, কলিতে নিষেধ হইয়াছে ।

পীত্বা মত্তং কলৌ দেবি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে ।

ত্রেতায়া দ্বাপরার্দ্ধেষু প্রশস্তং মত্তশোধনঃ ॥

ন কলৌ শোধনং মত্তং নাস্তি নাস্তি বরাননে ।

ন কর্তব্যং কলৌ মত্ত-পানঞ্চ নগনন্দিনি ॥

১১ প, কালীবিলাস তন্ত্র ।

কলিকালে মত্তপান করিলে পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয় । ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের অর্ক পরিমাণকাল পর্য্যন্ত মত্ত শোধনের বিধি ছিল, কিন্তু নগনন্দিনি ! কলিকালে তাহা নিষেধ হইয়াছে ।

পশুভাবে সদাসিদ্ধা ন দিব্যবীরভাবয়োঃ ।

ক্লষ্ণা সত্যভামা চ দ্রৌপদী দেবকী তথা ॥

দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্যবন্থামা তথৈব চ ।

পশুভাবপরা হেতে সিদ্ধাঃ সিদ্ধাঃ ভবন্তি চ ॥

৬প, কালীবিলাসতন্ত্র ।

কলৌ তু ভারতে বর্ষে লোকা ভারতবাসিনঃ ।

গৃহে গৃহে সুরাং পীত্বা বলভ্রেক্তা ভবন্তি হি ॥

৬৪ প, উৎপত্তি তন্ত্র ।

কলিকালে ভারতবর্ষে ভারতবাসী সকলেই গৃহে গৃহে সুরাপান করিয়া বলহীন হইয়া থাকে ।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! কালীবিলাসাদি তন্ত্র-বচন যাহা প্রকাশ করিলে, তাহা এই ষ্বেতবরাহ কল্পের জন্ত নহে, যেহেতু ঐ সকল তন্ত্র (২) গত কাল কল্প বা পাদ্ম কল্পের জন্ত জানিবে । ষ্বেতবরাহ কল্পের জন্ত যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার মতে মৃত্যাদি (৩) সাধন বিধিবদ্ধ আছে । যথা—

(২) কালীবিলাসকাঙ্গারীনি যানি তন্ত্রাণি পার্কতি ।

সফলানি কালকল্পে অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু ॥ বারাহীতন্ত্র ।

কালীবিলাসকাঙ্গারীনি তন্ত্রাণি পরমেশ্বর ।

কালকল্পে সূক্ষ্মানি অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু ॥

মহাসিদ্ধ সারস্বত তন্ত্র ।

ষ্বেতবরাহ কল্পে বিষ্ণুক্রান্তার চতুঃষষ্টি (৬৪) তন্ত্রই আমাদের পক্ষে ফলদায়ক হইবে, অন্য কল্পের তন্ত্রে অর্থাৎ পায়ণ মোহনার্থ কথিত কালীবিলাস, বামকেশর ও জ্ঞানতন্ত্রাদি এক্ষণে আমাদের বিষ্ণুক্রান্তার কোন ফল হইবে না । যথা—

চতুঃষষ্টিচ তন্ত্রাণি যামলাঙ্গারীনি পার্কতি ।

সফলানী হ বারাহে বিষ্ণুক্রান্তাসু ভূমিষু ॥

কল্প ভেদেন তন্ত্রাণি কথিতানি চ যানি চ ।

পায়ণ মোহনায়ৈব বিফলানী হ সূন্দরি ॥ মহাবিশ্বসার তন্ত্র ।

(৩) মৃত্যাদি সাধন ।

কলৌ তু সর্কশাক্তানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ।

মন্ত্ৰং বিনা সাধনস্ত মহাহান্তার কল্পতে ॥

পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোহপি দুর্লভঃ ।

বীরসাধনকৰ্ম্মণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে ॥

কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধিন্ জায়তে ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন সাধয়েৎ কুলসাধনং ॥

৪র্থ উ, মহানির্বাণ তত্ত্ব ।

কলিকালে পশু ও দিব্যভাব নাই, কেবল বীরভাবের সাধনই কলিকালে প্রত্যক্ষ কলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । কলিকালে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না, অতএব যত্নের সহিত কুলসাধন করা কর্তব্য ।

যথা দীক্ষাং বিনা দেবি সাধনং হ্যশ্রুনেব হি ।

তথা পূজা সাধকানাং জ্ঞেয়া তত্ত্বং বিনা সদা ॥

শিলায়াং শস্ত্রবাপে চ ন ভবেদকুরো যথা ।

অনাবুষ্ঠা কিতৌ দেবি শস্ত্রৈকব যথা নহি ॥

ঋতুং বিনা স্থিয়া দেবি যথাপত্যং ন জায়তে ।

তথা দেব্যাঃ সাধনেষু পঞ্চতত্ত্বং বিনা প্রিয়ে ॥

পঞ্চতত্ত্বঃ সাধকেভ্যঃ সাধয়েদ্বিধিনামুনা ।

মঠৈর্মাংসৈস্তথা মন্ঠৈশ্চ মূর্দ্ধাভিনৈশ্চ নরপি ॥

ত্রিধা সার্কিং সদা সাধুর্চরয়েজ্জগদধিকাং ।

অন্তথা তু মহানিন্দা গীয়তে ত্রিদৈশয়পি ॥

কারেন মনসা বাচা তস্মাত্তত্ত্বপরো ভবেৎ ।

জম্বুদ্বীপে কলৌ দেবি ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ ।

পশুর্ন ত্রাৎ পশুর্ন ত্রাৎ পশুর্ন স্যানুনা জয়া ॥

৪প, কামাপ্যাত্ত্ব ।

জম্বুদ্বীপে মহেশানি মত্যাং সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু স্ত্রিয়া সিদ্ধির্বিজায়তে ।

গৌড়শাল্লদশার্ণেষু পশুভাবাক্ষি জায়তে ॥

১১প, নিগমতৎসার ।

হে মহেশানি ! জম্বুদ্বীপে মন্ত্রসাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় ; আর অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রদেশে শক্তি-সাধন দ্বারা সিদ্ধি হয় এবং গৌড় শাল্ল ও দশার্ণ-প্রদেশে পশুভাবে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ।

শূদ্রো দদ্যাৎ কৃতে মদ্যাং ত্রেতায়াং বৈশ্য এব চ ।

দ্বাপরে ক্ষত্রিয়ো দদ্যাৎ কলৌ বিপ্রঃ সর্দৈব হি ॥

যোগিনী তন্ত্র ।

শূদ্র ব্যক্তি সত্যযুগে, বৈশ্য ত্রেতাযুগে, ক্ষত্রিয় দ্বাপরযুগে এবং ব্রাহ্মণ ব্যক্তি কলিযুগে সর্বদা মন্ত্র দ্বারা সাধনা করিবে ।

এমন কি দ্রব্যভাবে অমুকল্লদ্বারা পূজা করিতে হইবে । দ্বা—

দ্রব্যভাবে চানুকল্লৈঃ পূজয়েৎ পরদেবতাং ।

স্ত্র্যভাবে চ গোক্ষীরং দ্বিজো দদ্যাদ্ যুগে যুগে ॥

৫প, নিকম্বর তন্ত্র ।

কালিকাতারিণীদ্যুক্ষাং গ্রহীত্বা মন্ত্রসেবনং ।

ন করোতি নরো যন্ত স কলৌ পতিতো ভবেৎ ॥

বৈদিকে তাস্মিন্ কৈব জপহোমবহিষ্কৃতঃ ।

শুনীমুহুরসং তস্য তর্পণং যং পিতৃষপি ॥

কালীতারামনুং প্রাপ্য বীরাচারং করোতি ন ।

শূদ্রস্য তচ্ছরীরেণ প্রাপ্নুয়াৎ স ন চান্তথা ॥

৫প, কামাখ্যাতন্ত্র ।

প্রকৃত পঞ্চতত্ত্বভাবে অনুকল্প দ্রব্য দ্বারা জগদস্থার অর্চনা করিবে । সুরাভাবে যুগে যুগে ব্রাহ্মণ ব্যক্তি গোদুগ্ধ প্রদান করিতে পারিবে । অতএব বৎস ! এই সকল শাস্ত্রীয় বচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত দেবীর আরাধনাই হয় না ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! যদি ইহাই প্রসিদ্ধ হইল যে, দেবীর আরাধনায় বীরভাবের পঞ্চতত্ত্ব সাধন ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, তখন দেবীর আরাধনায় ক্ষান্ত হইয়া বেদপ্রতিপাত্ত অস্ত্র দেবতাচতুষ্টয় (অর্থাৎ সূর্য্য, গণপতি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) মধ্যে যে কোন মনোমত দেবতার আরাধনা করিলে কি সিদ্ধিলাভ হয় না ?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ । এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, যে ব্যক্তির যে বিষয়ে স্বাভাবিক অকুচি, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া কি কেহ কখন বলপূর্ব্বক তাহার কুচি জন্মাইতে পারে ? কখনই না । সকলের কুচি সমান নয় বলিয়া বেদ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রই পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধার্য্য করা হইয়াছে । তন্মধ্যে যাহার যে মূর্ত্তিতে অভিকুচি তিনি সেই প্রকার সাধন করিতে পারেন । সকলকেই যে দেবীর আরাধনা করিতে হইবে, একরূপ কোন কথা নাই ; যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরে অপর দেবচতুষ্টয়ের সাধন সমাপন করিয়াছেন, কেবল তিনি দেবীর আরাধনার জন্য ষড়্বান্ হন । তন্নিম্ন অস্ত্রের তাহাতে কখনই মতি জন্মাইতে পারে না ।

শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! আপনি যে কথা বলিলেন, সে কথার অতীব সন্দেহ উপস্থি হইল, যেহেতু নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসাধ্য, সুতরাং তাঁহার উপাসনা করিবার জন্য পাঁচটি মূর্ত্তি কল্পিত করিতে হইয়াছে । তদুপাসনায় সকলেই সমান অধিকার এবং সমান ফল প্রাপ্ত হওয়া উচিত ; কিন্তু ক্রমান্বয়ে জন্মজন্মান্তর কেপণ করিয়া

একটার পর আর একটি মূর্তি উপাসনার আবশ্যক, একরূপ বিধি হইলে পঞ্চ মূর্তির সমান আদর হইল না ।

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! পরব্রহ্মের পঞ্চ সাকার মূর্তি সকলের পক্ষেই তুল্য আদরীয় তাহাতে কোন নিয়োচ্চভাব নাই, নিয়োচ্চভাব কেবল সাপন-প্রণালীর । অজ্ঞানকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য সেই একমাত্র পর-ব্রহ্মেরই পঞ্চমূর্তি কল্পিত হইয়াছে মাত্র, তন্নিহ্ন দেবদেবীকে অবমাননা করিবার জন্য একরূপ মূর্তি সংকল্পিত হয় নাই । সাকার হইতে নিরাকার ব্রহ্মে জ্ঞান যোজনা করিবার জন্য পঞ্চ মূর্তি দ্বারা কেবল সোপান প্রস্তুত করা হইয়াছে । সোপানের ভাব সকলের মধ্যে যেকরূপ কোন ধাপের মর্যাদা পক্ষে ইতর বিশেষ ভাব নাই, ব্রহ্ম-সোপানেরও সেইরূপ পঞ্চ ধাপ-রূপ পঞ্চমূর্তি মধ্যে মর্যাদার কোন ইতর বিশেষ ভাব নাই ; অতএব সে পক্ষে সকলেই সমান । পঞ্চ মূর্তি ব্রহ্মের পঞ্চ অঙ্গ স্বরূপ, সুতরাং কোন অঙ্গকে নিন্দা করিলে ব্রহ্মকে নিন্দা করা হয় এবং কোন অঙ্গকে স্তুতি করিলেও সেই ব্রহ্মেরই স্তুতি করা হয়, এজন্য শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যে—

শিবো মমাত্মা মম শক্তিরাত্মা, জ্ঞানং গণেশো মম চক্ষুরর্কঃ ।
বিভেদভাবং ময়ি যে ভজন্তি, মমাস্বহীনং কলয়ন্তিমন্দাং ॥

তত্ত্ববাক্য ।

শিব আমার আত্মা, আত্মাপ্রকৃতি আমার শক্তি, গণেশ আমার জ্ঞান এবং সূর্য আমার চক্ষু । এই অঙ্গ সকলের মধ্যে যিনি ভিন্নভাব মনে করিয়া আমাব ভজনা করেন, তিনি অত্যন্ত মূঢ় । কারণ তিনি আমার অঙ্গহীন করেন ।

শক্তির্নারায়ণো ব্রহ্ম ব্রহ্মস্বল্যার্থবাচকঃ ।

শব্দমাত্রবিভেদো হি নতু ভেদঃ কচিস্তবেৎ ॥

তত্ত্ববাক্য ।

শক্তি, নারায়ণ ও ব্রহ্ম এই তিনটী শব্দের অর্থ একই প্রকার—এস্থলে কেবল শব্দমাত্র বিভেদ, তন্নির অর্থগত বা তাৎপর্যাগত আর কোন ভেদাভেদ হইতে পারে না ।

অতএব বৎস ! দেবতা সম্বন্ধে যে কোন নিম্নোচ্চভাব নাই, তাহা বুঝিলে ; এক্ষণে সাধনপ্রণালীর নিম্নোচ্চভাব আছে, তাহা বলি শ্রবণ কর । মানবদেহের পাদতল হইতে মস্তকের দিক্ উদ্ধ ও মস্তক হইতে পাদতলের দিক্ অধঃ । এই প্রণালীতে সন্ধ্যা করিবার সময়ে ও যটচক্র সাধনকালীন নিরুদ্ধিক হইতে শরীরের উদ্ধদিকে (৪) গমন করিবার রীতি আছে । একত্র প্রথম নাভিদেশে ব্রহ্মার, তৎপরে জনরে বিষ্ণুর এবং সর্বশেষে ললাটে স্বরত্নুর ধ্যান করিতে হয় । যথা—

নাভিদেশে ব্রহ্মার ধ্যান ।

প্রথমং বক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং
হংসাসনারূঢ়ং ব্রহ্মাণং নাভিদেশে ধ্যায়ন্ । সামবেদ ।

হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান ।

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্ম-
হস্তং গরুড়াসনমারূঢ়ং কেশব ধ্যায়ন্ । সামবেদ ।

(৫) গুহ্যহুত্রে তথাধারে চক্রং যচ্চ চতুর্দলং ।

তদুর্দ্ধে চ লিঙ্গম্লে স্বাধিষ্ঠানং মড়দলং ॥

তন্নাভিমণ্ডলে চক্রং প্রাপ্যতে মণিপূরকং ।

হৃৎপঙ্কজঃ ছাদশার্ণমনাক্রমিতমিতি শ্রুতং ॥

কণ্ঠে বিমুক্তচক্রং স্যাৎ ষোড়শাবর্ভপঙ্কজং ।

অজ্ঞাচক্রং ক্রবোর্ধধে; বিদলং তত্র পঙ্কজং ॥ নিগমলতাত্ত্ব ।

ললাটে শঙ্কুর ধ্যান ।

ললাটে শ্বেতঃ ত্রিশূলডমরু করং অর্ধচন্দ্রবিভূষিতং

ত্রিনেত্রং বৃষভাননস্থং শঙ্কুং ধ্যানন্ । সামবেদ ।

ষট্চক্রভেদ প্রণালীতেও ঐরূপ নিম্নদিক হইতে ক্রমে উর্দ্ধদিকে প্রতি চক্রে তত্রস্থ দেবগণের ধ্যান করিতে হয় । বেহেতু দেহাভ্যন্তরে সুবুদ্রা নাড়ীতে ছয়টি চক্র ক্রমাধারে নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রথিত আছে । যথা—

গুহ্যে লিঙ্গে তথা নাভৌ হৃদয়ে কণ্ঠদেশকে ।

ক্রমধ্যেহপি বিজানীয়াৎ ষট্চক্রস্ত ক্রমাদিতি ॥

গুহ্য স্থানে, লিঙ্গদেশে, নাভিমূলে, হৃদয়ে, কণ্ঠদেশে ও ভ্রুবুগলের মধ্যে ক্রমাধারে এই ষট্ স্থানে ষট্চক্র বিত্তমান আছে । ইহার মর্ম্ম এই যে, গুহ্য স্থানে চতুর্দলযুক্ত মূলাধার চক্রে সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন । তদুর্দ্ধে লিঙ্গমূলে বড়ুচক্রদলযুক্ত স্বাধিষ্ঠান চক্রে লক্ষ্মীসহ নারায়ণ বিরাজিত আছেন । তদুর্দ্ধে নাভিমণ্ডলে দশদলযুক্ত মণিপুর চক্রে ভদ্র-কালীর সহিত রুদ্র অবস্থিত আছেন । তদুর্দ্ধে হৃদয় স্থানে দ্বাদশদলযুক্ত অনাহত চক্রে ভুবনেশ্বরী শক্তি সহিত ঈশ্বর নামক শিব আছেন । তদুর্দ্ধে কণ্ঠমূলে সোড়শদলবিশিষ্ট বিষ্ণুক নামক চক্রে অর্ধনারীশ্বর নামক শিব-শক্তি আছেন । তদুর্দ্ধে ললাটমণ্ডলে দলদ্বয়যুক্ত আজ্ঞাচক্রে সিন্ধু কাণী সহিত পরমশিব আছেন । এই ষট্চক্রের উর্দ্ধে শিরঃস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল কমলে পরমশিবের স্থান । মূলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাধারে সহস্রার পর্য্যন্ত সাধকগণ ভজনা করিয়া থাকেন । সুতরাং এই সকল স্থানে সাধন প্রণালী নিম্নোক্তভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তত্ত্বির ঐ সকল মূর্তি মধ্যে কোন নিম্নোক্তভাব নাই ।

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শিষ্য কহিলেন,—প্রভো ! সাধন-প্রণালীর এমন নিম্নোচ্চতাব কেন হইল ?

গুরুদেব কহিলেন,—বৎস ! এ বিষয়ই ত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গুণত্রয়ের বৈষম্যহেতু সকলের জ্ঞান, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস সমান হইতে পারে না বলিয়া ক্রমান্বয়ে নিম্ন হইতে উচ্চ সাধনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সকল দেবতার উপাসনাকাল সমান হইলে বোধ হয় কাহারও ইষ্টদিক হইত না ; তাহার কারণ এই যে, সকল ব্যক্তি সমান যোগ্য নহে । জ্ঞানীই হউন বা অজ্ঞানী হউন জীবমাত্রেই সংসার-যন্ত্রণায় অতি প্রপীড়িত, সেই যন্ত্রণার অবসানজন্যই সেই বিশ্বস্ত্রের আরাধনার প্রয়োজন ; কিন্তু সেই আরাধনা-প্রণালী ক্রমান্বয়ে পঞ্চবিধ না হইয়া যদি একবিধ মাত্র হইত, তাহা হইলে অতীব অজ্ঞানী ব্যক্তিকে কিরূপে বুঝান যাইত ? জ্ঞানী ব্যক্তি হয়তো সেই কথা পঞ্চাশবারেও বুঝিতে পারে না । এজন্য জ্ঞানী ও অজ্ঞান প্রভেদ জন্য এই উপাসনা-প্রণালী পঞ্চবিধ হইয়াছে এবং তাহার ফলও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে । জগতের রীতি এই যে, সকল বিষয়ই ক্রমসমুত অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে হয় ; সুতরাং তাহার ফলও ক্রমসমুত না হইয়া অন্ততর হইতে পারে না । এই জগতে যাহা কিছু উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তত্তাবতই ক্রমসমুত । যে বিষয় ধরিয়া আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে যে, তাহার কোন অংশই এককালীন হয় নাই এবং হইবার উপায়ও নাই । এজন্য সাধনপ্রণালীও প্রথমে নিম্ন সোপান হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উচ্চতম সোপানে বিভক্ত হইয়াছে, এই বিহীন ~~অঙ্গ~~ সঙ্গায় । ব্রহ্মের প্রথম মূর্তি সূর্য্য, বাহ্যার্য্য সূর্য্যের উপাসক তাহার সৌর সঙ্গায় । ঐরূপ দ্বিতীয় মূর্তি গণপতি, সঙ্গায় গাণপতি ; তৃতীয় মূর্তি বিষ্ণু, সঙ্গায় বৈষ্ণব ; চতুর্থ মূর্তি শিব, সঙ্গায় শৈব এবং পঞ্চম মূর্তি শক্তি, সঙ্গায় শাক্ত বলিয়া উল্লিখিত হয় । এইরূপ প্রণালীতে

নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত পরব্রহ্মের পাঁচ প্রকার মূর্তি উপাসনা
জন্ত কল্পিত হইয়াছে। যথা—

একং ব্রহ্ম নিরাকারং সাকারহনুপাগমং ।

ধ্যানার্থং স্মৃত্যভক্তানাং সৃষ্ট্যাদৌ পঞ্চমূর্তিভিঃ ॥

সূর্য্যোগণপতিবিষ্ণুমহেশো ভগবত্যপি ।

পঞ্চতা দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রুতিভিব্রহ্মমূর্তয়ঃ ॥

ভৈরবধামল।

ভক্তগণের ধ্যানের নিমিত্ত একনাত্র নিরাকার পরমাত্মা সাকারভাবে
পঞ্চমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। তাহা এই যে,—প্রথম সূর্য্য, দ্বিতীয় গণপতি,
তৃতীয় বিষ্ণু, চতুর্থ মহেশ এবং পঞ্চম ভগবতী। শ্রুতিতে এই পাঁচটি মূর্তির
বিষয় উল্লেখ আছে।

এতৈর্বিমুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাং ।

পঞ্চদেবৈর্বিনা মুক্তির্ন ভবেদন্যদৈবতৈঃ ॥

তাহ শ্রেষ্ঠা ভগবতী ব্রহ্মরূপা সনাতনী ।

নির্ব্বাণমুক্তিং সা দদ্যাৎ ভক্তানাং পরমেশ্বরী ॥

ভৈরব ধামল।

মানবগণ এই পঞ্চ মূর্তির উপাসনা দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ
করিতে পারে। এই পঞ্চ দেবতা ভিন্ন অন্য কোন দেবতা (ইন্দ্র, চন্দ্র,
বায়ু, বরুণ প্রভৃতি) মুক্তি দিতে পারেন না। এই পঞ্চদেবতার মধ্যে
সনাতনী ব্রহ্মময়ী ভগবতীই শ্রেষ্ঠা, কারণ এই পরমেশ্বরীই ভক্তগণকে
মুক্তি প্রদান করিতে পারেন।

মায়াবাক্যে পুংদেবা ন চ শক্তিঃ পরাং পরা ।

সা কৈবল্যপ্রদাত্রী চ মহামায়া নিরঙ্কুশা ॥

চত্বারঃ পুরুষাকারা দেবতা ব্রহ্মরূপিণঃ ।

মুক্তিঃ বহুস্তি ভক্তেভ্যঃ সালোক্যাদি চতুর্বিধাং ॥

এই পঞ্চ দেবতার মধ্যে পুরুষাকার দেবতাচতুষ্টয় মায়াতে আবদ্ধ । নিরঙ্কুশা মহামায়া পরাং পরা শক্তি স্বয়ং মায়াবদ্ধা নহেন এবং তিনি স্বাধীন ও কৈবল্যদায়িনী । পুরুষাকার অন্য দেবতা চতুষ্টয় (বিষ্ণু, গণেশ স্বর্ঘ্য ও শিব) স্ব স্ব ভরুগণকে সালোকা, সৃষ্টি, সাম্রাজ্য ও সাক্ষ্য, এই চতুর্বিধ মুক্তি (৫) দান করিতে পারেন ।

স্বমুক্তিঃ তেহভিবাঙ্কুস্তি পরাশক্তেরনুগ্রহাৎ ।

মায়াপাশবিনাশায় ধ্যানযোগপরায়ণাঃ ॥

ভৈরব বামল ।

মায়াপাশ ছেদনের নিমিত্ত ধ্যানযোগপরায়ণ এই পুরুষাকার দেবতা চতুষ্টয় পরাশক্তির অনুগ্রহ অনুসারে আপনারাই নির্মাণ মুক্তি কামনা করেন ।

(৫) পঞ্চমুক্তি । যথা—সনৎকুমার প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—

ব্রহ্মোবাচ ।

মুক্তিস্ত শৃণু যে পুত্র সালোক্যাদি চতুর্বিধাং ।

সালোক্যং লোকপ্রাপ্তিঃ স্রাং সামীপ্যং তৎসমীপতা ॥ ১ ॥

সাম্রাজ্যং তৎস্বরূপস্থং সৃষ্টিং ব্রাহ্মণো লভঃ ।

ইতি চতুর্বিধা মুক্তির্নির্মাণক ভক্ত্যয়ং ॥ ২ ॥

জীবে ব্রহ্মণি সংলীনে জগদ্ব্যবস্থাবিবর্জিতা ।

বা মুক্তিঃ কথিতা সন্তিস্তত্ত্বনির্মাণং প্রচক্ষ্যতে ॥ ৩ ॥

হেমাক্রৌ ধর্মশাস্ত্রে ।

শিষ্য কহিলেন—প্রভো! আপনি যে জন্ম জন্মান্তরে অস্তিত্ব দেবতার সাধন সমাপন না করিলে দেবী আরাধনার মতি জন্মে না কহিয়াছেন, তদ্বিবর আত্মপূর্ষিক বর্ণনা করিলে কৃতার্থ হই।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! মানবজন্ম অতিশয় দুর্লভ জন্ম। চতুর-নীতি লক্ষ (৬) যোনি ভ্রমণ করিলে পর জীব মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হয়। এরূপ কতবার মনুষ্য-যোনি পরিলম্বণ করিলে পর তবে পুরুষরূপ হয়, ঐরূপ কত জন্মান্তর ক্ষেপণ করিলে তবে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতিশয় পুণ্যসঞ্চয় থাকিলে তবে দেবীর আরাধনার মতি জন্মে। একেত মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হওয়াই অতি দুষ্কর, ইহ জগতে যত জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কোন কোন জীব আপন পুণ্যবলে উক্ত প্রকার সহস্র সহস্র জন্ম জন্মান্তরে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, যথা—

অত্র জন্মসহস্রেষু সহস্রে রপি পার্শ্বতি ।

কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যঃ পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

কুলার্ণবতন্ত্র ।

(৬) চতুরনীতি লক্ষ যোনি। যথা—

স্বাবরং বিংশলক্ষন্ত জলজা নবলক্ষকাঃ ।

কুমিজা রুদ্রলক্ষান্ত পশবো দশলক্ষকাঃ ।

অণ্ডজা জিংগলক্ষান্ত চতুল্লক্ষান্ত মানবাঃ ॥ তন্ত্র বচন ।

বিংশতি লক্ষ বৃক্ষাদি স্বাবর, নবলক্ষ জলচর, একাদশ লক্ষ কুমি কীট ইত্যাদি, দশ লক্ষ পশু, জিংগ লক্ষ অণ্ডজ অর্থাৎ পক্ষী, সরীসৃপ এবং পতঙ্গ ইত্যাদি। আর চতুল্লক্ষ মানবজাতি ।

জন্তুর্মানুষ্যঃ দুর্লভতমঃ পুণ্য-ভকো বিপ্রভাঃ,

তন্মাত্রৈবৈকধর্মমার্গপত্রা বিবর্তমশ্যৎ পরম্ । রিবৈকহৃদ্যমপি ।

হে পার্শ্বিতি ! সহস্র সহস্র জন্মের মধ্যে পুণ্যপুণ্য সঞ্চয়দ্বারা কোন কোন জীব কোন এক অনির্দিষ্টকালে মনুষ্য-বোনি প্রাপ্ত হয় ।

মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইলেই যে জীব কোন দেবোপাসনার যোগ্য হয় তাহা নহে, পৃথিবীর নানা স্থলে এক্রপ মনুষ্যজাতি দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া দূরে থাকুক, আপনাদের অবস্থারও উন্নতি করিতে পারে না । এমনতরুসভ্য ভারতবর্ষ মধ্যেও এক্রপ অসভ্য জাতি (যথা কুকী, ভীল, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতি) দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রায় বস্ত্র পর্যন্ত পরিধান করে না । উলঙ্গ অবস্থায় বনে, জঙ্গলে, পর্বতগুহার এবং ভূগর্ভে বসবাস করে । অতএব বৎস ! মনুষ্য হইলেই যে আপন মুক্তি কামনার ঈশ্বরোপাসনা করিবে তাহা নহে । যেহেতু মনুষ্যকুলের প্রত্যঙ্গীভূত এই সকল গম্ভীর জন্মান্তর কেপণ করিয়া বাবৎ না যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তাবৎকাল ঈশ্বর বলিয়া কোন ভাবই অন্তঃকরণ মধ্যে উদয় হয় না, এজন্য অবস্থা সন্দর্শন

আত্মানাত্মবিবেচনঃ স্বহৃদবো ব্রহ্মাত্মনা সংহিত

ঋক্তিনো শতজন্মকোটিন্মুক্তৈঃ পুণ্যৈর্কিনা লভ্যতে ॥ ২ ॥

বিবেকচূড়ামণি ।

প্রাণিগণ মধ্যে মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, মনুষ্য মধ্যে পুরুষ, পুরুষ মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদোপনিষ্ট ধর্মনিরত এবং তাহার মধ্যে বেদধর্মমর্ষজ শ্রেষ্ঠ । তাহা অপেক্ষা বাহ্যর বুদ্ধি চিগ্নর আত্মার ও লভ্যমর অনাত্মার ভেদ বিচার সমর্থ হইরাছে তিনিই শ্রেষ্ঠতর, অপর বিচারবিদগণমধ্যে যিনি আত্মাত্মতব দ্বারা ব্রহ্মৈকত্বভাবে সংহিত হইয়াছেন তিনিই শ্রেষ্ঠতম । সেই প্রকার গুণিতিই মুক্তি । এই মুক্তি জীবের কোটিশত জন্মকৃত পুণ্য ব্যতীত লাভ হয় না ।

করিয়া প্রতীতি জন্মে যে, শাস্ত্রে যে ক্রমমুক্তির অর্থাৎ অস্ত্রান্ত দেবতার সাধন সমাপনের বিষয় উল্লেখ আছে তাহা অসত্য নহে, সকলই সত্য । ক্রমমুক্তি অর্থাৎ ক্রমশঃ দেবদেবান্তরের আরাধনা দ্বারা সাবুত্যাদি মুক্তি উপভোগ করণানন্তর অনেক জন্ম জন্মান্তরে নির্বাণমুক্তির সময় উপস্থিত হইলে তবে দেবীর আরাধনার মতি জন্মে । দেবীর আরাধনার মতি জন্মিলে ক্রমশঃ পশু, বীর ও দিবা ভাবের সাধন করিয়া কৃতকৃত্য হওয়া যায়, তন্মিত্র এক কালীন কিছুই হয় না । এই মঙ্গলময় শিববাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা প্রমাণান পূর্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় । যখন দেখা যাইতেছে যে, অজ্ঞানের পক্ষে নিরাকার উপাসনা অসম্ভব বলিয়া সর্ব প্রথমেই পরিদৃশ্যমান সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ মূর্তি সূর্যাদেবের উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে, তখন ক্রমশঃ গণেশ, বিষ্ণু, শিব ও সর্ব শেষে শক্তি আরাধনার যে ব্যবস্থা নির্ধারিত হইয়াছে তাহাতে বিচিন্তা কি ? শক্তির আরাধনা কেবল আরাধনা যাত্রা নহে, উহা ব্রহ্মজ্ঞানের বীজ-স্বরূপ । শক্তির আরাধনা না করিলে সাপকের নিকট ব্রহ্ম পরিচিত হইন না ; হেতু এই যে, অস্ত্রান্ত দেবচতুষ্টয় প্রসঙ্গে ব্রহ্মৈকত্ব ভাবের আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু শক্তি প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই কাহার শক্তি বলিয়া প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত শাস্ত্রেই সমন্বরে কহিয়া থাকেন যে, “এই শক্তি ব্রহ্মের” (৭) । তন্মিত্র আর কাহার

(৭) অচিন্ত্যামিতাকারশক্তিস্বরূপা, প্রতিব্যাক্যধিষ্ঠানসম্বন্ধমুক্তিঃ ।

গুণাতীতনির্বন্দ্ববোধৈকগম্যা, যমেকা পরং ব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥ ১ ॥

মহাকাশসংহিতা ।

হে মাতঃ ! আপনি চিন্তার অতীত শক্তি স্বরূপ, প্রতি জীবে অধিষ্ঠিত সত্ত্ব মূর্তি, গুণাতীত ও নির্বন্দ্ব, জ্ঞানের দ্বারা জের, সিদ্ধরূপিনী ও পরব্রহ্মরূপিনী ।

শক্তি এরূপ বিভিন্ন জগৎ নির্মাণে সমর্থ? সুতরাং শক্তি বলিলেই ব্রহ্ম-শক্তিকে বুঝায়। যথা—

দেবাত্মশক্তিঃ স্বত্ত্বগৈর্মিগুতাম্

যঃ কারণানি নিধিলানি তানি

কালান্নযুক্তান্নাধিতীতৈক্যৈকঃ । ৩ ॥

যেতাত্ত্বতর শ্রুতিঃ ।

ব্রহ্মের যে শক্তি সর্বদা স্বীয়রূপে আচ্ছাদিত আছে, সেই অনির্বচনীয় শক্তিই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির প্রতী কারণ। তিনিই কাল-স্বরূপ হইয়া সমস্ত জগৎকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব তিনি ভিন্ন এরূপ শক্তি অন্য কাহাতেও সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং এরূপ জগৎত্বপাদিকা শক্তি কেবল সেই একমাত্র পরব্রহ্মেরই বলিতে হইবে। অপিচ—

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াশক্তিবেৎ ।

নহি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিৎ বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥৪২

২য়, পরিচ্ছেদ পঞ্চদশী ।

দাহনাদি কার্য্যের দ্বারা যেসকল অগ্নির শক্তি অহুমিত হয়, সেইরূপ জগৎ কার্য্যের দ্বারা পরমাত্মশক্তির অহুভব হইয়া থাকে। ঐ পরমাত্মা (ব্রহ্ম) হইতে কোনরূপ পৃথক সত্তা নাই। তবে কার্য্য ব্যতীত কখন কোন বস্তুর শক্তি প্রকাশ হয় না বলিয়া শক্তিকে ভিন্ন মনে করা যায়।

ন মীমাংসকা নৈব কাণাদ তর্ক। ন সাংখ্যা ন যোগা ন বেদান্তবাদাঃ ।

ন বেদা বিদ্যাণ্ডে নিরাকারতাবৎ ত্বমেকা পরং ব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা ॥১॥ ঐ

মীমাংসক, কণাদশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্র ও বেদ-চতুষ্টয়, ইহারা কেহই আপনার নিরাকার ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। অতএব আপনিই পরাংপরা ও সিদ্ধপরব্রহ্মরূপিনী।

একত্র জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া পরমাত্মা হইতে শক্তির ভিন্নতা বোধ হয়
মাত্র, বাস্তবিক পরমাত্মা ও শক্তি মধ্যে কোন বিশেষ নাই।

অতএব এই শক্তিই ব্রহ্ম, সূতরাং অতি অজ্ঞান অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
করা ক্রমান্বয়ে দেবচতুষ্টয়ের সাধন ব্যতীত প্রথম মনুষ্য জন্মেই হইতে পারে
না। একত্র ক্রমমুক্তি বিষয়ে শাস্ত্রে উল্লেখ (৮) আছে যে, প্রথমে সূর্য্যা-
রাধনা করিয়া দ্বাদশ জন্মাবসানে সূর্যালোকে অবস্থানপূর্ব্বক সাক্ষি মুক্তি
ভোগ হয়। বহুকাল ভোগাবসানে পুনরায় গাণপত্য-কূলে জন্মগ্রহণ করতঃ
অষ্টজন্ম গণদেবের আরাধনা করিলে সানীপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া এক কল্প
কাল গণেশলোকে বাস হয়। কল্পান্তে বৈষ্ণবকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্ত
জন্ম বিষ্ণু আরাধনা করিলে এক কল্পকাল বিষ্ণুলোকে সালোক্য মুক্তি
ভোগ হইয়া থাকে। ভোগাবসানে শৈবকূলে জন্মগ্রহণ করতঃ পঞ্চজন্ম
শিবারাধনা করিলে সাযুজ্য মুক্তিলাভ করতঃ ব্রহ্মার আয়ুঃ পরিমাণ

(৮)

শিব উবাচ ।

ক্রমমুক্তিমধ্যে বক্ষ্যে শৃণু শৈলেন্দ্রনন্দিনি ।
নরাণাং মুক্তিকামানাং সাধকানাং বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
আদৌ সূর্য্যস্ত মন্ত্ৰেণ প্রেরিতঃ পুণ্যকৰ্ম্মণ্য ।
দীক্ষিতোহসৌ ভবেদেবি পূজারাধনতৎপরঃ ॥ ২ ॥
বিধিনা দৌরমার্গেণ সূর্য্যাধ্যানপরায়ণঃ ।
দেহান্তে মুক্তিমাস্ত্য সূর্য্যালোকে মহীমতে ॥ ৩ ॥
ভৃক্তা বহুবিধান্ ভোগান্ত্রিবিদ্যা লম্বতীঃ সমাঃ ।
মর্ত্যালোকে পুনর্জন্ম ভবিষ্যতি দ্বিজালয়ে ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বসংস্কারযোগেন ততঃ সৌরো ভবেৎ পুমান্ ।
এবং দ্বাদশজন্মান্তে সূর্য্যেণ সহ শকরি ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মণো লেহনাসান্ত সাক্ষিমুক্তিং ব্রজেদসৌ ।
ততঃ কল্পান্তরে সূক্ত গাণেশো ভবতি ধ্রুবাং ॥ ৬ ॥

কাল শিবলোকে বাস হয় । তৎপরে ভোগাবসানে ব্রাহ্মণ গৃহে শাক্তকূলে জন্মগ্রহণ করতঃ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শাক্তাভিষেক হইতে হয় । অভিষেক হওয়ারান্তর অল্পকল্প পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পশু ভাবে দেবীর আরাধনা করিলে দেহান্তে দেবীলোকে বাস হয় । তৎপরে পুনর্বার ধনীগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ পূর্ব পূর্ব পুণ্য প্রভাবে পূর্ণাভিষিক্ত হইয়া বীরভাবে প্রকৃত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা পরমা বিদ্যার আরাধনা করিলে জীবদশার জীবমুক্ত হইয়া অন্তে কাণীশোকে বাস হয় । তৎপরে পুনরায় নরলোকে শাক্তগৃহে জন্মগ্রহণ করতঃ শাক্তাভিষেক হইয়া পুরস্চরণাদি কার্য্য সমাপন পূর্বক পূর্ণাভিষেক হওতঃ প্রকৃত পঞ্চ-তত্ত্ব দ্বারা কালিকাদেবীর আরাধনা করিয়া বিবসাপন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রাণান-সাধন পর্য্যন্ত বীরভাবে সাধনকার্য্য সমাপনান্তর পরমহংস দীক্ষার দীক্ষিত হইয়া দিব্যভাবাশ্রয় করতঃ নিজ দেহান্তর্গত পঞ্চতত্ত্ব দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া ঘটচক্রভেদ করতঃ মূল্যধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে চেতন করাইয়া সহস্রারে পরমশিবে সংযোজনা করিয়া সমাধিস্থ হইলে প্রারক কর্ম্মমুক্ত ক্ষর প্রাপ্ত হয় । প্রারক ক্ষরে মুক্তপুরুষ হইয়া দেহান্তে প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয় । একান্ত শক্তিমন্ত্রে তিন

গণেশে ভক্তিরত্না ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

গুরুপদেশতঃ সোহপি মন্ত্রঃ গণপতেঃ কিল ॥ ৭ ॥

সংপ্রাপ্য ভক্তিভাবেন যজনঃ সঙ্করিত্যতি ।

এবমষ্টমন্ত্রান্তে দেহং সংত্যজ্য ভক্তিয়ান্ ॥ ৮ ॥

গণেশলোকমাসাশ্রয়ত্বক্। ভোগান্ যথেষ্টিতান্ ।

সামীপ্যমুক্তিং লভতে স্থিতিঃ কল্যানস্বাধি ॥ ৯ ॥

কল্যাণতরে পুনঃ সোহপি বৈকবদ্যং লভিত্যতি ।

বিষ্ণুমন্ত্রঃ গুরুমুখ্যঃ শ্রদ্ধা চ বিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ১০ ॥

পূজনাঃ বাসুদেবস্য মন্ত্রসংস্কারণং কুরেঃ ।

কৃষা শাস্ত্রবিধানেন দেহান্তে অক্ষ চাপ্পুয়াং ॥ ১১ ॥

জন্মান্তে নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সুতরাং শাস্ত্রে বলা
ইহা আছে, যে—

অতএব মহেশানি নির্বাণপদমিচ্ছতা ।

ভবসাগরপারার্থং শক্তিমন্ত্রং সমভ্যসেৎ ॥ ৪৪ ॥

২ প, কৈলাসতন্ত্র ।

হে মহেশানি ! ভবসাগর পার হইয়া যে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হইতে
ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি যত্নের সহিত শক্তি-মন্ত্র-সাধন করিবে । সূর্য্য হইতে
ক্রমাগ্রে দেবচতুষ্টয়ের সাধন দ্বারা সর্ব্বশেষে বিপ্রকূলে জন্মগ্রহণ হইয়া
থাকে । ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ হইলেই শাক্ত হওয়া হইল, যেহেতু ব্রাহ্মণ
নাহেই ব্রহ্মশক্তি গায়ত্রীর উপাসক । যথা—

তত্রাপি বৈষ্ণবং মন্ত্রং সংপ্রাপ্য ভূবি মানবঃ ।

পূৰ্ব্বকৰ্ম্মবিপাকেন বিষ্ণুমায়াধিয়্যতি ॥ ১২ ॥

অধুনা ক্রমযোগেন সপ্তজন্মান্তরে পুমান্ ।

সালোক্যমুক্তিঃ লভতে দেবি সত্যং ন সংশয় ॥ ১৩ ॥

কল্পান্তরে মহেশানি মৰ্ত্ত্যে জন্ম ভবিষ্যতি ।

ততশ্চিগুণমুৎসৃজ্য শুদ্ধচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শিবমন্ত্রং লভিত্বা চ ততঃ শৈবো ভবেদ্ভূবনঃ ।

মহেশানাপরো দেবো কোটিব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥

ইতি সংকল্য মনসা শিবে ভক্তিঃ প্রজায়তে ।

লব্ধ্বা পাপপতীং দীক্ষাং কৃৎস্বা পাপপতং ব্রতং ॥ ১৬ ॥

শিবং সংপূজ্য বিধিবচ্ছিবমন্ত্রং জপেৎ স্মরীঃ ।

নিষ্ঠা শিবদাস্যোজ্যে ততঃ সাদনপারিণী ॥ ১৭ ॥

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বৈ ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ ।

উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাকরীং ॥

৩ প, নির্বাণতত্ত্ব ।

ব্রাহ্মণ যাত্রেই শাক্ত, কোনক্রমেই তাহারা শৈব বা বৈষ্ণব নহে ;
যেহেতু পরমাকরী গায়ত্রী তাহাদের উপাস্তদেবতা ।

শিবারণনযোগেন পঞ্চজ্ঞানান্তরে শিবে ।

সায়ুজ্যমুক্তিঃ লভতে শিবমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ১৮ ॥

শিবরূপস্ব্যাসাঙ্ঘ শিবলোকে বসেচ্ছিরং ।

শতব্রহ্মায়ুধং লব্ধ্বা চাষ্টৈশ্বৰ্য্যাধিতোহপ্যসৌ ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মানন্দস্থং ভুক্ত্বা শিববদ্বিহরেৎ সদা ।

ততোহগ্রজগৃহে জগ্ন সন্তবিস্তৃতি নানুথা ॥ ২০ ॥

অত্র শিবগুরুং প্রাপ্য শক্তিময়ৈণ দীক্ষিতঃ ।

পৰ্বাচারমুতে ভূষারাময়েৎ পরমাং শিবাং ॥ ২১ ॥

শাক্তাভিষেকনিহিত-তত্ত্বমার্গানুসারতঃ ।

পঞ্চতত্ত্বোপচায়েণ চাক্ষুৰ্জ্ঞেন শৈলজৈ ॥ ২২ ॥

পূজয়িত্বা মহাদেবীং ভক্তিভাবেন চেতসা ।

নরঃ পঞ্চস্ব্যাসাঙ্ঘ দেবীলোকেহনিশং রমেৎ ॥ ২৩ ॥

তত্র সেবাপরামেন ভগবতাঃ শুচিত্রিতে ।

নরলোকে পুনর্জগ্ন ভবিষ্ণতি ধনিমুহে ॥ ২৪ ॥

পূর্বপুণ্যপ্রভাবেন জগদ্রহঃসমাগমাৎ ।

নরঃ শিবগুরুং লব্ধ্বা বীরভাবস্ব্যাসাঙ্ঘ ॥ ২৫ ॥

পূর্ণাভিষেকমাসাঙ্ঘ মুখ্যকল্পেন পার্শ্বতি ।

আরাধ্য পরমাং বিকাস জীবাশুভেন ভবেৎকরঃ ॥ ২৬ ॥

পূর্ব পূর্ব দেবগণের আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণকূলে জন্ম পরিগ্রহ হয় বলিয়া ব্রাহ্মণের সকল দেবতার আরাধনা করিবার অধিকার আছে, এজন্য ত্রিসংখ্যায় সূর্য্যাদি সকল দেবতাই সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন । সন্ধ্যা করিলে সকল দেবতার উপাসনা করা হইল । এজন্য পঞ্চ সস্ত্রদায়ের উপাস্ত দেবতা সকল ব্রাহ্মণের এক সন্ধ্যারূপ উপার্গনা মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ কখনও বলিতে পারে না যে, আমি অমুক দেবতার আরাধনা করি না । এজন্য ব্রাহ্মণ সকল সস্ত্রদায়ভুক্ত, ব্রাহ্মণের এরূপ অধিকার ক্রমে ক্রমে অনেক সাধনায় প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে ।

অষ্টপাশবিনিমুক্তো মহেশ ইব চাপরঃ ।

সাপরিষা লতায়োগং চাস্তে কালীপুং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥

তত্র ভৈরবরূপেণ ভৈরবীশক্তিসংযুতঃ ।

ব্রহ্মানন্দপরো ভূত্বা মোদতে সূচিরঃ শিবে ॥ ২৯ ॥

তত্রাপি কশ্চিদ্বপরাধযোগন্তঃ ক্রিয়াকলষ্টপরিভিশাপতঃ কচিৎ ।

উপ্তস্তদোষণ পরোহিভিমানতঃ পুনর্নলোকে জনিমাপ্তবানুবী ॥ ৩০ ॥

শান্তাভিষেকং প্রাপ্ত্বা ভূত্বা ত্রীপুরোঃ কুপয়া সূরীঃ ।

শক্তিমন্তঃ সমাসক্ত পুঙ্কয়েৎ পরদেবতাং ॥ ৩১ ॥

ততো জপেৎ মহামন্ত্রং পুরন্দরপূর্বকং ।

বহুচৈতন্ততাং কৃৎবা ততঃ ত্রীপুরসন্নিধৌ ॥ ৩২ ॥

পূর্ণাভিষেকং সংপ্রাপ্য পঞ্চতন্মৈন কালিকাং ।

সমর্চয়েৎ সুবিধিনা বীরভাবাভ্রিতো নরঃ ॥ ৩৩ ॥

বিষসাধনমারভ্য শ্রীমান্তঃ জপংচরন ।

বীরভাবেন দেবেশি পূর্বসিদ্ধিপর্য্যো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

ততঃ পরমহংসাখ্যাং দীক্ষায়াং সূত্রেতে ।

দ্বিষ্যতাবপরো ভূত্বা চরেৎ পরমহংসবৎ ॥ ৩৫ ॥

অতএব বৎস ! ক্রমমুক্তির কথা বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা
আত্মপুঞ্জিক শাস্ত্রসম্বন্ধে তোমার নিকট কীর্তন করিলাম । এক্ষণে বোধ
হয় পঞ্চ-তত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার কোনরূপ সন্দেহ থাকিল না ।

শিষ্য কহিলেন—ওহো ! জ্ঞানকর্তা ! অতঃপরে আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত
হইল, ভয় সকল হইল, কত জন্ম জন্মাস্তরের পুণ্যফলে আপনার সন্দর্শন

৩ অদেহত্বঃ পঞ্চতত্ত্ববর্ত্তনং পরদেবতাঃ ।
বিধিনা কোলমার্গেণ সংসারবিমুক্তো বশী ॥ ৩৬ ॥
কুলকুণ্ডলিনীং দেবীং চেতয়িষ্যামিযোগতঃ ।
যট্টচক্রং সংভিদন্ দেবি চাত্মনা সহ তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥
লয়ং কৃত্বা পরশিবো সমাধিস্থো ভবেৎ পুমান্ ।
স এব পৃথিবীমপ্যে জীবন্তু ক্তঃ স্বয়ং শিবঃ ॥ ৩৮ ॥
একোহমহমবিতীয়াস্মা সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপোহিহমিতি সংচিন্তয়ন্ দিয়া ॥ ৩৯ ॥
প্রারম্ভমগ্ন পুরুষঃ দেহান্তে প্রকৃতৌ লয়ং ।
সরীষ্যতে চিদাকারে নির্বাণমিতি কথ্যতে ॥ ৪০ ॥
কৌলো ভূষা জিজ্ঞাস্তে কৈবল্যপদমাপুরাং ।
নাতঃ পরত্রয়োপায়ঃ কশ্চিদস্তি শুচিত্ততে ॥ ৪১ ॥
নরাণাং মুক্তিকামানাং সংসারবণবস্তিনাং ।
শক্তিমত্ত্বমুতে দেবি পঞ্চদেবপারায়ণঃ ॥ ৪২ ॥
নির্বাণমুক্তিং নো বাস্তি কোটিকলেন সুন্দরি ।
অতঃ সর্বং পরিত্যজ্য শক্তিমত্ত্বং সমাপ্রয়েৎ ॥ ৪৩ ॥
পুণ্ডেবো নিজভক্তেভ্যো মুক্তিং যচ্ছক্তি সর্বথা ।
ভবপাশনিরাশায় সালোক্যান্দিচতুষ্টয়াং ॥ ৪৪ ॥
নির্বাণপদমাদিতুমসমর্থো সৈদেব তে ।
সমুক্তিমভিবাঞ্ছন্তি পরশক্ত্যনুকম্পয়া ॥ ৪৫ ॥
অতএব যৎকোনোনি নির্বাণপদমিচ্ছতি ।
ভবসাগরপারায়ণঃ শক্তিমত্ত্বং সমাপ্রয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রাপ্ত হইয়া অস্ত্র নিঃসংকেহ ও নিশ্চিত হইলাম, আর আমার কিছুই
জিজ্ঞাস্ত নাই, তবে নিজ গুণে কৃপা করিয়া যদি কিছু উপদেশ দেন, ইহাই
আমার অভিলাষ।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস ! তুমি যে বিষয়ের জিজ্ঞাস্ত ছিলে তাহা
সাধ্যমত বর্ণনা করিলাম, আর তোমার কি উপদেশ আবশ্যক তাহা বল।

সৌরে বা গাণপত্যো বা বৈষ্ণবঃ শৈব এব বা ।

বিন্ধ্যজ্য পূর্বমস্ত্রাণি কোলধর্ম্যঃ সমাশ্রয়েৎ ॥ ৭৭ ॥

দেবুবাচ ।

দীক্ষাখণ্ডে পুরা প্রোক্তং মহগ্রহণকর্মণি ।

মন্ত্রঃ গৃহীত্বা ত্রীনাথান্ন কদাপি পরিত্যজেৎ ॥ ৪৮ ॥

মন্ত্রত্যাগান্তবেদ্যকো গুরুত্যাগাদরিদ্রতা ।

গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাদ্রোরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৯ ॥

সত্যং বচনমেতন্নি নানুতং শিবভাবিতং ।

এতন্মৈ সংশয়ঃ দেব ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতঃ ॥ ৫০ ॥

শিব উবাচ ।

যৎ সংশয়ঃ তব শিবে জাতঃ মনসি সাম্প্রতঃ ।

তন্নানার্থং বদাম্যস্ত শৃণু পারহিতানঘে ॥ ৫১ ॥

যদ্বক্তং গুরুমন্ত্রাণাং ত্যাগে পরমপাতকং ।

সর্বং পুরুষদেবানাং বিবরে জাতুমর্হসি ॥ ৫২ ॥

বিন্ধ্যমন্ত্রঃ পরিত্যজ্য শিবমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ ।

ভবেদ্ যদি মহেশানি তত্র পাপী ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

অথবা শিবমন্ত্রাণি ত্যক্ত্য যো বৈষ্ণবো ভবেৎ ।

গুরুবাপি মহাদেবি তৎপাপং তামদেব হি ॥ ৫৪ ॥

এবং পুংদেববিবরে যস্য প্রোক্তমুখে পুরা ।

গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাৎ পাপং ভবতি নিশ্চিতং ॥ ৫৫ ॥

শক্তিমন্ত্রঃ বিন্ধ্যজ্যে বিন্ধ্যমন্ত্রঃ সমাশ্রয়েৎ ।

তথা মন্ত্রঃ শিবস্তাপি স পতেন্নিসরে ক্রবঃ ॥ ৫৬ ॥

শিষ্য কহিলেন—প্রভো! তাহা আমি কিছুই জানি না, তবে আমি এক্ষণে কি করিব তাহাই উপদেশ দিউন ।

গুরুদেব কহিলেন—বৎস! আর অন্য উপদেশ কি দিব? যদি তোমার মুক্তি কামনার সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে মনো-মালিন্য পরিত্যাগ পূর্বক সিদ্ধিলাভের জন্য বীরভাব আশ্রয় কর । যেহেতু—

“বীরভাবং বিনা নাথ ন সিদ্ধ্যতি কদাচন” ।

১১ পটল রুদ্রবামল ।

হে নাথ! বীরভাব ব্যতীত কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না ।

বৎস! সম্প্রতি ইহাই আমার উপদেশ । তৎপরে সাধন ক্ষেত্রে অব-
তীর্ণ হইলে যে স্থলে যে উপদেশের আবশ্যক হইবে তাহা অবাধে প্রাপ্ত
হইবে ।

এই স্থলে মতিমান্ শিষ্য প্রণিপাত পূর্বক শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাঙ্ক
ধারণ করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন ।

ইথং পুরুষদেবানাং মদ্বানুস্যজ্য ভক্তিমান্ ।

দীক্ষিতঃ শক্তিমন্ত্রেণ তৎকথাং পুণ্যবান্ ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥

কোটিজন্মার্জিতঃ পাপং মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ ।

বিনশ্চতি মনুষ্যাণাং সত্যং জানীহি স্মরতে ॥ ৫৮ ॥

ন দোষো জায়তে তস্ত গুরুমন্ত্রবিসর্জনাৎ ।

ক্ৰিপং ভবতি পুণ্যাঙ্গা ভগবত্যাঃ প্রসাদতঃ ॥ ৫৯ ॥

কিমত্র বহুনোক্তেন যথাতথ্যেন বচিাতে ।

নাতঃ পরতরো ধর্ম্যঃ কোলধর্মাদৃতে শিবে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকৈলাসতন্ত্রে শিবপার্বতীসংবাদে মুক্তিখণ্ডে

পঞ্চমুক্তিবার্ণনং নাম দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

এষ সম্পূর্ণ ।

